1-

THE TEACHERS JOURNAL

শিক্ষা ও সাহিত্য

AUGUST

1939

Editor · BIRENDRA NATH CHAKRAVARTI, M.A., B.L.

VOL. XVIII. NO. [illegible]

MACMILLAN

MACMILLAN'S

MODERN DICTIONARY

1,466 PAGES, 140.000 WORDS

Price 12s. 6d.

This new dictionary supplies a wider range of information on words and phrases and on geographical, biographical, Biblical, mythological, etc. items than any other ready-reference, one volume dictionary yet published.

A MAP BOOK OF EUROPE

By A. FERRIDAY, M.Sc.

Price 1s. 9d.

The object of this little book is to present the chief geographical facts of Europe in map form. The page facing each map explains most of the details indicated on the map, and in some cases supplements these.

THE STUDENT EDITOR

By JAMES W. MANN.

Price 4s. 6d.

It is a guide-book to give practical assistance in editing school papers or magazines.

SIXTY LETTER AND READING GAMES

By JANE SPENCER

Price 2s. 6d.

(A companion book to "Sixty Number Games for the Infant School" by the same author, price 2s. 6d.)

There are many and varied methods of Teaching Reading but most teachers will agree that in all methods games and activities have their place and value. The first half of the book deals with "sound or letter" games, the remaining games introducing words and sentences.

294, BOW BAZAR STREET, CALCUTTA.

EVERYTHING FOR SCHOOLS

We can furnish you direct with any of the following aids :—

Prize and Library Books.
Maps, Globes and Geographical Instruments.
Scientific and Hygienic Charts and Apparatuses.
Magic Lanterns and Slides.
Historical Pictures and Models.
School, College, Laboratory and Office Furnitures.
Black Boards, Graph Boards and Map Boards with Outlines.
Black Board Requisites Dusters Etc.
Mathematical, Engineering and Survey Instruments.
School Forms and All Sorts of Printing.
Question Papers, Magazines Etc.
Sports Goods.

TRIAL ORDERS SOLICITED.

Any kind of special Apparatus for Science and Geography can be made to order.

We keep every arrangement in our office to test the quality of the apparatuses. Please depute any of your representative to see the apparatuses at our office before placing orders with other firms. Our quality is the FINEST and our price is the CHEAPEST.

Phone : B. B. 4496.

EDUCATIONAL EMPORIUM

DEALERS & MANUFACTURERS OF SCHOOL REQUISITES

15, COLLEGE SQUARE, (2nd Floor) CALCUTTA.

A Romance of Public Service

BOMBAY MUTUAL

Life Assurance Society, Ltd.

1871 TO 1938

This Mutual Society's Service to the insuring public of India is unparalleled in the history of Life Insurance in this country.

A PROGRESSIVE INSTITUTION

1933 Paid for business	Rs.	1,29,17,000
1938 ,,	,,	2,05,00,000

These are the figures which speak of the tremendous popularity of this oldest and biggest Mutual Institution of India.

THE SOCIETY TRANSACTS NOT ONLY IN ALL STANDARD PLANS OF LIFE INSURANCE BUT ALSO IN

ANNUITIES—IMMEDIATE AND DEFERRED.

For further particulars

please apply to—DASTIDAR & SONS, *Chief Agents.*

100, Clive Street, CALCUTTA.

আব্দুল কাদের, বি-এ, বি-সি-এস প্রণীত

— কামাল পাশা —

মোস্তফা কামালের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম, শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিবিধ যুগান্তরকারী সংস্কারের বিশদ বিবরণ। ৩৭ অধ্যায়ে ৩১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৸০ আনা।

তুরস্কের ইতিহাস—"নিপুণ গ্রন্থকার …এক মনোরম উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (বঙ্গবাসী)।" ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ—১।০, ২য় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ ২৲ টাকা।

সোলতান মাহ্‌মূদ—"যাঁহারা প্রকৃত ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন (হিতবাদী)। ১৩৮ পৃষ্ঠা মূল্য—॥৵০ আনা।

স্পেনের ইতিহাস—"স্পেনে মুস্‌লিম জয় পতাকা উড্ডীনের বিচিত্র কাহিনী পাঠকদিগকে মুগ্ধ করিবে (আনন্দবাজার পত্রিকা)।" সচিত্র, বাঁধাই, ১৭৫ পৃষ্ঠা মূল্য—১।০।

মূর-সভ্যতা—"অত্যন্ত মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ। ……বাঙ্গালা সাহিত্যে এক মূল্যবান দান (অমৃতবাজার পত্রিকা)।" সচিত্র, বাঁধাই, ৩৮৬ পৃষ্ঠা মূল্য—২॥০ টাকা।

মোস্‌লেম-কীর্ত্তি—"সমস্তই দরদ দিয়া বর্ণিত, সুন্দর, সুলিখিত ও চমৎকার হইয়াছে। গ্রন্থকারের হৃদয়ের উদারতা সমস্ত রচনায়ই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে (বাংলার বাণী)।" তিন খণ্ড, বাঁধাই, প্রতি খণ্ড (স্বতন্ত্র বই) ১৲।

উজীর আল্‌-মন্‌সূর—"বইখানি গল্পের ন্যায় কৌতূহলপূর্ণ (বঙ্গবাণী)।" বাঁধাই ॥৵০

শের শাহ্—"উপন্যাসের ন্যায় মনোরম (মাসিক মোহাম্মদী)।" সচিত্র, বাঁধাই ॥৵০।

দ্রষ্টব্য—শেষ পাঁচখানা বই প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

গ্রন্থকারের (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা, এ-বি-আর) নিকট অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া একত্রে সমস্ত বই লইলে রেল-ভাড়া লাগে না। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও কলিকাতার সমস্ত বড় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

The Teachers' Journal

CONTENTS

	SUBJECTS	AUTHOR'S NAME	Page
1.	Pedagogy and Palmistry	Rames Chandra Choudhuri, M.A., B.T.	465
2.	The New Education and the New Teacher	Sibadas Pal, M.A., B.T.	472
3.	The Training of the Teachers in India	Mobarak Ahmed	476
4.	A few Words on the principles of English pronunciation	Kshitish Chandra Basu, B.A., B.T.	486
5.	The Modern Teacher	Prof. S. N. Q. Zulfaqar Ali	496
6.	The Present-Day Educational Philosophy	Santosh Kumar De, M.A. etc.	502

Our Newly Approved Secondary Books

MIDDLE ENGLISH GRAMMAR

(For Classes V & VI)

By **Bishnupada Ray** M. A., B. L., B. T.

Head Master, Kurigram H. E. School and Examiner Calcutta University.

সবুজ সাথী

(চতুর্থ শ্রেণীর জন্য)

"শরৎচন্দ্র" "হাজী মহসিন" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা

মৌলবী মহফুজুর রহমান খান প্রণীত।

সবুজ সাহিত্য

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, 'আলমগীর' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা এবং বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক

মৌলবী শেখ হবিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন প্রণীত।

ছেলেদের সাহিত্য

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

By the same Author.

NORTH BENGAL PUBLISHING HOUSE

2, Shamacharan De Street, Calcutta.

SCHOOL REQUISITES

SCIENTIFIC APPLIANCES
(Including University Syllabus)
IN
PHYSICS
CHEMISTRY
HYGIENE
ASTRONOMY
DOMESTIC SCIENCE
GEOGRAPHY Etc.

MAPS
GLOBES
CHARTS
MINERALS ROCKS
MAGIC LANTERNS &
SLIDES Etc.

PHYSIOLOGICAL &
ANATOMICAL CHART

SCHOOL FURNITURE :
BLACK BOARDS
GRAPH BOARDS & INSTRUMENTS, PUNKHA MATTINGS
Etc.

OBJECT LESSON PICTURES AND CHARTS OF
ANIMALS
BIRDS
PLANTS & TREES
SCENERIES
(Over 200 varieties)
WOODEN MODELS, PRESERVED INSECTS & OTHER DEMONSTRATION OBJECTS

BOYS' SCOUT AND
GIRLS' GUIDE UNIFORMS
COOKING CLASS FURNITURE
AND REQUISITES

SANITARY APPLIANCES

STATIONERY
For SCHOOL & OFFICE

BENGAL PRESS
FOR
GOOD PRINTING
OF
EVERY DESCRIPTION

YOU WILL GAIN ON EVERY PURCHASE FROM US

'Gram—'BENGAL PRESS' 'Phone—CAL. 3701.

Industrial Trading Co.
ESTD. 1931
28, Convent Road, Calcutta.
S. K. DAS GUPTA,
Sole Proprietor

Contents (*Continued*)

	SUBJECTS	AUTHOR'S NAME	Page.
7.	Plea for Reform in Holidays and School Timings	Kali Das Kapur	507
8.	Psychology of Play	Taponath Chakravarty, M.A., B.T.	512
9.	Character in Relation to Education Psychology	Saroj Ranjan Chaudhuri	517
10.	Gleanings	... ...	519
11.	News	... ...	524
12.	Review	... ...	530
13.	Our Association	... ...	534
14.	Teacher in Trouble	... ...	534
15.	Notes	... ...	536

TEACHERS' BENEFIT FUND

REMEMBER

YOUR DISTRESSED BROTHERS

Helpless Widows & Orphans

Contribute your Mite

AND

HELP TO WIPE AWAY THEIR TEARS

For Guidance of Teachers

1. In case of trouble or any misunderstanding with the School Committee, the teachers should make it a point to consult the Association first.

2. Teachers in no case should tender resignation under threat, inducement or pressure without consulting the All-Bengal Teachers' Association.

3. Teachers should always remember that if they resign their posts, their appeals to the Arbitration Board will be of little help to them.

4. Appeal to the Arbitration Board should be filed as early as possible and within 30 days from the date of receipt of the order of dismissal or discharge.

5. Applications should be made in triplicate together with the A. B. Fee of Rs. 15/- ; a separate copy of the application should be forwarded to the A.B.T.A. through the D.T.A.

6. While making over charges, Head-masters and other teachers should take proper receipts for all papers, documents and accounts from the person taking over the charge.

7. Teachers when availing themselves of leave should get written permission or order and should not rely on mere oral assurance or permission.

8. New entrants should always insist on a written appointment letter clearly laying down terms and condition of the appointment.

M. Sen Gupta
Secy., A. B. T. A.

১৯৪১-৪২ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আমাদের প্রকাশিত
পুস্তকাবলী—

১। **ভূগোল**

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্. এ.
ও
ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Teachers' Training
বিভাগের ভূগোল শাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরীক্ষক
শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্. এ., এফ্. আর্. জি. এস্. (লণ্ডন) প্রণীত
চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা।

২। **ভারতবর্ষের ইতিহাস**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার
ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক
ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ, পি-এইচ্. ডি, বি. লিট্. (অক্সন)
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক ও ইণ্টারমিডিয়েট
পরীক্ষার ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক
ডক্টর শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ্. ডি প্রণীত
ষষ্ঠ সংস্করণ—মূল্য এক টাকা দশ আনা।

৩। **ইংলণ্ডের ইতিহাস**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ্. ডি কর্ত্তৃক
আদ্যোপান্ত পরিদৃষ্ট ও সংশোধিত
এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম্. এ., পি. আর্. এস্, পি-এইচ্. ডি.
ও
কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশনের ইতিহাসের অধ্যাপক
শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম্. এ., বি. এল্ প্রণীত
তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য এক টাকা চারি আনা।

দ্রষ্টব্য ঃ—অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার
আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৪। **পাটীগণিত**

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান গণিতাধ্যাপক

রায় শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস বাহাদুর, এম্. এ.

ও

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গণিতাধ্যাপক

ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন, ডি. এস্-সি., পি. আর্. এস্. প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য দুই টাকা।

পাটীগণিতের সমাধান—মূল্য ২৲ টাকা।

৫। **নূতন জ্যামিতি**

বরিশাল বি. এম্. কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও প্রধান গণিতাধ্যাপক

শ্রীচিন্তাহরণ রায়, এম্. এ.

ও

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপক

শ্রীমধুসূদন সরকার, এম্. এ. প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

নূতন জ্যামিতি ২য় ভাগ—(ত্রিকোণমিতি সমেত) মূল্য ॥৵০।

৬। **প্রাথমিক বিজ্ঞান**

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীর-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক

শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এস্-সি.

এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, এম এ., এফ্. এন্. আই.

ও

ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক

শ্রীমহাদেব চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি. প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য এক টাকা বার আনা।

দ্রষ্টব্য ঃ— অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

(For Rapid Reading)

যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

মূল্য বার আনা

৮। Practical Grammar and Composition

By Prof. J. L. Bannerjee

Second Edition Price Rs. 2-0-0

Points of superiority over other books of Grammar and Composition.

1. In no other book of Grammar, have the rules been given with such clearness, lucidity and simplicity.
2. In no other Grammar, will you find such a copious variety of examples and exercises.
3. In no other work of Composition has the right and wrong use of words and idioms been discussed in such a full and comprehensive manner.
4. A whole section of the book has been given to Letter-writing with copious illustrative examples.
5. The subject of paraphrasing, summary-writing and answering general questions (*Third Paper*) in the manner required by the University has been dealt with in a section by itself.

In fact, it is the best, completest and most up-to-date treatise on the subject.

দ্রষ্টব্য ঃ— অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৫। সরল প্রকৃতি পাঠ

(for Class IV)

By **Ganga Charan Dasgupta**, B.T. As. 4/6

স্বাস্থ্য

১৬। সরল স্বাস্থ্য কথা (৩য় ভাগ)

(for Classes VII & VIII)

By **Surendra Chandra Chakravarti**, M.Sc., B.T. As. 12.

১৭। সরল স্বাস্থ্য কথা (২য় ভাগ)

(for Classes V & VI)

By **Surendra Chandra Chakravarti**, M.Sc., B.T. As. 8.

১৮। সরল স্বাস্থ্য কথা (১ম ভাগ—বালক)

(for Classes III & IV)

By **Surendra Chandra Chakravarti**, M.Sc., B.T. As. 6.

১৯। সরল স্বাস্থ্য কথা (১ম ভাগ- বালিকা)

(for Classes III & IV)

By **Surendra Chandra Chakravarti**, M.Sc., B.T. As. 6.

ড্রয়িং

20. Oriental Drawing Book, Part I

(for Classes III & IV)

By **Ranada Ukil** As. 6.

21. Oriental Drawing Book, Part II

(for Classes V & VI)

By **Ranada Ukil** As. 6.

দ্রষ্টব্য ঃ —অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Help Books

1. **Matric. Bengali Made Easy, 1st paper**
   Or Notes on Matric. Bengali Selections (1941-42)
   Gen. Editor **Prof. J. L. Bannerjee**, M.A. Re. 1/8/-

2. **Matric. Bengali Made Easy, 2nd paper**
   Or Practical Grammar and Composition with Essays from Rapid Readers (1941-42)
   Gen. Editor **Prof. J. L. Bannerjee**, M.A. Re. 1/-

3. **Matric. Sanskrit Made Easy** (1941-42)
   Gen. Editor **Prof. J. L. Bannerjee**, M.A. Rs. 2/-

4. **Notes on Matric. English Poetry** (1941-42)
   Gen. Editor **Prof. R. Chakravarti** Re. 1/12/-

5. **Notes on Matric. English Prose** (1941-42)
   Gen. Editor **Prof. R. Chakravarti** Re. 1/12/-

6. **Students' Letter-writer**
   By **Prof. J. L. Bannerjee**, M.A. As. 10.

7. **School Essays and Letters**
   By **A. C. Sen & S. C. Sen** Re. 1/8/-

8. **New Geography**
   (Approved by the D. P. I., Bengal for Classes VII & VIII)
   By **Ganga Charan Dasgupta**, B.T. Re. 1/4/-

9. **Groundwork of Indian History**
   (Approved by the Calcutta & Patna Universities and the Boards of Intermediate & Secondary Education Dacca, Central Provinces, Rajputana & Central India)
   By **Dr. S. N. Sen**, M.A., Ph. D., B. LIT. (OXON)
   AND
   Dr. H. C. Raychaudhuri, M.A., Ph. D. Re. 1/12/-

10. **Modern Arithmetic (All India Edition)**
    (Approved by the D. P. I., Bengal, Bihar & Assam and by the Calcutta University)
    By **Rai Bahadur S. P. Das**, M.A. Rs. 2/4/-

দ্রষ্টব্য ঃ—অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

SCIENCE & GEOGRAPHY
IN HIGH SCHOOLS

We hold *LARGE STOCKS* of Paper Pulp, Rain-gauges, Barometers, Rocks & Minerals, Windvanes, Globes, Maps, Charts, Geographical Pictures and other accessories for the Teaching of Geography

&

All the *SCIENTIFIC APPLIANCES* for the *Teaching of Elementary Scientific Knowledge* in the High Schools under the University of Calcutta.

We also hold large stocks of Black-Boards, Graph-Boards, Cleaners, Black-Board Instruments, Black-Board Paints, Chalk Pencils and other School Requisites.

later

BIOLOGICAL CHARTS

Specially prepared for the Secondary Schools of Bengal & Assam affiliated to the University of Calcutta.

Beautifully ***printed in* Colours** on Art Paper and ***mounted on strong cloth*** with arrangement for suspension in the class-room : Each Chart ***designed by Expert Artist*** under the guidance of Experienced Professors of Botany and Zoology : ***Contains* Exhaustive Notes** in both English and Bengali printed at the bottom in Bold Type : In ***accuracy, comprehensiveness, finish and durability superior to all charts available in the market.***

Part I—BOTANY (Roots, Stems, Leaves, Flowers, Fruits, Rice Plant & Pea Plant).

Part II—ZOOLOGY (Ant, Bee, Spider, Mosquito, Butterfly, Frog, Earthworm & Fish).

Price for Complete Set Rs. 12/- only.

CHUCKERVERTTY, CHATTERJEE & Co., Ltd.

Booksellers, Publishers & Suppliers of Scientific & Geographical Appliances.

15, College Square :: CALCUTTA

SCHOOLS PLEASE NOTE !

REQUIREMENTS OF APPLIANCES FOR SCHOOLS, according to New Calcutta University Syllabus, in SCIENCE, GEOGRAPHY, HYGIENE, MECHANICS, DOMESTIC SCIENCE, DOMESTIC HYGIENE, COMMERCIAL GEOGRAPHY, PHYSICS, CHEMISTRY, and also MAPS, GLOBES, CHARTS, ROCKS and MINERALS, MAGIC LANTERNS, BLACKBOARD INSTRUMENTS, BLACKBOARDS, GRAPH BOARDS, BLACK-BOARD PAINTS (Special quality), STUDENTS' BENCHES and DESKS, SCHOOL FURNITURE, LABORATORY TABLES and FITTINGS, LABORATORY FURNISHING, LECTURE GALLERY, and all other things required in a modern School are available from us.

Schools experiencing financial difficulties in buying their requirements in any of the above lines are cordially invited to correspond with us, stating the nature of help required by them. It is best to have interviews by previous arrangement. We have helped numerous schools in Bengal, and we will be glad to help others.

Our stock is the largest and most varied in India.

SCIENTIFIC SUPPLIES (Bengal) Co.

C-37 & 38 College Street Market, Calcutta.

TELEGRAMS :—Bitisynd, Calcutta.

OFFICE TELEPHONE :—B. B. 524

GODOWN-PHONE :—B. B. 1882

OXFORD BOOKS

Approved by the Bengal Provincial Text Book Committee for use in 1940 including books approved for the Matriculation Examination of 1941

The publications of the OXFORD UNIVERSITY PRESS are distinguished by the high standard of their contents. They are known throughout the world for the quality of their printing and excellent get-up.

The OXFORD UNIVERSITY PRESS, one of the oldest publishing firms the world has known (the first book issued from Oxford bears the date of 1468) has no shareholders and subserves no private interest. The maintenance of the Learned Press with its output of scholarly and educational books, many of which in their nature are unremunerative, depends on the profitable management of the publications of the Press as a whole. It is the home of scholars of all nationalities and deserves the support of every educationist. Heads of schools are respectfully invited to send applications for Specimen copies.

CLASS III

English Readers	**The Clarendon Readers**, Primer	7 as.
	A Way to English, Primer	6 as.
	The Oxford English Course, Primer By Lawrence Faucett, M.A., Ph. D.	7 as.
	The Village Readers, Primer By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	5 as.

CLASSES III & IV

Geography	**Adhunik Bhuparichaya** By Ajit Kumar Banerjee	12 as.
	Oxford School Atlas in Bengali By John Bartholomew	12 as.

CLASS IV

English Readers	**The Clarendon Readers**, Book I	7 as.
	A Way to English, Book I	7 as.
	The Oxford English Course, Book I By Lawrence Faucett, M.A., Ph. D.	7 as.
	The Village Readers, Book I By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	5 as

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Supplementary English Readers	**Ishwarchandra Vidyasagar**	2½ as.
	Harishchandra—The King Who Would not Tell a Lie	2½ as.
	Nine Fables by Lawrence Faucett	3 as.
	The Good Little Men By Lawrence Faucett	3 as.
	Cinderella and Rapunzel By Lawrence Faucett	3 as.
Science	**Adhunik Prakritipath**. Part I By Dr. S. R. Sen Gupta & S. N. Banerjee	5 as.
	CLASS V	
English Readers	**The Clarendon Readers**, Book II	8 as.
	A Way to English, Book II	8 as.
	The Oxford English Course By Lawrence Faucett, Book II	8 as.
	The Village Readers, Book II By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	6 as.
Supplementary English Readers	**The First Book of Fables**, By H. McKay	9 as.
	The Golden Nest	2½ as.
	Padmini and the Forest King	3 as.
	Sir Syed Ahmed Khan	3 as.
	Stories for the Classroom, Grade BI	6 as.
English Copy Book	**Oxford Copy Book, No. 6.**	2 as.
	CLASSES V & VI	
Science	**Adhunik Prakritipath**, Part II By Dr. S. R. Sen Gupta & S. N. Banerjee	7½ as.
	CLASS VI	
English Readers	**The Clarendon Readers**, Book III	10 as.
	A Way to English, Book III	10 as.
Supplementary English Readers	**The Second Book of Fables**, By H. Mckay	14 as.
	M. K. Gandhi	3½ as.
	A Stitch in Time, By H. Strang	10 as.
	Sakuntala, and The Clever Carpenter	2½ as.
	Stories for the Classroom, Grade CI	6 as.
English Copy Book	**Oxford Copy Book**, No. 8	2 as.

OXFORD UNIVERSITY PRESS

CLASS VII

English Readers	**The Clarendon Readers,** Book IV	14as.
	A Way to English, Book IV	14as.
Supplementary English Readers	**The Third Book of Fables,** By H. McKay	14as.
	The Tales of Friendship, By D. C. Sharma	8as.
	Tales from Gulliver's Travels	7as.
	Stories from Sindbad the Sailor	7as.
	Three Tales By Oscar Wilde	5as.
	Our Letters in the Post	9as.
	In Search of Science—Air, Wind and Rain	5½as.
English Grammar	**Practical English Grammar** for India, Book III By F. G. French	14as.
	Oxford Grammar for Junior Classes, Book III	14as.
English Composition	**Oxford Course in English Composition**	Re. 1-4
	Junior Course in English Composition	Re. 1-8
Geography	**Bhugol** By Kshetra Nath Banerjee	Rs. 2/-
	Oxford Indian School Atlas By John Bartholomew	Re. 1-4
Mathematics	**The Matriculation Algebra** By Dr. J. Ghosh	Re. 1-8

CLASS VIII

English Readers	**The Clarendon Readers,** Book V	14as.
	A Way to English, Book V	14as.
Supplementary English Readers	**My Early Life** (1869-1914), By M.K. Gandhi	Re. 1/-
	The Story of Rama & Sita, By Stella Mead	Re. 1/-
	Tales from the Indian Drama By C.A. Kincaid	12as.
	Epic Tales of the East, By M. C. Singh	10as.
	Heroines of the Indian Literature By A. C. Mukherjee	3½as
	Paths of Peace, Book I, By Stella Ross	Re. 1/-
	Stories from Scott	14as.
	Old Greek Stories	11as.
English Grammar, Composition, Geography, Mathematics	*Same as in Class VII*	

REFERENCE BOOKS

These are the only books of *Common Errors*, or *English Idiom* or purely *English Dictionaries* that have been approved by the Director of Public Instruction.

The Pocket Oxford Dictionary
By F. G. Fowler & H. W. Fowler
Revised by H. G. Le Mesurier Rs. 2-8

The Little Oxford Dictionary
By George Ostler, Revised and Supplemented by J. Coulson, Second Edition Re. 1/-

English Idioms and How to Use Them
By W. McMordie Rs. 3-8

English Errors in Indian Schools
By T. L. H. Smith-Pearse 8as.

MATRICULATION EXAMINATION—1941

Rapid Readers
Quest & Conquest, By Malcolm Burr, Re. 1/-
Letters from a Father to a Daughter, By Jawaharlal Nehru 8as.
Legends of Greece & Rome, By G. Kupfer Re. 1/-

Book to indicate the Standard of English expected
My Early Life, By M K. Gandhi Re. 1/-

Book of Reference
An A. B. C. of English Usage
By H. A. Treble & G. H. Vallins Re. 1-4

Mathematics
Matriculation Algebra, By J. Ghosh
Senior Professor, Presidency College Re. 1-8

Geometry
A Primer of Geometry, By W. Parkinson & A. J. Pressland Re. 1-12

History
Oxford Pictorial Atlas of Indian History
By K. S. Kini & B. S. Rao Re. 1-4

Geography
Bhugol by Kshetra Nath Banerjee Rs. 2/-
India, World & Empire, By H. Pickles
English Rs. 2-4
Hindi Rs. 2/-
Urdu Rs. 2/-

Oxford Indian School Atlas
By John Bartholomew Re. 1-4

OXFORD UNIVERSITY PRESS
MERCANTILE BUILDINGS, CALCUTTA

[1]

— COOPER PUBLISHERS —

The following textbooks published by us are approved by the Education Department, Bengal, for use in all Government and Government-aided Secondary Schools in Bengal. These books are approved for a period of four years from January 1940. (Vide "The Calcutta Gazette," Part I-B, June 22nd, 1939.)

CLASS III

ENGLISH PRIMER :—

Martin's New Study Readers, Primer. Price, As. 5.

CLASS IV

ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader I. Price, As. 7.
Wren's Indian Class Readers, Reader I. Price, As. 7.
Martin's Active English Readers, Reader I. Price, As. 8.

SUPPLEMENTARY ENGLISH PRE-PRIMER :—

Martin's Spoken English Pre-Primer. Price, As. 2.

CLASS V

ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader II. Price, As. 9.
Martin's Active English Readers, Reader II. Price, As. 11.
Wren's Indian Class Readers, Reader II. Price, As. 10.
Wren's New Indian Class Readers, Reader II. Price, As. 7.

CLASS VI

ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader III. Price, As. 12.
Wren's New Indian Class Readers, Reader III. Price, As. 10.
Martin's Active English Readers, Reader III. Price, As. 14.

SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :—

Martin's Spoken English Reader I. Price, As. 4-6.

CLASS VII

ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader IV. Price, As. 14.
Martin's Active English Readers, Reader IV. Price, Re. 1-2.

SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :—

Martin's Spoken English Reader II. Price, As. 5-6.

ENGLISH GRAMMAR :—

Wren's Elementary Grammar on Modern Lines. Price, Re. 1-2.
Wren's A Shorter English Grammar. Price, Re. 1-8.

COOPER PUBLISHERS

[2]

ENGLISH COMPOSITION :—

Fraser's Picture Composition, Books 1 & 2. Price, As. 5 each.
Martin & Fraser's Teacher's Handbook to Fraser's Picture Composition. (*For teachers only.*) Price, Re. 1-4.
Wren's Progressive English Composition. Price, Re. 1-8.
Martin's A Junior English Course. Price, Re. 1-8.
Wren and Martin's High School English Composition, Price, Rs. 2-4.
Martin's High School English. Price, Re. 1-12.

CLASS VIII

ENGLISH READERS :—

Martin's The Reform Method Literary Readers, Book I. Price, Re. 1.
Martin's New Study Readers, Reader V. Price, Re. 1.
Wren's Indian Class Readers, Reader V. Price, Re. 1-6.

SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :

Martin's Spoken English Reader III. Price, As. 7.

ENGLISH GRAMMAR :

Wren's Elementary Grammar on Modern Lines. Price, Re. 1-2.
Wren's A Shorter English Grammar. Price, Re. 1-8.

ENGLISH COMPOSITION :—

Fraser's Picture Composition, Books 1 & 2. Price, As. 5 each.
Martin & Fraser's Teacher's Handbook to Fraser's Picture Composition. (*For teachers only.*) Price, Re. 1-4.
Wren's Progressive English Composition. Price, Re. 1-8.
Martin's A Junior English Course. Price, Re. 1-8.
Wren & Martin's High School English Composition, Price, Rs. 2-4.
Martin's High School English. Price, Re. 1-12.

RECOMMENDED FOR CLASS IX & X :—

Wren's High School English Grammar. Price, Rs. 2.

COOPER—PUBLISHERS— BOMBAY, 4

Sole Selling-Agents for Bengal, Bihar, Orissa and Assam :

Messrs. Chuckervertty, Chatterji & Co., Ltd.,

Booksellers and Publishers,

15, College Square, Calcutta.

COOPER PUBLISHERS

[3]

LIBRARY & PRIZE BOOKS.

The following books published by us are approved by the Educational Department, Bengal, for School-Libraries and for Prizes for the top four classes of High Schools (Government and Government-aided) in Bengal. (*Vide* "The Calcutta Gazette," Part I-B, January, 19, 1939.)

1. Wren's Stories for Indian Students.
   Third Edition. Price, As. 12.
2. Wren's Reynard the Fox. With Illustrations.
   Third Edition. Price, As. 5.
3. Cocks's Tales and Legends of Ancient India.
   Second Edition. Price, As. 6.
4. Cocks's Complete Course of English Grammar & Composition.
   Third Edition. Price, Rs. 2-4.
5. Dale's Illustrated Easy Stories from English History.
   Third Edition. Price, Re. 1-4.
6. Festings' A Picture Story-Book of Indian History.
   Third Edition. Price, Re. 1-4.
7. Ramsbotham's Class-Book of Indian History.
   Third Edition. Price, Re. 1-8.
8. Ross's Physiology & Hygiene.
   Third Edition. Price, Re. 1-8.

COOPER—PUBLISHERS—BOMBAY, 4

Sole Selling-Agents for Bengal, Bihar, Orissa and Assam :

Messrs. CHUCKERVERTTY CHATTERJI & CO., LTD.,

BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,

15, College Square, Calcutta.

THE

Teachers' Journal

Organ of The All-Bengal Teachers' Association

Vol. XVIII.] AUGUST, 1939 [No. 8

Pedagogy and Palmistry

Rames Chandra Choudhuri, M.A., B.T.

Nawab Bahadur's Institution, Murshidabad.

THE rearing up and education of children is of eternal interest to parents, guardians and to all who are concerned with the welfere of the state. How should education be best adapted to individual needs ? How can the State give the best and most desired training to its members so as to march along the path of progress and prosperity ? How can you give every man his jobs so that there would be no groping in the dark, no aimless rambling, no disappointment and nō waste of money and energy ? These are questions of big interest affecting not only individual joy and success but also collective happiness and prosperity.

Meeting of East and West.

To answer all these knotty questions there have been of late careful researches in the science of pedagogy and in the art of teaching. Eminent psychologists and physioligists have carefully investigated the behaviour of animals. Many devices have been invented to measure the intelligence of man so as to predict the future possibilities of each and every child. Though in some lines of work, the results are not unassailable, they are nevertheless very remarkable and promising. The aim of this article is to show how the modern science of pedagogy so far as it relates to the knowing of the child can be supplemented by the science of Palmistry to achieve results of a more convincing nature. It is an example how the East with its characteristic deep thinking into the inner nature of things and synthetic judgment can throw a flood of light on the western analytic researches and objective experiments.

Palmistry, an old Science.

Palmistry or the study of the hand is as old as any other branches of human learning. It was taught and practised not in our country alone. The Greek philosopher Anaxagoras characterised it as "a study worthy of the attention of an elevated and enquiring mind." In the original Hebrew Book of Job (chap. xxxvii ver. 7) these significant words are found "God caused signs or seals in the hands of all sons of men, that the sons of men might know their works." In ancient times the greatest study of mankind was man and so it is no wonder that in the most enlightened forms of earliest civilization in India, China, Egypt, Persia, Rome and Greece greatest stress was laid on the study of hand and astrology. Copious references are found from the time of Laksman Sen down to the end of the Mogul period to the belief of the kings and emperors and the people in general to the prediction of future events by the study of the hand. Bankimchandra in many of his novels has skilfully shown how the astrologers and the palmists were much in demand not only among the lay people of the street but also princes and princesses of the Mogul Court and the harem.

Is heredity intelligence ?

In the old Hindu scheme of education the hereditary equipment and the intelligence of the scholar were not ignored by the preceptors or the *gurus*. Different ages have been prescribed for the initiation

ceremony of Brahmin, Kshatriya and Vyasya lads. After the ceremony the child was considered sufficiently mentally developed to be initiated into the mysteries of mundane and spiritual knowledge. The different ages probably indicated the time at which intelligence appeared in a marked degree among boys of different castes. Probably this classification erred a little by identifying heredity with intelligence. Of course, there is a great correlation between these two factors but one is nevertheless different from the other. The guru at first apprised himself of the family or the *Gotra* of his pupil so as to determine his fitness for learning. From his date of birth he would also cast his horoscopes so as to know the future tendencies of the boy. the educational implications of which cannot be over-emphasised. All these go to show that the Indian teachers recognised the fact even in very remote times that it was not possible to make "a silk purse out of a sow's ear or to make a porcelain vase out of a lump of common clay."

Problem of the giant and the dwarf.

The teacher is like a gardener. He is to rear up the kiddies entrusted to his care. He is to watch the growth and developement of each pupil. The weak and the sickly should receive his special consideration. The different seeds will be requiring different manuring and nursing—one will develop into a mighty oak and one may turn out to be a feeble creeper which can expect to live only by finding a support in some other stronger plants. The giant and the dwarf cannot be housed together and neither should they receive the same kind of food.

Attempts at Solution.

The question of questions is how can we separate the deficient and the feeble-minded boys from the normal ones and how can the bright promising boys be segregated from the less-gifted brethren ? This task has been attempted by the application of the mental tests which aim at measuring the mother wit of each educand. Prof. Godfrey, H. Thomson, Dr. C. S. Myers, Prof. C. Spearman, Prof. Zerman, Dr. P. S. Ballard have all worked hard in this line of work and their researches have made considerable headway since the work was started in France. Group testing was born in America and the American Army Tests are credited with having achieved results in the matter of classifying officers for war service. The tests enabled the authorities to find out the fools, to prevent the yoking together

of ox and ass, and to put the right man in the right place. In spite of all these definite results, obstinate questions have been raised regarding the efficacy of the mental tests and their validity and reliability. Some have wondered whether it is possible to measure that wonderful and mystic human mind and all attempts to bring exactitude into a realm which is essentially vague and indeterminate, have been characterised by them as a wild-goose chase. Moreover, the will, personality and character of a man cannot be measured by these mental tests.

Language of lines and figures.

My proposition is that palmistry and the science of astrology can be harnessed to the mental tests with a view to meet many of the foregoing objections. They can help the teacher in knowing the complete child and also his future lines of growth. Moreover, the language in which things are written on the hand can be universally understood. The interpretations of the lines and figures of the hands when done with scientific precision are bound to have far-reaching influences on the science of pedagogy specially and also on other branches of human knowledge.

What is intelligence ?

Let us first of all show how Palmistry can have an important say in the determination of human intelligence. This raises rather a difficult question, *viz.* What is intelligence ? There are, of course, divergent opinions about the nature of intelligince. Some define it as general adaptability to the new problems and conditions of life. Prof. Spearman seems to say there are two factors in intelligence, one being a general ability and the other a special ability. Intelligence may commonly be understood as "inborn, all-round mental efficiency." It depends to a large extent on a healthy nervous system which can reach quickly to appropriate stimuli. It includes also quickness of understanding and implies the capacity of the human mind to think and solve problems. Students of Palmistry or Cheirognomy must be familiar with the Heart line, the Head line, the Life line and the mounts of Mercury, Apollo, Saturn, Jupiter, Venus etc.

Intelligence as read by Palmistry

The intelligence of a boy may be determined by a special reference to these signs of the hand, *viz.* (1) The Head line (2) Life line together with the Health line (3) The Mount of Mercury under the 4th finger.

The Head line represents the mentality or the mental equipment of the boy. The Life line together with the Health line (the absence of the Health line indicates a robust physique) tell a lot about the nervous system and the tone of the body. They may be read with profit by reference to the Mount of Venus. A good nervous system reacts promptly to external stimuli and is a con-comitant factor of intelligence. The Mount of Mercury is closely associated with good mental grasp of facts and ideas and may be read with benefit by reference to the middle phalanx of the thumb which represents the reasoning or the logical side of the human mind. The sciences of Astrology, Physiognomy and Phrenology may all supplement this branch of investigation to arrive at conclusions of a definite and unambiguous nature.

Language of Palmistry.

The size and shape of fingers, the nails with their moons, the Apollo line, the Fortune line, Solomon's Ring or Saturn's Ring, the Girdle of Venus, signs like the Star, the Square, the Circle, the Island, the Triangle, the Cross, the Mole have each to tell its own story.

Medical Sciences supporting Palmistry.

Though Palmistry is esssntially an inductive Science there are cogent reasons warranting many of its conclusions. The Life line is directly connected with a large blood vessel which is closely connected with the heart, the stomach and other vital organs. Medical Sciences also say that there must be an advance growth or change in the brain cells years before your behaviour in a definite line or your other changes in character become the result of such past development in the brain cells. Every deed in our career is the result of some mental changes and as there are more super-sensitive nerves from the brain to the hand it may be that some changes and signs would become visible in our hands long before the actual happening of the incidents which they forecast. In such cases to be forewarned is to be forearmed.

Scotland Yard and Criminals.

In fact some of the results of Palmistry are utilized with precise results by a highly specialized band of workers of the Scotland Yard. A whole library of books have been devoted to the detection of criminals by the study of thumb impressions and also the impressions of the tips of the fingers. The brain as it works leaves its traces in all

unthought-of ways. Every blood corpuscle contains the end of a nerve fibre and is in immediate connection with the brain. Every portion of the brain is in touch with the corpuscles found in the tips of the fingers and the lines of the hand. If the people of Scotland Yard can utilise the results of Palmistry in one of its aspects to the detection of criminals, why should the whole science fail to detect the quantity and quality of intelligence which each child possesses? If researches be carried on in proper lines astonishing results of prognostic value about the mentality, the will power, personality and character of each and every boy can be discovered with scientific precision.

The Writing Soul.

Or if you believe in the human Soul as a part of the Universal Soul of all things and beings, it is possible that it can know all things and so through the instrumentality of the brain and its actions writes its knowledge of the future far in advance for the good and benefit of each individual it inhabits. We should do well to remember in this connection the pregnant saying of Hamlet, *viz.* "There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

Key to Some Signs.

The Heart line helps us to know the feelings and affections of a boy and also the sentiments and complexes he is likely to develop. It has also a good deal to predict about the nature of love of the boy —whether it will be predominantly physical or spiritual. The Mount of the Moon can say much about the imaginative side of a boy. As the Head line represents mentality, so the thumb—specially its top or nail portion—reveals the will-power of each individual. These characteristics should, of course, be studied by reference to many other signs and lines of the hand. The shape of the hand, the size and formation of the fingers give very broad unerring hints about the nature and character of each individual. A poor Head line in an Elementary type of hand with a depressed mount of Mercury is often an infallible test of discovering weak and defective children known as idiots.

This is not the place for dealing exhaustively with the different lines and signs of the hand, nor do I claim expert knowledge on the subject. But my object in writing this article is to show the way in which important researches can be carried on with a view to the

arrival of correct knowledge about the educands. If it gives impetus to some of my colleagues to work in the lines suggested, I believe they will be able to contribute some useful knowledge to the sciene of Pedagogy.

Stories of the two Hands.

The study of both the Right and the Left hands is essential for the proper understanding of the child. The left hand represents the hereditary equipment and right hand tells the changes that the subject has effected by his own action or inaction. If the left hand gives you an idea of the destiny of the subject, the right hand says that you build your own careet brick by brick, i.e. man is the architect of his own fortune. It explains Shakespear's idea of "Character is destiny." There are good physiological reasons behind this interpretation of the two hands. We use the left side of the brain more than we do the right and the nerves cross and go to the right hand! Consequently, it is this hand which reflects the developments of the working brain as the left hand predominantly gives the natural tendencies or inclinations. When something is marked on the left hand and not on the right, the tendency will be in the nature but unless it is also marked on the right hand it will never bear fruit or come to any result. When the two hands are exactly alike, it indicates that the subject has not developed in any way from heredity. Speaking in terms of educational psychology we may say the Right hand represents the A. Q. of the child and the left hand has a wonderful story to tell about his I. Q.—one expresses the clergy wit and the other reveals the mother wit of the subject.

I, of course, believe there is a "Divinity that shapes our ends, rough hew them as we will", but nevertheless the human will has a great deal to do in forging the character of that destiny. Pedagogy and its sister science Astrology when correctly studied can predict our future careers with astonishing precision. If, at the very outset, we can discover children of different grades of intelligence and with different kinds of career, we shall be doing an incalculable service to society and the state. Just think of the random and haphazard way in which children are now brought up. How very defective is our school organisation. The same kind of scholastic mill grinds down all children to the same dead level of mediocrity. The really strong points of our nature are not brought into display, the weak and the defective

do not receive tender and careful nursing. The demon of democracy rules here also. We try to level down all distinctions. In doing so we are working against the forces of Nature and the will of God. So there is always something out of order in our scheme of things. Let not our sciences ignore the fundamental truths hidden in the cover of God's mantle.

"Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell."

The New Education and the New Teacher

Sibadas Pal, M.A., B. T.,

Asst. Headmaster, Dainhat High School

II

THE New Teacher never uses *the terms, "wicked" "bad", 'hopeless'* or 'good for nothing', 'dull'. He respects his boys.

His novel way of dealing with the boy failing to prepare his lesson

If a student fails in his lessons again and again, he only becomes sorry and wonders why it is so ; but he feels certain that his inability is not due to his want of intelligence—for to him the boy looks as intelligent as many of his so-called 'good' friends.

N. T's "Never mind" to his pupils.

Then he gravely inquires if his failure is due to any work at home, any trouble with health or is it merely a habit ? 'But never mind, still you can catch up'.

Thus slowly but surely the New Teacher restores the self-confidence of his students and removes the most distressing but common phenomenon of students convinced of their 'badness and naughtiness.'

His free discipline

The New Teacher is he who can cure him of this conviction and the rod can never cure but only aggravates the disease. This method is more a discipline with the teacher than a student and this is *really the free discipline :*

Some effective organisational methods to secure this free discipline :

1. The N. T. must *mix with* his student freely. He is in the field, *organises music*—ব্রতচারী—*Scouts* : for these afford most

healthy opportunity for mixing with the students.

He does everything *to order*—himself.

2. *Self government : principles of democraey* invite the class representatives' opinion in fixing the date of the prizes (before or after the vacation) ; about the time of organising a picnic, library etc.

3. *The H. M. must be on his legs* and walk along the verandah as often as possible. There is an association around the name of H. M. This patrolling will effect a bloodless revolution however lenient the H. M. may be. This will greatly dispense with the problem of the *physical aspect* of the discipline or the *negative discipline.*

Punishment : Is it a necessity ?

There's an *inverse ratio between* the punishment and the self-respect. The stronger the sense of self-respect, the fewer the occasions for punishment, corporal or otherwise. The N. T. knows that the prime mobile of all progress in the mental life of the students is their growing self-respect. *He cares for nothing but this.* The N. T. *spares the rod for he wishes to spare the sentiment even when dealing with the apparently incurables.* He knows that the severe punishment dealt to these boys with criminal proneness can never be reformative. *At best such punishment can only be exemplary.*

Even when he has recourse to that, he remembers that thereby he is sacrificing the individual to the many and is committing a sin. He knows that our society is not sufficiently organised to apply a social remedy to this social nemesis. *The true cure lies—he knows—* (1) in pressing *psychiatry* more and more into service, (2) by educating the guardians and (3) in creating an efficient *social heredity.*

A transitional stage : inevitable. Punishment when necessary is the mildest—next corporal. *A boy with a growing sense of self-respect is overwhelmed with only a 'stand up' or a mere 'flare up' or a mere 'let alone'.* But always the N. T. spares the sentiments of his students.

N. T.'s effective 'Stand up.'

He orders a student to 'stand up' and then proceeds with his class-work and then suddenly after a few minutes break off from his lecture and most generously asks him to 'sit down'—as if he is convinced that the defaulter is all right. The self-regarding sentiments when roused sharpen the boy's sensitiveness to shame.

Pile punishment upon punishment and the boy becomes at first rebellious—then insensitive and cane-proof.

He knows that the *naughty children* are *often the salt of the school.* They become the people with *the 'ironwill'* in their later life. He knows that their will must not be broken. They should be charmed—they should be persuaded. *The New Teacher is already born though he has not accomplished his ends yet.* Any and every person drifting into this profession is not he ! *For he is born and not made.*

What he looks like ?

1. He hates isolation and the grave face. Monetary embarrassment can not extinguish his genial smile. *He is no isolationist.* He is a friend, philosopher and guide to his students.

The *sluggards* and the characterless persons only are afraid of mixing freely with their boys. They are the pest of the profession and conveniently *skulk away behind the card-built bulwark of prestige* ; *c.f. Santiniketan* 'দাদা' ।

2. He believes what he does or professes to his pupils.

3. He keeps his word at any cost.

4. He *loves* his pupils : The students instinctively feel this. *You can never deceive them with mere comouflage.*

5. Above all he has *unbounded enthusiasm*, earnestnessand eager outpouring of his soul into the work. The old T. is specially marked with this want of enthusiasm. He is stranded.

6. He is an enthusiast because he carefully nourishes with *him a young and youthful heart.* The strings of the soul of a growing boy spring into resonant music if only we can touch them aright. This can be done only by those who can share the adolescent's feverish uncertainty in a spirit of love.

It must however be remembered that *a young in years is not necessarily a young in spirit*, and the most enthusiastic and youthful heart may be there under the snow-white head. Who does not acknowledge the *robust enthusiasm of Rabindra Nath*, our Gurudeva and the *Teacher of teachers of Santiniketan* ?

Beware of ageing.

But old or young, beware of ageing. The age is like frozen snow that will blight the budding petals under your care. It will damp the flames (holy) burning in your students. The *New Teacher remembers that he is a gardener in the garden of God.*

He loves and lets them bloom. Let us not *complain with Mr. Charles Robertson*, Chairman of the London Ed. Com., who said in an interview with the Daily Herald the other day that as the authority can not find posts for teachers leaving training colleges, the children lacked the new enthusiasm which young teachers always bring. The *staffs are ageing*, he said gravely. But the new *teacher shall not age.* He is ever young. *For he knows who puts forth the blossoms :* and how :

তোরা কেউ পার্‌বিনে গো
পারবিনে ফুল ফোটাতে।

যতই বলিস্, যতই করিস্
যতই তারে তুলে ধরিস্
ব্যগ্র হ'য়ে রজনী দিন
আঘাত করিস্ বোঁটাতে

তোদের বিষম গণ্ডগোলে.....

He knows

যে পারে সে আপনি পারে
পাবে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দু'টি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে

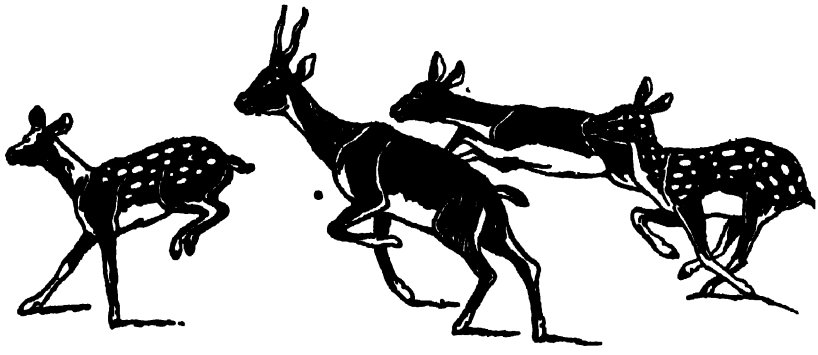

The Training of the Teachers in India*

The Problem of Reorganization

Mubarak Ahmed

ONE of questions that is aching the mind of the educationist in India to-day is the problem of reorganization of the Training Colleges and Departments of Training of Teachers. The cry has been raised that the existing system of training of teachers is hardly satisfactory,—and as such needs a thorough and complete re-examination and overhauling. As the future of the country and nation ultimately hinges upon the proper training and equipment of the teaching staff, it will therefore not be quite out of place here to take a bird's eye view of the whole question, and to offer certain constructive suggestions, based upon the study and observation of the system of training of teachers in Great Britain (including Free State), France, Germany, Soviet Russia, and U. S. A.

Let us enquire into the history of the system of training of teachers. Unlike the United Kingdom the system is quite of recent origin and dates from the first decade of the present century. We propose to confine ourselves within the limit of Post-graduate Training only, reserving the Course of Vernacular Master's training for a future article. Prior to the 20th century the training of teachers did not exist in India and the training received was in the hard school of practical life. "A good scholar must be a good teacher" that seemed to be the motto and attitude of the educationists of those days. In some parts of India a kind of apprenticeship, existed, when a novice gained experience in teaching under the supervision of an efficient Head teacher although indirectly. Teaching was considered to be more or less a labour of love, a kind of social service and as such no question was raised as to the curriculum, status and salary of teachers.

But with the dawn of the 20th century, with the multiplication of secondary schools and increase of students, things began to take a different turn, further accentuated by increasing contact with Western mind and culture. Consequently there was a growing dissatisfaction

* With particular reference to Bengal.

with the existing system of teaching, acclerated furthur by various forms of disciplinary questions, widening of outlook, broadening of sympathy culminating in the realization that something was wrong in "the state of Denmark". This led to the establishment of two Training Colleges in quick succession, one in Calcutta and the other at Dacca, the former intended for the people of Western Bengal and Bihar and the latter for the newly-created Province of Eastern Bengal and Assam but under the control of the University of Calcutta. How far the existing training colleges have served the needs and requirements of the teachers we propose to consider in the following sections.

(B)

There is at present only one Training College on the average in every Province of British India. The total number of students admitted per year is roughly eighty. The Course, in the majority of cases, is only of 1 (one) year duration and the students seeking admission were third-class graduates of the University to whom all other avenues were closed. Admission used to be made on haphazard manner but now-a-days by open Competitive Test Examination with a few nominations at the discretion of the Head of the institution.

The Training Colleges are under the dual control of the Department of Education of the Province and the Provincial University. The Department controls the organization (i. e. administrative) side and the University the academic side. The staff of the Training Colleges with the exception of the Training Department of the University is poor, both from the point of view of quality and quantity. Most of the teachers have poor academic record (on the general side) with little or no experience in teaching in any school.

The Course, as we have already pointed out, is of one year duration and the highest degree or Diploma conferred is B. T. or B.Ed. with the exception of the Universities of Andhra, Patna, Dacca and Bombay, where there is provision for Master's Degree. The curriculum consists of (i) Principles of Education including Educational Psychology (ii) Histry of Education both of the East and the West (iii) Method of Education—General and Special (iv) Modern Educational Movement including Educational Measurement with Practice-teaching as part of the curriculum. This practice-teaching is carried on mostly through Demonstration and Criticism Lessons,—not necessarily in the Demonstration Schools, combined with supervised teaching.

Most of the pupil-teachers are under 25 years of age and in the

case of Training Colleges enjoy full or half pay from the Schools from which they have been deputed, supplemented by the stipends from the Colleges. There is no tuition fee in the Training Colleges although it is there in the Training Department of the Universities and also in the Training Colleges attached to denominational Universities. External students are not allowed to appear in the final Degree examination of Education,

The examination is mostly of the Internal type (a kind of "domestic affair" as it is sometimes called) and the Practical Examination although conducted in the presence of the Externl Examiners is supplemented by the college-record of candidates. Such in brief is the condition of the existing Training College and in the following section we propose to consider how far it can be regarded as satisfactory.

(C)

Let us first of all consider the question of admission into the Training Colleges. In Germany, but particularly in France and Scotland, great stress is being laid upon the general academic proficiency of the secondary school teacher. It is thought in those countries that the teachers of the secondary schools should at least be 2nd class Honours graduates of the Universities. In France the secondary school serves as the probationary period for the ambitious teachers of the Universities. Following the example of those countries we insist that the preliminary qualification for admission into the Training College particularly at the transitional stage, should be 2nd class Honours or 1st class "Pass" degree of the University,—as the irreducible minimum qualification. The competitive Admission Test should be a stiff one so that none but distinguished alumnies equipped with adequate general knowledge and wide outlook may get through the same.

What should be the duration of the Training Course ? This is another question which is engaging the attention of the educationists of our country. Some of the eminent educationists inter alia the Principals of the Lahore Central Training and the Aligharh Muslim University Training Colleges (the latter is now the D. P. I. of Kashmir State) recommended the extension of the Training course from one to two years. The existing condition of one year is too inadequate, too short particularly when we remember that courses like Law, Engineering, Medicine etc. take 3 to 5 years to complete. We wonder what led the educational authorities in the early decades to conclude that 1 year would be quite adequate for the purpose of training. A subject

so varied, so vast, so complex, dealing as it does with the entire life of an individual should take at least 2 (two), if not more, years to complete. The consequence of the existing half-hearted training is palpable to everybody. The educand do not take it at all seriously,—consider it only as a side issue, a means to an end, with the inevitable result that as soon as they take their Degree, they too are pleased to give up all further study and investigation into the educational problems of the day. Our suggestion for reconstruction is as follows :—

(i) The course for the initial Degree should *ordinarily* be of two years, the first year being devoted mostly to the Theoretical part of the curriculum, the second year mostly to the Practical part.

(ii) The course of Education may be introduced as one of the alternative subjects in the ordinary Arts (B.A.) Degree as is the case in some of the British Universities and the students who have attained the "required" percentage of marks, particularly those who have secured Honours in Education,—may be granted the privilege of taking the B. Ed. (B.T.) Degree in one year. The benefit claimed by adoption of this procedure is that it will make Education as one of the most important subjects in the eyes of the public.

Should the Bachelor's Degree be regarded quite sufficient for the purpose of Training, particularly for those who are very ambitious and keen ? We believe that the purpose of education cannot be adequately served without the introduction of Higher Degree (M.A., M.Ed., or Ph.D) for the more ambitious students who desire to proceed further with their course but who have no money to spare for training abroad. We suggest that the M.A. Degree should be mainly by Examination after the London model, M.Ed. and Ph. D. Degrees should be mainly by thesis, i.e. they should be research Degrees. The University should come to a tacit understanding with the Departmental authorities (of which more hereafter) that none but high-class graduates (M.A. general and professional) should be appointed teachers of the Training Colleges and when they are appointed in private secondary schools should be given the start not below the rank of Asst. Headmaster, with certain minimum pay, and that this higher Degree should be equivalent to the foreign Diplomas and so on, in the matter of direct recruitment. That will add glamour and lustre to the Higher Degree and will encourage enthusiastic learners to attend the course in large numbers. Be it noted that this Higher Degree should be of one year duration after

Higher Degree :-

the successful completion of the first Degree course in the case of M.A. or M. Ed. Degree, or of 2-year duration in case of Ph. D.

Coming now to the question of duel control over the Training Department or Training College by the Education Department of the Province and the University authorities, we suggest that the practice should be discontinued without any further delay. The Training Colleges, of all the institutions, should be deprovincialized, at the first instance, and be placed under the control and supervision of the University, both adminstrative and academic sides. In other words, it is the University which should make appointment, conduct examination, lay down curriculum and so on, like other Departments under its control. In the case of Training College, like the Training College of Aligarh, there should be a Governing Body consisting of both official and non-official members. Such Training Colleges, if independent by itself, should be subsidized by the Education Department like ordinary Degree Colleges. The merit claimed is that (i) it will encourage the appointment of qualified members in the teaching staff (ii) stimulate greater degree of research and investigation (iii) free the Training Department from too much official pressure (iv) effect economy. In order to secure greater number of trained teachers permission may be granted by the University authorities to the mofussil colleges to open the Post-graduate Training classes subject to the condition laid down already.

The Dual Control.

We shall next take up the question of the staff of the Training College. We have to confess that at present the qualification of the staff of the Training College, particularly those under the management of the Department, is far from being satisfactory. Some of the teachers of the Training Colleges had poor academic record, with still poorer experience as teacher. The minimum qualification of the teacher of Training Colleges should be a good M.A. Degree (both academic and professional) with experience as teacher (preferably as Headmaster) for at least 5 years. It is believed that if this minimum qualification is adhered to, it will not only enable the teacher of the Training College to command proper respect from the educand but will help him in handling the critical situations efficiently and discreetly enabling him ultimately to speak and interpret the child Psychology from first hand knowledge and experience. Further the University should lay down that the promotion or increment ("Efficiency

The Staff Of The Training College.

Bar" as it is called by the Government) of the teacher of the Training College will depend upon their teaching capaciiy combined with the amount of original work he has done in this connection. That will be an incentive to the enterprizing teacher and induce him to put forth his best endeavour for the promotion of the cause of research and investigation combined with a desire for improvement of their qualification and efficiency.

The Problem Of Curriculum.

The curriculum of the Training Department though not seriously wrong requires a little readjustment. As the first Education Degree course will be of two years, instead of one, we see no earthly reason why the standard could not be raised and be made co-equal with the Diploma Course of the foreign Universities, particularly Universities of Great Britain and Ireland. The curriculum of the first Degree course should be as follows :-

(A) Compulsory Theoretical Subjects.

(i)	Principles, Theory or Philosophy of education-	2 papers.
(ii)	Method & Practice of Education- ...	1 Paper.
(iii)	Elementary Educational Psychology & Elementary Hygiene.	1 Paper.
(iv)	History of Education (English & Indian)	1 Paper.
	Total	five papers.

(B) Theoretical Optional Papers :—Any two.

(i) History of Western Education.
(ii) Recent Educational Movements.
(iii) Comparative Education.
(iv) Experimental Education.
(v) Advanced Educational Psychology.
(vi) Examination.
(vii) Adult Education or Education of physically defective children.
(viii) Physical Education, Etc., Etc.

or alternatively submission of a thesis of ten to fifteen thousand words based upon research and investigation of the candidates.

(c) The Course of Professional Training.

Coming now to the question of practice-teaching, the existing system, to say the least, is thoroughly unsatisfactory. Not only is

there a paucity of Demonstration Schools, but there is a conspicuous absence of adequate opportunity and facility for supervised teaching. We suggest that both theory and practice of teaching should run concurrently and not successively, the first year of the Course being devoted mostly to Demonstration and criticism lessons and the second year to supervised teaching under the eye of a selected number of teachers of the school and professors of the colleges. We believe that greater stress should be laid upon this part of the course, as it is this training which will ultimately stand the candidate in good stead and determine his future in the practical walk of life. The complaint has been raised that trained teachers are no good and in order to rebut this charge it is essential that greater stress should be laid upon the Demonstration, Criticism and supervised lessons so that no black sheep may get through. Besides there should be a few non-examining subjects such as, gardening, painting, music, modelling etc. to which special certificates may be awarded.

Examination

Is the system of examination, particularly in the training Colleges satisfactory? We believe here too it is not without its criticism. As most of the Examiners are internal, it is often remarked that impression based upon the subjective factor,—often carries a good deal in the allotment of marks. To-day the relative value of Internal and External Examinations have become the subject of considerable debate and discussion, but according to the tradition of the holy prophet Muhammad, as the via-media course between the two extremes always seems to be the best, we therefore suggest that the system of mixed examination should be introduced, i. e. papers are to be set by the Internal Examiner but to be examined by the External Examiners,—so as to obviate the chance of doubt and suspicion. As an alternative measure, following the advice of Dr. Sir Ziauddin Ahmad we suggest that the papers are to be set and examined both by the internal and external examiners,—as is the case with some Universities in India and the United Kingdom. The External Examiners are to be selected from the rank of teachers of sister Training Colleges with a sprinkling of qualified Inspecting Officers, so as to keep the Inspector in touch with the progress and achievement of the Course itself. It is superfluous to point out in this connection, that instead of names, the script number of students should be introduced.

(G) We fail to understand any rhyme and reason for maintenance of separate Training Colleges for members of two opposite sexes. Critics may object to its introduction at the adolescent stage but they cannot have any objection to its introduction at the stage off maturity, particularly when the system is already under way at the undergraduate and Post-graduate classes. Introduction of Co-education will not only prove to be economical, but it is likely to create better understanding and greater sympathy and fellow-feeling between the members of opposite sexes. The present writer in course of an article in one of the leading journals of the Punjab once vehemently protested against the introduction of Co-education at the pre and late adolescent stages, and ever since he has been a persistent critic of the same, but he has certainly no objection to its introduction at the stage off maturity, particularly in topical countries,—when both physically and mentally the beast in man is brought under control and is domesticated. We therefore appeal to the educational authorities of both the Department and University, to make early provision for the introduction of Co-education in the Post-graduate training department of the University without any further delay.

Co-Education

(H) At present the Library and the Laboratory of the Training Colleges can hardly be regarded as satisfactory. Not only is there a conspicuous dearth of up-to-date educational journals of the East and West,-but there is the absence of up-to-date literature such as may be required by the research scholars and investigators. Nothing can be more disgraceful and shocking than this. We therefore appeal to the University authorities as well as to the Department of Public Instruction, to make liberal contribution in this direction, out of the saving to be effected by the abolition of Training Colleges for girls, abolition of the system of free-studentship and imposition of limited amount of tuition fees. It is believed that the amount thus collected and raised will help the Chairman of the Training College to maintain an efficient Library and Laboratory. The Library should have two sections—reading room and Lending sections so as to cater to the needs of every section of students.

Library and Laboratory

(i) We suggest that there should be greater opportunities for

extra-academic activities in the Training Colleges than what exists at present. Not only should the educands be granted complete self-government in the matter of internal affairs of the Institution, *e. g.* Library Association, Home-Rule, Parliament, Debate, discussion, excursions, sports, games etc. but every attempt should be made to develop in the learners the spirit of *espirit de corpse* so as to enable them to introduce the same in their own institution on their completion of Training College Courses. It is hoped that the adoption of this course will widen their outlook, enlarge the range of their sympathy and will enable them to become successful teachers capable of handling all complicated cases in a befitting manner.

Extra-Academic Activities.

(j) We fail to understand the need and justification for the perpetuation of the existing system of award of stipend and free-studentship in the Training College. Time was when such stipend and free-studentship might have their justification, but that justification no longer holds water, owing to the change of time and circumstances. There is a plentiful supply of qualified candidates for admission who would be only too glad to meet their own cost. We therefore suggest the immediate discontinuance of universal free-studentship and award of stipend. It is only when a candidate proves to be hopelessly poor but promising that some form of financial aid may be granted to him,—free-studentship or stipend or both. The saving thus effected may be utilized in improvement of the quality and quantity of the Training College on the line hinted already.

Free-Studentship & Stipend.

* * * * *

(D)

In conclusion we have shown that the existing system of training of teachers in India in general and Bengal in particular, is open to serious criticism both qualitatively and quantitavely. Beginning with the qualification of the staff, down to the method of instruction, with occasional exceptions here and there, the entire structure of the Training College needs thorough reorganiztion.

The line of re-organization we have already indicated, which, though not exhaustive and complete in itself, may be taken as the beacon-light on the basis of which re-organization may be started. We have pointed out that the existing system of dual control by the University

and the Department of Public Instruction hardly tends towards the efficiency of Training and have emphasized that Training Colleges should be deprovincialized and be regarded as the integral part of the University, like the Department of Law, Physics, History etc. that there should be greater provision and opportunity for research and independent study leading to the award of Higher Degree in Education, so as to dispense with the necessity of going abroad and that the curriculum on the theoretical side needs partial revision with provision for optional subject and last though not the least Co-education should be introduced particularly at this stage both for reason of efficiency and economy and that an Enquiry Commission should be set up by the Inter-University Board under the auspices of the Central Government to consider the humble suggestion of the present writer.

The benefits claimed if the humble suggestions are accepted are (i) it will raise the standard of instruction (ii) make the B.T. and B. Ed. on a par with the Diploma of the foreign Universities (iii) offer encouragement and incentive to the ambitious and enthusiastic students (iv) provide scope for investigation and research (v) effect economy (vi) offer opportunity for understanding between the educator and the educand, between the members of opposite sexes. We appeal to the education authorities not to treat the question of training of teachers with indifference and neglect, as they have done so long, remembering as they should do that it is upon the quality and quantity of training that the fate of the future generation will largely depend and that upon the training of teachers hinges to a considerable extent the salvation of the race.

A few words on the principles of English pronunciation

Kshitish Chandra Basu, B.A., B.T.,
Headmaster, Tezpur Bengali Boys' High School, Assam.

1. Why the principles should be learnt :

IT is the sad and common experience of most of us that our boys—not only in schools but in colleges also—cannot follow an Englishman speaking English. How often have we to use that familiar expression, "Beg your pardon, sir." when spoken to by an Englishman ! I need not narrate the various stories that are current about people who are reported to have failed to make themselves intelligible to Englishmen although they spoke nothing but pure "King's English." Such stories only prove that the pronunciation of even the educated amongst us is far from what it should be, if not altogether bad.

There are many amongst us who say that English is a foreign tongue ; it is, therefore, quite enough if our boys can acquire a working knowledge of English to express their thoughts and ideas. Is it really enough ? Is the function of language, spoken or written, only to express the thought ? We want not merely to express, but to impress or communicate which is not quite the same thing. If this were all, we might trickle gently or gurgle and splutter convulsively as we pleased with much the same result. We have to pour out in such a way that every drop may, if possible, be got into the another bottle. We have to consider how to get our thoughts into the minds of others. So every one in the act of delivery should see that he is giving the sense of what he reads. Sentences give no sense if they are uttered too quickly or words are hurried over or melted together.

The argument that it is difficult to ascertain the exact and correct pronunciation when there are marked differences between the English of even the educated people of Southern and Northern England, does not hold good ; for the pronunciation prevalent in Southern England is admittedly the standard to follow.

As teachers our responsibility is very great. There is no denying the fact that most of the children are taught wrong sounds and bad

pronunciation from the very day they begin to learn the English alphabet. It is thus our duty to teach our students the standard pronunciation. We shall be failing in our mission if we do not make a serious attempt to improve the existing state of things.

It may not be possible for us to be wholly flawless in our pronunciation of English words and sentences. We may not succeed fully in imitating the exact modulation and intonation of Englishmen. But I do believe that we may considerably improve our pronunciation if we learn the laws of Phonetics and try to follow them.

2. **The importance of the phonetic alphabet:**

Phonetics has always been a neglected subject in our universities. There are now available quite a number of really good books on Phonetics from which one may learn the laws and principles of English pronunciation. Although the mastery of the principles does not necessarily mean the mastery of the art of pronouncing correctly, a close study of the science will go a great way in helping us to avoid ugly pronunciation in many cases.

Our elders had an advantage over us. Some three or four decades ago, colleges in Bengal and Assam had on their staff Englishmen, and the students then could learn directly from them the correct pronunciation of English. They had one difficulty, and that was they had little opportunity of learning the principles. The difficulty of the present generation is just the reverse.

If we are to have the fullest advantage of the very useful publications on Phonetics, we must learn the INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION ALPHABET.

Some ask, "Why not teach the pronunciation of English through the sounds of the learner's mother tongue instead of through the I. P. A. alphabet which is likely to be confusing?" This is not possible; for in the case of vowels, our short vowels are not as short as the English short vowels and our long ones are not again as long as the English long vowels. Among the consonants again, certain sounds, e.g. f, v, θ (th in thin), ð (th in then), z (s in is), ʒ (s in pleasure) and w cannot be accurately transliterated.

3. **Organs of speech:**

(i) Two lips.

(ii) Teeth and gums including the teeth-ridge.

(iii) Palates ;—beyond the upper gums, the roof of the mouth is first convex and then concave. The convex part is the hard palate and the concave part is the soft palate.

(iv) The tongue with its four divisions :—

(a) Tip.

(b) Blade, the front part with the tip i.e., the part that can be projected.

(c) Front of the tongue, the part opposite to the hard palate.

(d) Back of the tongue, the part opposite to the soft palate.

(v) Vocal chords.—The space between the vocal chords is called the glottis.

4. Voiced and voiceless sounds :

When the sounds of speech are produced, a stream of breath is sent out from the lungs. We get different sounds according to what happens to this stream of air on its way out, past or through the various organs of speech.

The air-passage through the throat and mouth may be closed more or less completely or left open.

If the mouth passage is closed for a moment or partially closed or made narrow so that the breath is more or less checked and let out (a) with an explosion or (b) with audible friction, consonant sounds are produced, e.g, (a) k, g, t, d, p, and b ; (b) f v, θ, s, z, etc.

If the mouth passage is left open wide enough so that the breath passes out with little or no audible friction, vowel sounds are produced, e.g. the sounds represented by i, a, u, a, e, (in fit, bath, hut, bat, men).

Thus the difference between consonant and vowel sounds depends solely on the amount of obstruction with which the breath meets from the organs of speech on its way out.

Thus differences between one vowel and another and between one consonant and another, depend on the shape of the air-passage which is changed as the vocal organs take different positions. The consonant sounds differ according to the place where the interference with the breath takes place, e. g. when the sounds t and d are made, the point of the tongue touches the gums just above the upper teeth. The sounds of "th" (in thin and then) are uttered when the point of the tongue is placed against the points of the upper teeth.

The glottis is formed by two membranes called vocal chords

which stretch across the inside of the throat. They are closed when we stop our breath, and wide apart when the breath passes through the wind-pipe without any obstruction. If these are drawn tight and brought near together, the air stream makes them vibrate as it passes through and voiced sounds are produced. If the vocal chords are kept apart so that there is no vibration, voiceless or breathed sounds are produced.

All the vowel sounds and about half the consonant sounds are voiced and the rest are voiceless or breathed.

Voiceless or breathed consonants are p, t, k, f, θ, h, s, ʃ, tʃ, and voiced consonants are b, d, g, v, ð, z, l, m, n, ŋ (ng), w, r, j, ʒ, dʒ.

5. Vowel Sounds And Some Difficult Consonant Sounds :

Vowel sounds are either single or dipthongs. A dipthong is a union of two vowel sounds which in pronunciation form one syllable. In uttering a dipthong the tongue starts from a particular position and slides towards another. There are at least nine dipthongs in English :—

(a) ai as in my.	(b) au as in cow.	(c) ei as in sail.
(d) ɛə as in dare.	(e) iə as in dear.	(f) ou as in hope.
(g) ɔi as in boy.	(h) uə as in sure.	(i) juə as in pure.

In dipthongs the two vowel sounds should be pronounced as closely together as possible.

Vowels are again long or short according to their length or shortness. Long ones take longer time in their utterance. In Phonetics this length is indicated by (:).

Park (pa:k) long, but cut (kʌt) short.

Sleep (sli : p) long, but slip (slip) short.

Food (fu:d) long, but good (gud) short.

Saw (sɔ :) long, but stop (stɔp) short.

Bird (bə:d) long, but about (əbaut) short.

N. B. "ə" is a neutral vowel sound. It never occurs in stressed syllables and is always used in unstressed syllables. Almost all vowels (except i) when unstressed is reduced to "ə". "i" even when unstressed is not reduced to ə. "The" is (ðə) when followed by a word beginning with a consonant, and ði before a vowel.

In pronouncing "ɔ" (as in stop) the lips are slightly rounded. The tip of the tongue is kept low down and generally somewhat retracted from the lower teeth. The back of the tongue is slightly raised.

The soft palate is raised and this prevents a nasal sound. The vocal chords are in vibration.

In pronouncing "*a:*" (as in park) the lips are neutral. The tongue is kept as low as possible and nearly flat. The soft palate is raised and the chords are in vibration as in pronouncing "ɔ".

In pronouncing "i" the lips are spread and flattened. The tip of the tongue almost touches the lower teeth, and the front of the tongue is raised as high as possible. The soft palate is raised and the vocal chords are in vibration as in the case of other vowels,

In pronouncing "u" the lips are rounded like an o and are pushed forward. The tip of the tongue is kept low down and somewhat retracted. The back of the tongue is raised as high as possible.

The soft palate is raised and the vocal chords are in vibration. In pronouncing "o" the lips are rounded, but not quite as much as for "u".

The tip of the tongue is low down and somewhat retracted. The back of the tongue is raised, but not quite so high as for "u".

In uttering p, b, m (as in pot, bat, mat) the lips play a prominent part. We cannot make the sounds without the help of the lips. The breath has to be stopped by the two lips, and hence the sounds are called bi-labial.

In uttering "f" and "v" (in fish and very), we have to use the lower lip and the upper teeth. The breath is obstructed and it then passes out between the lower lip and the upper teeth making a lip-teeth or labio-dental sound. It is to be observed that they are quite different from Sanskrit " फ" and "भ" which are purely labial.

'θ" and "ð" sounds (in thin and then) cannot be uttered unless the blade of the tongue touches the teeth points and actually comes between the upper and the lower teeth and a certain amount of breath is allowed to pass softly. They are inter-dental sounds, and are called teeth-blade or linguo-dental sounds. In uttering "थ" and "द", the tip of the tongue touches the back of the upper teeth.

"t" and d" sounds (in tea, table, did, and dip) are produced when the blade of the tongue touches the ridge of the upper teeth. or alveolus. Other ridge-blade or alveolar sounds are n, l, r, s, ʃ, z, ʒ tʃ, dʒ.

The back of the tongue assists the soft palate or velum in producing k, g, ŋ, sounds ; and hence they are called velar.

The sound of "h" (in hot and how) is produced in the glottis

and is called glottal. "h" is no more than breathing forcibly before the following vowel is pronounced. It often becomes voiced when situated between two voiced sounds as in freehold.

In uttering the "j" sound (as in yes and yet), the front of the tongue touches the hard palate. It is a palatal semi-vowel sound.

"w" is a combined lip and tongue sound, the lip being rounded and the tongue-back raised. In making this sound the air must continue to pass for some time through the half open lips.

"z" which is a ridge-blade sound is different from Sanskrit "श" which is palatal.

6. Some Peculiarities :

(a) F has its pure sound in often and off, but in the preposition "of" it slides into its voiced sound "v" as if written "ə v".

(b) R when final or followed by a mute "e" or a consonant, is not pronounced as a consonant at all, but it is pronounced if the next word in the phrase begins with a vowel sound as far (f a :), but far in advance (f a : r in ə d v *a* : n s). R when dropped lengthens the preceding vowel.

(c) "S" is changed into its voiced sound "z" after voiced consonants, but not after breathed consonants, e. g. melts (melts), but nibs (nibz).

(d) D before j produces with it the "d ʒ" sound as in adjourn (ə d ʒ ə : n), adjective (ə d ʒ ective).

(e) The sound "u :" when represented by the letters u, eu, ew, ui, is often preceded by "j" in STP— (Standard Pronunciation) e. g. tune (tju:n), suit (sju:t). The rule relating to insertion of this "j" sound in STP is as follows. "j" is not inserted when the preceding consonant is r, ʃ, or ʒ, or when the preceding consonant is "l" preceded in turn by a consonant, e. g. rule (ru:l), chew (tʃ u:), June (d ʒ u:n), blue (blu:). When the preceding consonant is "l" not preceded in turn by a consonant, usage varies,e. g. lute (l ju:t or lu:t). It is generally considered more elegant to insert the "j", though it is perhaps more usual in conversational pronunciation not to do so.

(f) Some speakers use "æ" instead of STP "*a*:" in many words spelt with "a' followed by n, ʃ, s, followed in turn by a consonant, e. g. plant (plænt), master (mæstə) for STP pl*a*:nt, m*a*:stə. A few

words of this kind are regularly pronounced with æ in STP, e. g. mass (mæs), ant (ænt).

7. Connected Speech :

To speak or read correctly, the correct utterance of the vowel and consonant sounds is the most essential thing. But speed which is one of the main features of the present age of science has affected our speech too. We do not generally take time to utter all our words in full. Speed in connected speech has a very peculiar influence on articulation. In connected speech our lips, tongue, and other vocal organs work simultaneously and have a tendency to drop out certain consonants or to modify their utterance, e. g. in pronouncing postman, sit down, last night, we drop out "t" in post, sit and last. In bread and butter again, only "n" of "and" is pronounced. We do so to economise the number of movements of the organs of speech and thereby save the trouble of uttering each and every sound. This saving or dropping out of certain sounds is called ASSIMILATION in Phonetics.

In a phrase or sentence, the stress that is laid on a word in preference to others is called emphasis. As emphasis points out the most significant word in the group, so when other reasons do not forbid, the accent dwells with the greatest force on that part of the word which from its importance, the hearer has always the greatest occasion to observe ; this is necessarily the root or body of the word. Accent thus implies a comparison with the other syllables less forcible ; hence we may conclude that monosyllables properly speaking have no accent except when they are combined with others in a group. It must be remembered that in English, generally the inessential words such as auxiliary verbs, prepositions, conjunctions etc. are not emphasised in reading or speech. They do not have their full force and hence the vowel sounds in them are generally reduced to the neutral "ə" sound. They are fully sounded only when they are emphatic or at the beginning of breath-groups. But short vowels which have not the neutral "ə" sound automatically sound as stressed. Normally a stressed syllable is longer than an unstressed syllable, but if the stress happens to fall on a short vowel which cannot be lengthened, a later syllable in the same word is lengthened.

It is of interest to note that the same words and sentences

are not always stressed in the same way. Variations are sometimes necessary for making the meaning clear, and they are sometimes due to rhythmical considerations. Thus the word "injudicious" when simply taken to mean "foolish" would have the stress on the third syllable, e. g. He was 'very inju'dicious; but when used in contrast with ju'dicious, the chief stress would be on the first syllable, the stress on the third syllable being only secondary, e. g. That was 'very ju'dicious; answer—'I should call it very 'injudicious.

Pauses play a very important part in reading and speech as has already been noted. Pauses for breath should always be made at points where pauses are necessary or permissible from the point of view of meaning. In every sentence, however long it may be, the words fall into some natural groups, and pauses are the slight stops to mark these groups. The pause may or may not be indicated by punctuation marks; yet in speaking or reading we are to give pauses with a view to group the words into ideas and to indicate the relationship of these groups. These are pauses of sense.

8. Conclusion :

It is a happy sign of the times that teachers and prospective teachers of English are taught something of Phonetics in the training institutions, but the majority of our teachers are, and for many years more will be, without any professional training. Marked improvement in the pronunciation of English may, I think, be effected if Phonetics be made a part of the syllabus for the third English paper in the I. A. and B. A. Examinations of our universities.

I have very largely borrowed from the "Handbook of English Pronunciation by Prof. K. K. Mukherji and Mr. U. P. Trivedi",—a very timely and useful publication which should be in the hands of every English teacher. It is really a pity that many High Schools are still without a copy of "An English Pronouncing Dictionary by Prof. Daniel Jones".

I beg to give below the INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION ALPHABET, a reference to which will ensure easy comprehension of this short article.

The International Phonetic Association Alphabet

Vowels

ɔ	short	as in dot	(dɔt)
ɔ :	long	as in saw	(sɔ :)
a :	always long	as in palm	(p*a* : m)
au	in dipthong	as in now	(nau)
ai	in dipthong	as in my	(mai)
æ		as in cat	(kæt)
ʌ	short	as in but	(bʌt)
i	short	as in sit	(sit)
i :	long	as in seat	(si : t)
e	short	as in red	(red)
ei	long (dipthong)	as in say	(sei)
ɛ̄	long (dipthong)	as in there	(ðɛ̄ə)
ə	short—occurs in unstressed neutral syllables		
		as in about	(ə'baut)
ə :	lengthened	as in bird	(bə : d)
ou	in dipthong	as in low (lou), so (sou)	
u	short	as in good (gud)	
u :	long	as in food (fu : d)	

Consonants

			Voiced	Voiceless
b	as in bad	(bæd)	b	p
d	„ „ did	(did)	d	t
ð	„ „ then	(ðen)	g	k
f	„ „ field	(fi : ld	m	-
g	„ „ grain	(grein)	n	-
h	„ „ high	(hai)	ŋ	-
j	„ „ you	(ju:)	w	-
k	„ „ cry	(krai)	v	f
l	„ „ low	(lou)	ð	θ
m	„ „ met	(met)	r	-
n	„ „ now	(nau)	j	-
ŋ	„ „ sing	(siŋ)	-	h
p	„ „ pay	(pei)	z	s
r	„ „ roam	(roum)	ʒ	ʃ
s	„ „ siŋ	(sin)	l	-
ʃ	„ „ shin	(ʃ i : n)	dʒ	tʃ
θ	„ „ thrill	(θril)		
v	„ „ vein	(vein)		
w	„ „ wood	(wud)		
z	„ „ zeal	(zi : l)		
ʒ	„ „ treasure	(treʒə)		
dʒ	„ „ jest	(dʒ est)		
tʃ	„ „ chain	(tʃ ein)		

The Modern Teacher

II.

Prof. S. N. Q. Zulfaqar Ali

Teachers' Training College, Dacca.

"THE object of education is the fullness of life, and of all studies literature is the most life-giving", says a writer. The over-emphasis, alike in industry and education, of the material and intellectural aspects of man and the consequent neglect of his emotional and spiritual life, seems to be the cause of all the trouble of the modern age. A right approach to literature alone will perhaps lead this age out of this morass. Our approach here is through beauty. In literature, the first subject of study should be from—"the aesthetic fact" as some ancient critic called it ; paraphrase is destructive, and even the enquiry into precise significance should be at least deferred until the emotions have been stimulated through the magic of words—'through their power by sound or colour or association of suggesting ideas beyond the range of their context.' Passages from great masters, like Shelley, Keats, Ruskin or Raleigh, not to speak of those from our own verbal melodists—Bankim, Rabindranath and Nazrul, should be read to children "for the beauty of their sound alone". Later on will come discussion of the value and significance of the words chosen—why Rabindranath used অম্বুদ-নিনাদে in অনাথ পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-নিনাদে or দ্বিধাভরে in দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান কুহরে (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা) । "But the appeal throughout is aesthetic, not logical ; and its aim is not to inform, but to delight."

Literature.

But how to train boys in self-expression ? In the earlier years composition should be oral. Then should come brief descriptions of objects or of personal experiences, and so by degrees they will be led on to the essay on a wider or more abstract theme. Paragraphs of an essay may be written and corrected and then pieced together. Often it is found profitable to encourage a pupil to treat his essay as a fragment—a supposed Chapter in a larger composition. Boys must learn how to write letters both

Composition.

personal and business. They should also try their hands at verse-making. The modern teacher lays great stress on the value of school literary and debating societies and the school magazine.

Ancient and modern languages

The problem of the study of foreign languages both Ancient and Modern is a ticklish one. The value of the Study of ancient languages is chiefly cultural. The modern teacher does not believe in the doctrine of 'discipline' in this connection. The methods of teaching these subjects have lately come in for a great deal of criticism. The old "grammar-translation method" is almost a relic of the past. In the teaching of a modern foreign language the Modern teacher follows a "Compromise method." He does not entirely condemn translation or grammar nor does he make it a taboo in his class. Here the language is learnt both for its utilitarian and cultural purposes. The studies of language and literature, apart from their intrinsic value, can be made conducive to the understanding of foreign peoples and the parts they have played or are playing in Civilization as a whole.

Mathematics

It is still believed with Bacon that Mathematics "make men subtle". That the subject is based on logic and that it trains the reason nobody can gainsay. But until the other day this subject was a bugbear to many a brilliant youth. The reason is, in the hands of unimaginative teachers it became most uninteresting and uninspiring.

In the hands of the modern teacher the teaching of this very useful subject has undergone a great change. "He clears away unnecessary distinctions and unnecessary complications, and pleads for a study of the subject which should not leave it suspended in the upper ether of abstraction, but should bring it into touch with human life and common sense."

Natural Sciences.

Natural Sciences should be treated as a very important subject on the school Curriculum. The boys must know something about the great universe in which they live. First should come a careful and reasoned statement of their importance in the progress and welfare of mankind, the discovery of the great laws of nature, the invention of the various useful things which are a gift to humanity. Then should the teacher discuss how theories are formulated on the data of facts; how principles are established on the

applications of these theories. The most important thing in connection with the teaching of science is that the teacher must inculcate the 'scientific spirit' in the pupils.

Geography and History are very closely inter-related and they can be treated together. They may be described as 'educational instruments which are most specifically concerned with the development of the modern world! We might also say that the functions of these two subjects are to "picture the setting of the human drama". Indeed, each subject is in its way an encyclopaedia : it borrows from many sciences and repays by the cultivation of its own domain. The true historian or the true geographer must take the results of many sciences and use them to illustrate his own method and fulfil his own purpose. The modern teacher of geography concentrates his teaching on maps—regional, climatic, and the like—and would draw from them a body of truth which cannot be evaded by examination skill, or cramming, or glitter of phrases. To the modern teacher of history the whole core and centre of his subject is political history, the growth and development of human institutions. In a word, to both the teacher of geography and history alike 'the proper study of mankind is man.' The one deals with man as affected by natural environment, the other 'with man as advancing, through tradition or revolt, towards the power which shall mould environment to its own purpose'.

Geography and History.

History should pass into citizenship, which in the words of Dr. Boyd might be defined as "the right ordering of our several loyalties". "Here indeed the impulse of loyalty is the material on which the teacher must work through the gradually widening circles of home and school, of native city or region, of the motherland with its natural claim of affection and service." The work is very delicate, for here the teacher has to deal with instincts which are often 'abashed by shyness or checked by undue insistence.' In the early years, the modern teacher believes, there should be little or no direct instruction, rather the creation of an atmosphere through history and literature, and the encouragement of unselfishness. Little by little the pupil comes to learn that the State is the fullest expression of his communal self, and that in obeying its legitimate injunctions he is fulfilling his own nature. "The relation between man and State is not material but moral, and morality is a widening Circle whose radius is knowledge and whose centre is love".

Citizenship

Last, but not least, comes the teaching of religion. Religion, for a time, seemed to have lost its old importance. But educational reformers have of late restored it to its old place of honour. In a country like India the question of putting religion on the curriculum seems to be impossible and I doubt if there is any necessity for putting it on the curriculum as a subject. But I recognise its importance and I am convinced that unless religion works as a leaven in Education all will go in vain. In school the spirit of universal religion can very well be taught. Lives of great religious teachers should be discussed and in all affairs of school life honesty, truthfulness and such other virtues, as are the foundation of all religions, should be emphasised. To my mind, indirect approach to religion will be found more useful than direct teaching of the subject. A teacher of character and personality, who understands the boy's mind, and who remembers to good purposes his own boyhood, will be able to infuse the spirit of religion, in which knowledge and love are unified and transfigured in the higher synthesis of faith.

Religion.

Before leaving this topic of teaching the different subjects I should say that the Modern Teacher emphasises the need of correlating the different subjects of the curriculum. Previously, it used to be held that the teacher of language might not have anything to do with History or Geography or that the teacher of Mathematics or Sciences might not have anything to do with language or any other subject. This attitude is condemned by the Modern Teacher, who believes that knowledge of subjects, to be of any use, should be of a general character, and be like the ocean where all the different currents of knowledge should meet and mingle, that is to say, knowledge of different subjects should be synthesised as a whole.

Correlation of Subjects.

We should now refer to that very difficult school problem viz. discipline. Now 'discipline' like Honour and Peace, has almost as many different meanings as it has uses. Let us attempt a definition ; and first let us distinguish between "discipline" and "order", with which it is often confused.

Discipline.

By "order" in the classroom I mean an outward semblance of good behaviour, not in itself to be despised, since it permits work to be carried on smoothly. To achieve "order" you need nothing but an authoritative presence with a voice to match ; at worst, a rod.

In the words of Dumville "The right kind of person" for this

"order" in the class-room "is one who appears to have full confidence in himself, who appears to be not in the least afraid of the children, who appears to expect them to obey as a matter of course, who issues orders in precisely that spirit, and in a tone which appears to admit of no question, who sets the children to some job which is within their powers, or talks to them on some subject which with a little effort they can understand ; in short, one who dovetails his activities into theirs in a calm and business-like way and keeps them going".

By "discipline" I mean a co-operative mental attitude in which each member of the class freely gives of his best, because he feels himself a member of a corporate body whose aims are recognised as worthy ; and misbehaviour on the part of any member is condemned by the whole because it is recognised, not only or even chiefly as crime against the central authority, but as an offence against the whole "Community".

Discipline of this kind is not just an accessory to teaching. It has its own purpose—the breeding of self-reliant, self controlled men and women who will work without supervision for the joy of fulfilment.

This is an ideal not easily attained, but it is certainly worth striving for. "The price of liberty", somebody has said, "is eternal vigilance". True discipline can be bought for no less—not eternal vigilance of our pupils, that is antagonistic to the spirit of real discipline, but an unceasing watchfulness over ourselves, our reactions in words or deeds, and in that subtler something we call mental attitude, to the daily problems of classroom control. Truly does a writer say, "Discipline, like religion, is caught, not taught, and our standard of class room control will never be higher than our own personal standard of self-control".

But, granted there are ideals for which we will strive, what of the difficult situations created by some mischievous boys in the class room ? How would you deal with these boys ?

I am not going to argue the pros and cons of corporal punishment here, but it seems to me that you cannot probably altogether eliminate corporal punishment form the school. Still, I would insist that no teacher should use any from of punishment until he had worked out for himself a theory or philosophy of punishment. I should request every schoolmaster to study Dr. Ballard's ideas on the subject in his admirable

Corporal punishmhnt.

work "The Changing School". Why is any particular penalty to be inflicted? Let Dr. Ballard speak: "Of the three main theories of punishment, the retributive, the reformative, and the preventive, the first makes the punishment fit the crime, the second makes it fit the criminal, and the third makes it fit the innocent. Paradoxicol as it may seem, the last of the three is not the worst."

In another very illuminating passage the same author says "Human beings differ so widely in character and temperament that they respond in widely different ways to the stimulus of pain. And while some are more sensitive to physical pain, others are more sensitive to moral pain. The rebuke of a glance will produce in one child a remedial effect which cannot be produced in another by anything short of a sound thrashing. In fact, each separate child is a problem in himself. Our inveterate habit of treating all children alike in the matter of punishment is as disastrous as our habit of treating them all alike in the matter of instruction." It seems desirable that every teacher should remember these wise observations of a very experienced teacher and educational administrator and work out his own theory.

Self-Government in School.

One of the most hopeful signs of modern education is the increasing emphasis laid upon self-government in school.

A large quantity of literature is now available on this subject. We shall merely refer to four books. "A path to freedom in the school" by Nonman MacMunn; "The Child's Path to Freedom" by the same author; "Play-way" by Calwell Cook and "A Dominie in Doubt" by A. S. Neil. The Scout movement has from its beginnings made it a cardinal part of its training that discipline should be largely within the control of the boys. The value of this has been so clearly manifested that the modern teacher does not hesitate to apply these principles to school life, as far as his own circumstances allow. I doubt whether most of us realise how fine a thing a boy's honour can be when he realises that he is trusted to the full. I clearly remember how impossible I found it for me to tell a lie to my father, because he always used to say that I was too good a boy to stoop to lies. So, the modern teacher says "trust to the honour of the boys and discipline will come as a matter of course". Still, I might ask you to "remember" that good discipline, as a writer says, "like all plants of deep roots, is slow in growth, but that it is worth cultivating, for its fibre and quality are as English Oak".

A few words about the personality of the modern teacher and I have done. He is a man with an alert, frank, bright attitude. He has a great deal of confidence in himself. This confidence is not an outcome of vanity. It is born of resolution and knowledge. He is gifted with an orderly mind and a balanced outlook on life.

Personality of the Modern Teacher.

He is a man with an equable temper. He is not fussy; he is not irritable. Add to it his sense of humour, and humour connotes kindliness, a sence of proportion, a balanced optimism, and a capacity for infinite patience. He is an example of good manners and courtesy, and these are but the outward signs of a cultivated mind. He is always reliable, and is earnest and progressive. There should be no room in the teaching profession for one who is not so. For, "An institution is only the lengthened shadow of one man".

The modern teacher knows how to use his voice. The voice is one of the most important tools of a teacher. "According as his (the teacher's) tones are loud and strident, or mellow and firm, will the children's lives in school be passed under constant strain or in an atmosphere of unagitated activity". The modern teacher's speech is crisp, distinct, and well-modulated, and he knows how to adapt it to the acoustics of the room. Pointed speech pays. But speech can only give of its best when ruled by a wise and well-informed kindliness. In Ruskin's words, "He who hath the truth at his heart, need never fear the want of persuation on his tongue."

The modern teacher has an alert eye. Indeed, by its means, the teacher expresses much of the strength of his personality. "The eye was given us", says a writer, "not only for knowledge, but for power." A teacher's vigilant eye has, as its corollary, an alert class.

The modern teacher has an open mind. He always endeavours to keep abreast of his times. He is ever in quest of the Holy Grail, and never allows himself to be in the rut or to rust.

To conclude: we are living in a twilight world, which is threatened with utter darkness at no distant date. Civilisation is about to founder on the rock of hate and local patriotism. It is education alone that can save the world at this critical moment. But whatever the theory or philosophy of education it is the teacher on whom rests the task of putting this theory or philosophy into practice. Naturally, the responsibility of the teacher of the present day is very great; it needs all that he can

Conclusion.

offer of patient study, of impetus, of controlling wisdom. He must be a man of vision, inspired by a great idealism. Is it not in his hands to mould the generation which will carry to its next stage the advance of human civilisation ? If the task is hard the reward is certain. No stroke of honest work will fail of its effect, no impulse of sympathy and generosity will lack its ultimate response. If disappointments come, they are only waiting for the key-word ; if the harvest is not for him to reap, he may find his consolation in the consciousness that he is sowing the seed which must sooner or later germinate and come to fruition and add to the store of human bliss.

The Present-Day Educational Philosophy

Santosh Kumar De, M. A., H. Dip. Ed. (Dublin) ; Cer. Psy. (Edin.)
Headmaster, Sutragarh M. N. H. E. School, Santipur, (Nadia)

MUCH has been written about philosophy of education for the last few years and these articles, though written by eminent educationists, have remained more or less unintelligible to ordinary people. I will try, in this article, to give a lucid idea of the present-day educational philosophy as clearly and concisely as possible. But before writing anything about philosophy of education, we should have a clear conception of what philosophy means. Without going into details and discussions, we may say that it means scrutinising a problem, not merely superficially, but boldly approaching it, looking at the pros and cons of it without shrinking, looking at ends and purposes, and not merely at methods and means. It is quite possible for anyone to teach pupils better by reading history, psychology, biology and other sciences or by the study of actual methods ; but to give a definite shape or expression to our ideas, and to make a reasoned choice between them is a part of the philosophy of education.

The present-day philosophy of education must have, therefore, concern not only with biology and heredity ; for education has been greatly influenced by the Theory of Evolution, but it must also know something of sociology and history of mankind, for the mode of life

of the people, their manners and customs, their arts and crafts, all these are within the scope of education. But the most fundamental problem that it has to face is to answer the question, whether we want to prepare pupils for this world or for the next. Preparing pupils for the next world, some may falsely argue, will lead them to forget that they have their duties to the society and to their fellow-men among whom they live ; but there is no cause for such apprehension, as the best preparation for life beyond the grave does not exclude the best preparation for this life and this world. The only point of contention lies in the interpretation of the word "best" ; for the best of one may not be the best of another, or the best of one age may fall far short of the standard of the best of another age.

The present-day educational philosophy is pre-eminently Dewey's philosophy of education. The educational movements of Europe and America, the Far, the Middle and the Near East are based on his philosophy. We get a clear idea of his views on education in his masterly works like "Democracy and Education", "Reconstruction in Philosophy" and "The Experimental Theory of Knowledge" published in the philosophical magazine "Mind" in July, 1906. Prof. Dewey develops a new conception of knowledge with a logical and scientific method called by him "Instrumentalism". The achievements of biology have great influence on him and he treats "the function of cognition from a genetic and evolutionary point of view". He applies the Darminian theory of evolution not only to psychology but also to logic, ethics and education. His instrumentalism agrees to a great extent with pragmatism. Though he more or less independently built up his own system, he caught the spirit of pragmatism from Charles S. Peirce of the Johns Hopkins University and so he does not want to take anything for granted but likes to test or judge any idea or faith and even religion by the way it works. Being born and brought up in a democratic country and himself a thorough-bred democrat, he gets the chief incentive of his life from his deep-rooted faith in democracy. He wants to give equal opportunity to all men, women and children irrespective of caste, colour and creed, fullest development of all individuals, and avoidance of classes and sects that are extremely unwilling to intermix. Such a state will, according to him, be a true democratic state. He wants "The democracy which proclaims equality of opportunity as its ideal, requires an education in which learning and social application, ideas and practice, work and recognition of the mean-

ing of what is done, are united from the beginning and for all". This democracy as conceived by Prof. Dewey is still in the dream-land. No one knows when such millennium will come, or will come at all. Lynch Law, Asiatic Exclusion Act, triumph of wealth over honesty, sincerity and merit—all these rudely remind us of the complete failure of democracy which is so much vaunted of as a success in America. His lofty idea of democracy and education is fully illustrated in his "Reconstruction in Philosophy" where he says, "Full education comes when there is a responsible share on the part of each person in proportion to capacity, in shaping the aims and politics of social groups to which he belongs. This fact fixed the significance of democracy. It cannot be conceived as a sectarian or a racial thing nor as a consecration of some form of government which has already attained constitutional sanction."

The present-day educational philosophy should have concern with the revolutionary changes in education, and it should inculcate the idea that the primary duty of a school is to prepare children for the life they are to lead when they are grown up and to cater to their necessities accordingly, and for this the artificial barrier between school and society should be broken. The sooner the wide gulf between the life of the child in school and his life in society is bridged over, the better. The connection between the child and his environment should be as complete, intelligent and intelligible as possible, both for the welfare of the child as well as for the sake of the community. (The way this is to be done will, of course, vary according to the condition of the community, and to a certain extent to the temperament and belief of the educands.) And for this the school should be a miniature society in which great experiences of life can be gained by going through the process and actually doing the things instead of having a theoretical knowledge of them by reading and writing alone; though figuring and reading will be found necessary. One should at the same time bear this fact in mind that the society which we are going to suggest must be "purified", "simplified", and a "better balanced" society;—to use the phrases of Dr. Thomson in his essay on John Dewey. As we have already said, being a thoroughbred democrat Prof. Dewey objects throughout his philosophy to any separation of life into water-tight compartments, and in education too, he raises the same objection to a division between a body of school-knowledge, on the one hand, and outside life on the other. "A

division of the public school system into one part which pursues traditional method, with incidental improvements, and another which deals with those who are to go into manual labour means a plan of social predestination totally foreign to the spirit of democracy."

This division of child life into two which we find in all old-fashioned schools,—one part cared for in the school, the other in factory or in farm-house should by all means be united. What is vitally needed at present is that schools of the new era should not hesitate to recognize the wants and necessities of all classes of people, and give their sons and wards a training that will make them successful citizens. Such training will not only make pupils physically and morally strong but will train them to have control over their material environment so that they may be economically independent. School tasks should be saturated with the spirit of real life. Character training (not in the restricted sense) should be given not by merely reading books on morality or attending religious discourses but by actual participation in the work which the pupils themselves voluntarily wish to carry out, which perhaps, they themselves have suggested, and which will involve learning, as a by-product of the formal school subjects such as reading, writing and the rest.

The age-old antagonism of "Interest" and "effort" in school work should be harmonised by enlisting the interest of the child to lead to effort in the right direction. Interest up to the eighteenth century used to be looked upon as a matter of little or no importance, and some went so far as to declare that more a task was hard and uninteresting the more would be its disciplinary value and a greater help for the formation of moral character ; for the real work, when the child enters into the world will not always be simple and easy-going, and the child's lot may not be a primrose-path of dalliance to tread. The old idea has, however, changed with the change of time and the trend of the present-day educational philosophy is to make the task of the child as much interesting as possible. But by this we are not to understand that in order to make things interesting it should be our look-out to make the task easy for the pupil or to teach him in a slip-shod manner or that the curriculum should be given a mere sugar-coating. What we mean to suggest is that work should be selected on the basis of natural appeal it makes to the child. Work that appeals to the natural interest of children involves no less assiduous application and close concentration than the work imposed on by any hard task-master of our

schools. In works like these, the question of artificial incentives and rewards will hardly arise ; for marks and promotions, which are means to ends and not ends in themselves have nothing to do.

Pupils will be given such problems as will invoke all their latent faculties for the solution and their sense of satisfaction will spur on them to work further and go patiently through the drudgery. (Even a cursory glance at a Montessorie class where entire responsibility is fully thrown on the toddlers and where teachers' function is to observe test and direct rather than control in the educative Process ; or a visit to any school which is carried on the principle of Project Method, Heurestic Method, Hamburg System or Winnetka Plan will convince one of this truth.)

The stereotyped form of education which imposes tasks on the children and gets those realised next day, word for word, without arousing in them simple questions like "why" or "how", or which does not care to know where it leads to, is compatible with an autocratic state. We should not forget that we are living in an age of democracy where voters are the real rulers of the state, and where the well-being of the country rests on the "man in the street" and as such children in schools should be given as much freedom as possible so that they may develop the qualities of initiative, independence and resourcefulness.

The days of caring for the education of the upper-ten-thousands are gone, the days for the education of the masses and classes have come. So everyone, to whatever class he may belong, has a right to demand education which will suit his own needs and purposes, and that for its own good ; Government should not hesitate to accede to this demand. The spirit of the present-day educational philosophy, we find, is the spread of this idea of intimate connection between democracy and education and the value and necessity of education through manual activities freed from the domination of books.

Up to the present time school education in India is meeting the need of one class of people, namely those who are interested in knowledge for its own sake or those who earn their bread by the exercise of their brain. The education of the millions of working class people, viz. artisans and craftsmen who are valuable members of the society and to whom the whole host of high class people are greatly indebted for their valuable contribution in the form of arts and crafts which supply the everyday necessity of life, is totally neglected. The great changes that have occured in the last century and a half, viz. the growing idea of democracy and the invention of electricity, steam engine and motor power must be reflected in the class room. There are so many facts which are quite impossible to teach them from text books in school houses. Therefore, it is high time to carve a niche for industry in education that will give a practical value to the theoretical knowledge which every member of society should have and will thus enable him to understand the condition of his environment.

Plea for Reform in Holidays and School Timings

II

Kali Das Kapur.

OUR educational system has suffered all along the line from the imposition of methods and policies which very well suited English conditions, but could not possibly suit our country. Our school timings are the most glaring example of this imposition. We have morning school from April to July, during the greater part of which period the schools are closed for the Summer Vacation (I am speaking with reference to U. P.). From August to March, we are expected to assemble between 10 and 10-30 A. M. and have to carry on till 3-30 or 4 P. M. Longer hours of work are more possible in colder climates where 5 to 6 hours of school work is not too much. In India, on the other hand, the sun is warm enough at noon in the two coldest months round the New Year and the only parts of India which may have cold weather worth the name are the hills or the provinces of the Punjab and the U. P. In an exhausting climate like ours four hours a day of work in school is sufficient for children. Under the present system the fifth hour is little more than a waste, but even so I should like to take it into account by reducing the number of holidays that are at present allowed in the schools.

An alternative to the existing system of timings has been suggested in the form of two sessions in the day. The school is to assemble in the morning for three hours' work and has to re-assemble in the afternoon for another three hours inclusive of one hour for games. It would be an ideal scheme for residential institutions, but most institutions in India are not residential. We have, therefore, to devise a scheme which may suit the convenience of day scholars and non-resident teachers, and it would be a bargain if that scheme could also solve the problem of educational expansion at comparatively little cost to the State.

We are in the habit of putting forward our poverty as an excuse for our educational backwardness. But do we realize how little we use the buildings and equipment that are available to us for educational

work ? Out of the 8,760 hours available to us in a year the school buildings and equipment are not used for more than one thousand hours and the university buildings and equipment give us much less service. What shall we think of the head of a factory who would work his machines for one thousand hours only ? But we excuse ourselves by saying that the school is not a factory and honour the head that allows this waste.

Time there was when all this waste could be allowed, when unsuitable timings and uneconomic holidays could be continued to bolster up conservatisms, inherited and acquired ; but I flatter myself with the conviction that we are passing through a period of national awakening when the system that we have is being put to the acid test of national utility. I, therefore, venture to submit this question of holidays and timings to the attention of parents and teachers with the following solution ;

We reducc school work from five hours to four hours per day and reduce our existing holidays by 25 to 30 days. The school is to assemble every morning from 6-30 A. M. to 7-30 or 8 A. M. according to season and close at 11 or 12. The building and equipment should be available in the afternoon for another school of three to four hours' duration, with equally reduced holidays. Teachers with enough of energy and capability may be allowed to work in both the schools, but as a rule the teachers of one school will be different from those of the other. Some scholars of the morning school may be allowed lo attend certain classes of the afternoon school, but as a rule the scholars of the morning school will be different from those of the afternoon school.

The proposed reform claims to solve the following problems :

(1) It would double school accommodation without much extra cost. The building and equipment of the morning school can be used to run the afternoon school also. The schools may be of similar type, but it would be better to have a somewhat different school in the afternoon. The afternoon school may be basic if the morning one is secondary or it may be a boys' school in the morning and a girls' school in the afternoon.

(2) It would solve the problems of physical training, nutrition, and fatigue. Boys who may be scheduled to attend the morning school would acquire the valuable habit of getting up early and taking their bath in preparation for school attendance. They would muster in school after light breakfast when they could be given 15 or 20 minutes.

of physical exercises *en masse*, before they sit down to class work. They would leave near mid-day when they are hungry enough for a hearty meal, but not too fatigued for the four hours' work that they would have put in. They can have hours for rest and home work before some of them may care to come back to the school for evening games. Just now the number that comes back for games is very small. It may be hoped that this change in timings would increase the number of voluntary participants in evening games.

The scholars of the afternoon school may not have the same facilities for physical exercises and games, but their total period of class work per day would be shorter by one hour, which should enable them to muster for physical exercise *en masse* in the cooler afternoon at the end of the school. The evening games would be open to these scholars also.

It remains to answer some of the objections that may be raised against the proposed reform, for there can be no reform without its objectors, conscientious or otherwise.

(1) It may be said that this reform would keep the harassed house-wife near the *chulha* from early morning to past noon. She would have to get up early in the morning to prepare her children's breakfast and then proceed to the preparation of a heavier meal for her husband who has to attend office near 10-30 A. M. Her *chauka* should be over by 11-30 A. M. but with the proposed change in school timings her children would come back at 12 or 12-30 and demand a warm and fresh meal, all which would keep her waiting near the *chulha* for a considerably long period.

This is a serious objection and it could be best met if the office time is pushed back to 9 A. M. with provision for cheap mid-day lunch for office workers near their offices, or if it is shifted to 11-30 A. M. with provision for work up to 5 or 6 P. M. But pending this reform it should not be difficult to change timings in the desired direction as in most families even now the last meal of *rasoi* is taken near mid-day and not much inconvenience would be caused to the house-wife if the partakers of the last meals were her children back from their schools.

(2) Then there may be the teacher's difficulty in arranging his time-table. Just now most schools divide their time into 7 periods. This period is shortened a bit too much in the four hours' scheme. It would in that case be advisable to divide the four hours' work into

6 or 5 periods only, and the three hours' school in the afternoon might have 5 or 4 periods. The multiplicity of subjects as an argument against reducing the number of periods need not carry much weight. It should be possible to arrange for proper treatment of all the subjects over the week. In the Japanese curriculum the number of subjects is much larger than in ours ; but they arrange them all right within the 36 periods that are available to them in the week. There is no reason why we should not succeed with an equal number. And then we would have more days of work than in the existing system, which would make up any possible deficiency in output of work resulting from shorter school hours.

(3) This brings me to the third objection—from one point of view the most serious—against the reduction of holidays. There is some sense in allowing long vacations to secondary educational institutions and universities situated in urban areas. The teachers and students thus released may be drafted to work in rural areas ; they may go out on educational excursions ; they may attend and organize vacation courses, or they may engage themselves in temporary employments to pay for their fees or supplement their incomes. For rest and recreation the Sunday after every week and the afternoons or mornings every day would be more than sufficient. But religious holidays, Hindu and Muslim, that intervene without any order and in drops, have no educational or recreational value about them nor have they retained any spiritual or social significance. They are the remnants of a past when life was a long holiday and there was little struggle for existence. But India is a land of religions, even in this modern age, and every absurdity is allowed to continue if it could associate to itself the halo of religion. Religious holidays are a case in point. I have discussed them with some of the eminent educationists and they have admitted their incongruity in this age, but they are afraid of striking against them. They fear that the cry of religion in danger would be raised and it would be difficult for ordinary mortals to resist it.

But mine is not a root and branch proposal for the abolition of religious holidays. Mine is only a plea for their reduction. Leave aside the Hindus and Musalmans who do not lose their religion by opening their shops on most of these holidays, even those who are employed in Banks, Post Offices and the Treasury retain their religion for the fewer holidays that they get. Let us reduce our religious holidays to the level allowed in the Treasury, with necessary adjust-

ment in the case of institutions with a predominant communal element. The saving thus made should permit necessary reform in school timings, and if the number of working days left over is more than 230, the excess may be added to the winter vacation round Christmas. We have enough of summer vacation and need not add to it. In the case of rural institutions holidays may be allowed to meet the economic requiremenss of agricultural communities. Weekly holidays may not be very necessary there, but provision may have to be made for the closing of schools on rainy days, local fairs and on occasions of sowings and harvestings when 'hands' are most needed by the agricultural families. Long vacations are unnecessary there. In fact May and June are the months in U. P. when schools in rural areas should remain open and enthusiastic workers from urban areas should migrate to the villages to spread the light of knowledge among people who have little to do during that period.

I plead for a dispassionate consideration of the problem of holidays and school timings ; I plead for mobilization of public opinion in favour of its right solution : and I plead for necessary sacrifice on the part of the members of my fraternity, if that sacrifice could serve the sacred cause of education among a people who inhabit the darkest sub-continent of Asia in spite of the tradition of a glorious civilization behind them.

Psychology of Play

By Taponath Chakravarty, M. A., B. T.
(Gold Medalist).

PLAY must be reckoned among the native tendencies of the human mind of high social value. Like all other instincts it is present among almost all the members of the animal kingdom as amongst the members of the human species with almost an equal degree of potency although in man the play instinct, like every other fundamental instinct, of his nature, assumes an increasing amount of complexity and a wide range of variety. However, we find the operation of the same instinct among the animals usually ranked high in the scale of evolution as among the tribes living in the wilds of Patagonia and in the Congo basin as well as among the civilised Europeans of to-day.

Childhood is the golden age for every kind of playful activity and the playful frolics of our early childhood lend a peculiar fragrance to the lisping and dreamy years of our life. Half of the charms of our life would be gone, if childhood would be robbed of its playful mirth and its magic wand of fancy. Hence in all ages and in all climes we find a plethora of playful activities especially among the young ones of animals of nearly all species as well as among children born of human parents.

With advancing age, as senile decay sets in, we gradually cease to play and life, robbed of its natural elixir, is soon swept away by death. Psychologists therefore think that play is nature's boon to us ; it is the surest guarantee of our life and joy and the best safeguard against mental decay and physical stagnation. We are young so long as we can play and we are old only when we are unable to play. Play is rejuvenating, refreshing and recreative even when it may seem to be the most fatiguing because it can call forth our reserve instinctive energy. Hence in spite of the differences in the outward forms and manifestations of the play instinct in man, the fundamental note of play is the same in all parts of the globe.

Work and Play

Play, then, is natural, spontaneous, joyful and creative activity of our innate nature. Hence "all work and no play makes Jack a dull

boy." Even the most wearisome task seems to be a joyous pursuit when it comes after a period of prolonged rest and recreation. But leisure and recess are only useful when they follow a period of ceaseless activity and strenuous labour. The lie-a-beds cannot enjoy their unbroken leisure and consequently they can neither work nor play in right earnest.

Play seems more often to break the monotony of our work-a-day life and by adding salt to our leisure it prepares us for renewed efforts and rigours involved in work. To an adult, therefore, play is generally a kind of healthy and useful diversion, an oasis in the desert of work-a-day life. Work and play are both inter-related and none can be divorced from the other for the balance of our normal life would then be broken. To a child, however, play is something more than what it is to an adult for there is an element of make-believe in child's play which gives a peculiar colouring and a bright meaning to it. This element of make-believe is the nucleus of the later creative activity of the child mind.

We play with a light heart generally while we work with a conscious belief in the seriousness of our performance. We play simply for pleasure and generally with no other conscious end in view. In play, therefore, our interest or attention is fixed on the immediate pleasure or performance of the game rather than on any distant goal or aim in view. In work our interest is often remote and attention which seems to flag is often sustained by volition. Distance may lend enchantment to the view but the attainment of the goal is dependent on the successful accomplishment of the work as a whole.

It is true, of course, that to a skilled worker, work may assume the character of play while play in moments of life and death competition between rival players may for the time being assume the role of serious business. Nevertheless, in reality, there is no difference between work and play, for as Bernard Shaw points out, they are essentially the same—"work is play and play is life : three in one and one in three."

Play way in Education

Every kind of play is invariably associated with a spirit of freedom, ease and joy. The element of pleasure is predominant and no amount of pain or uneasiness can ever rule. In work, however, there is an inseparable element of drudgery. But work remains a

drudgery so long as we are not skilfull workers. Work assumes the character of a play to a man who can accomplish it with the ease and mastery of skill.

Now skill. if interpreted as facility in doing things, may be acquired by careful and repeated practice provided the thing practised by the doer seems to attract his interest or at least the doer has acquired an interest in the thing pursued. In any case, an educator should try to make things interesting to his educands and thus eliminate drudgery from work as far as possible.

Now play is naturally interesting and usually more agreeable than work to pupils. Work, therefore, seems to be a welcome thing when it comes in the guise of play, that is, when learning becomes a sort of pleasant and delightful exercise and toys and didactic appliances become the main instruments of teaching. Hence the tendency of modern education is to utilise for the purpose of education the child's tendency to play. Play way is thus the keynote of modern education. The goody moody old Jack long remained the ideal student and play was looked down upon as a sort of dissipation frittering away the best intellectual energies of the child mind. But through word-puzzles, picture-games, maze-tests and other devices in Froebelian and other educational systems, the modern child is introduced to a world of ideas and thoughts which necessitated formerly the dry pursuit of books. Knowledge has thus been made cheap in a sense and less boring to the learners.

Play and National Character

The character and ideals of nation are more often revealed by the forms of its national games and sports. It is not an accident, as Sir T. Percy Nunn points out, that the noblest achievements of antique art were won by the race that cherished the humane and healthy Olympic games and not by the race that loved the horrible sports of the gladiatorial arena. Mock-fight and tournaments were developed by the knights of Medieval Europe who formed the cultured cream of society in an age when might was right and in Arthurian legends we find a reflection of the best ideals of the time. A nation devoid of the best traditions of enlightened forms of play must be barren in respect of its art and culture. The

best makers of civilization, actors, musicians, dancers and so on are therefore termed 'players'. The man who plays hide-and-seek is no less a player than the poet who plays hide-and-seek with his mystic pen or the painter who plays the 'blind-bee' with his slender and tender brush or the explorer who tries to open the sesame of this universe.

It is said that Waterloo was won on the playing fields of Eton. The only definition of an English gentleman, according to a well-known French observer of English life, is a man who is trained in an English "Public" school. But as an American critic points out, these English "Public" schools are not, properly speaking, schools or academies of learning because the students therein spend most of their time in games and sports. Nevertheless, it is in the playing fields of these institutions that the massive foundations of the character of the English gentlemen are silently but truly laid and the characteristic English virtues like love of fair play, playing the game cheerfully and patiently under reverses and so on are stamped with an indelible impress on the minds of the young alumni. Rugby has given its name to a familiar English game. It is in the cloistered seclusion of these 'Public' schools that the characteristic English spirit of sportsmanship is infused and that is why the Englishman regards politics, nay, his whole life as a game of chance to be played with candour and fidelity.

Play as an Aid to Teaching

Nobody questions the truth of the simple old maxim "Work while you work; play while you play". There can be no doubt that half-attempts are worse than useless. Whether in work or in play we should always put forth our best efforts with the greatest amount of concentration. Every kind of activity, nay, every phase of our active life demands sincerity on our part. The modern educator also takes his stand no less than his predecessor on this well-known adage. By the introduction of the play principle in education, he does not make his educands half-hearted workers, that is persons who are trained to shirk work and indulge every now and then in all kinds of worthless and useless games and thus while away the precious years of childhood and youth. What the educational psychologist of to-day has done is to make

things more interesting for the learner, more appealing to his nature and thus to bridge as far as possible the traditional gulf between serious work and frivolous play. Play is thus doing yeoman's service to the cause of education and a knowledge of the psychology of play is thus helpful to a modern teacher. By appealing to the play instinct of the students, the modern teacher not only makes his own task of imparting knowledge easier than before, but makes the learners take an active interest and find joy in their own education as well. In the scout movement of Baden Powell and in the Platoon schools of Wirt the three elements—work, study and play are thus combined together. The play way is best exemplified in the case of the so-called Project Method.

No one can deny that it is in the playground rather than in the artificial atmosphere of a classroom that the pupils more especially learn the value of team-work and loyalty to the group leader by subordinating one's individual will to the will and interest common to all. Here again the teacher finds his best opportunity to study the real nature of his educands because every kind of artificial restraint is now removed and a closer and more intimate touch with his pupils will reveal to him their natural leader and the vexed problem of discipline is at once solved. Society demands that there should be different kinds of play for the different sexes.

Of course, play does not involve anarchy save the chase of the wild goose or the search of the fleeting moon in infancy because childish pranks and puerile tricks are later on transformed into the action of the disciplined athlete.

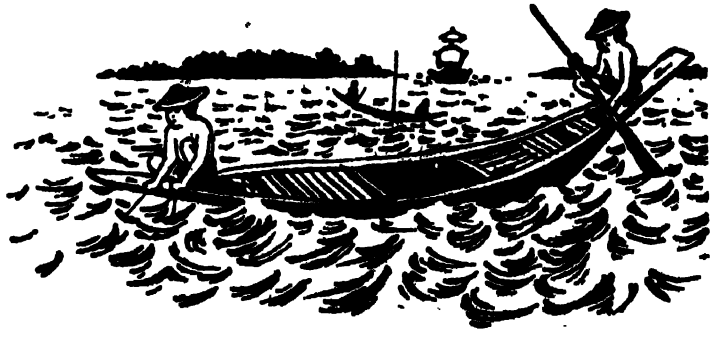

Character in Relation to Educational Psychology

Saroj Ranjan Chaudhuri

Cossimbazar Raj High School, Beldanga, Mursidabad.

IT has been frequently said and truly that the chief object of education is the formation of character. Character is a mysterious thing which is very often eulogized but is seldom analysed. When we say a person has character we mean that he has a strong will or a system of regulated habits or that his actions are guided by some principles.

A psychological character means that it is a completely fashioned will, a will which is an aggregate of tendencies to act in a fine, prompt and definite way in all the principal emergencies of life. Prof. W. McDougall of Duke University says "The organised system of our impulses or the conative tendencies of our instinct directed upon varieties of subjects towards the realisation of various goals, constitute what we call character. It may be relatively simple or complex. It may be harmonised or lacking in harmony. It may be firmly or loosely knit. It may be directed towards the lower or the higher goal."

Character is nothing but consistency in willing and acting. This consistency implies the formation of habits and this has led people to say that 'character is a bundle of habits.' Still there is a thing like good character. It is meant that good character is a well-organised system of habits of reaction which leads to social or individual welfare. It is a crystallized habit of action. The energy of resistance under difficulties, the power of self-control under temptations, the clear perception of the goal and the right line of conduct under perplexing circumstances certainly show a high degree of character. The mind must be supplied with noble ideas and high ideals, with right emotions and worthy ambitions and the proper connection must be established between these mental states and appropriate acts. Our character must have the power to return its finished products to the world in the form of service.

Character is trained through the exercise of the normal functions of the will in directing or controlling the affairs of life. Character building is nothing but will training. It is measured by the will. The strength of character is due to the strength of the will. Character is trained in the common round of duties. It is formed only by playing our part in the actual affairs of life and not by leaving society and neglecting the duties of life. We must remember that the training of character is limited by inherited tendencies and material and social environments. To form character we must organise our sentiments into some harmonious system. The units of character are sentiments. We form our character by the organisation of these sentiments. Character is what one forms by his own actions. No amount of moralising advice on the part of others will lead to the formation of character.

Character has two phases, namely, the subjective phase and the social phase—one concerns itself with what we are and the other concerns itself with what we do. Character is not a thing but a process—a succession of our thoughts and acts from hour to hour. The cultivation of character must not ignore any of the aforesaid phases.

Moral acts consist in thinking. Our evil conduct is often due to our lack of thinking. We act in haste and repent at leisure. The drunkard would give up his drinking habit if he could rightly think of the consequences. Therefore, the most possible means to modify the evils of character is to set persons thinking. The right type of thinking always leads to action.

On the negative side, there is always the need for self-restraint and control so that the rights of others may not be infringed. On the opposite side, there is always the need to show approved habits, to keep up high standards, and to form a group of higher sentiments of self regard, admiration, reverence, etc. It is through these sentiments that religion plays its part.

We must always remember that in the young age character is very easily trainable and capable of being disciplined. The supreme task of the school teacher is to build up character in his pupils. The work of the school offers hundreds of opportunities for character training of the students.

In A German Classroom

An English Teacher's Impressions

Let me take you down a busy street under huge archways, through heavy iron doors, over a courtyard, up wide stairs, along a spacious corridor, through a heavy wooden door into a German classroom. Imagine for a moment a cream walled room, flanked on one side by a low blackboard which is covered by "cuttings" of national activities; another side is broken by long double windows reaching from the ceiling to three feet from the floor, and draped with creamy white curtains; stand with me by the teacher's heavily built blue desk, and you will notice a few small pictures, and a larger one of Hitler, undreneath which is one of his messages to children—framed. To the left you will see a large bead frame in front of a blue cupboard, and behind the desk a sliding blackboard with a box jutting out, to hold the chalk and duster.

The children are waiting for us to recognize them. They give a very syllabic greeting—"Heil Hit-ler!" Our answer does not seem to matter very much—*Guten Tag*, a smile, or a return of their own greeting is accepted with equanimity. Some of the girls look rather odd with their long plaits tied with big ribbons, or sometimes coiled over their heads like an adult's, and their longish frocks, protected by small aprons; the big boys also, with their pocketed trousers and belts. You will not always see girls working with boys, because the Germans do not believe in co-education.

The children are seated once more. Their leatherette bags, which hold a small lunch bag, books and apparatus, are stiff and shiny with newness, because we have visited the first class in the school. They take out a slate with red lines of uniform thickness, a slate pencil, some sticks and a box of paints. If you were to ask these children

why they used slate instead of paper they would tell you that slates are cheaper than paper, and Germany cannot afford to buy paper for her children. They would be surprised if you inquired whether the school loaned the apparatus, because they are accustomed to bringing their own. Some of the very poor ones might, however, answer that the National Socialist Welfare Organization give it to them.

They are waiting quietly for their teacher to speak, their eyes straying to the lunch bag occasionally. The teacher is placing a box about 2 ft. in length, 1 ft. in width, and 1 ft. sloping to 1½ft. in height, on her desk. It is divided into sections, in which the uniform pieces of cardboard, with letters written on one side and printed on the other. These are slotted into a groove at the top of the box, syllable by syllable, until a phrase has been formed. As the children read the written side and in chorus, the teacher follows from the other side. The children have now had 10 minutes of this and they stand to sing a few songs of their own choice. You will notice the efficacy of the break, as now the children are taking out from their bags a reading book. It has a picture on each page, and is written in "German script," which they learn first. Recognition of the printed letter is taught afterwards and capitals are not introduced until the end of the second school year. The reading is fluent because they learnt the passage at home.

The teacher is teaching all the time, even in the breaks between lessons. Here is another change of activity to prevent boredom. The children are taking out sticks of lengths varying from 1 in. to 3 in. They make designs at the teacher's request. The results with one exception show no aeroplanes and guns, bombs and submarines ; they are houses, gardens, the school, ships, kites, &c. They are not allowed long to express themselves : the teacher is recalling them to dictation ; after which the slate is cleaned with the little sponge attached.

Again there is a break to enable the children to walk round and out of the room if necessary. During this time I am sure you have noticed the children studying us with childish impoliteness, and staring very open-eyed at our attempts to speak their language, but they do not interrupt. The teacher once again stands in front of her orderly class and asks the childern to put out 10 sticks, and then at another command they move two sticks away and chant "two and eight are 10." This is repeated until the full composition

of 10 has been recited. Then eight children are called out, one being used as leader, and he separates the children into groups, such as three and four, and the chant this time is "seven is three and four," and again this is repeated until the composition of seven is complete. When the sticks are safely away, mental questions are asked, such as six and two, and the children seem quite proud of counting on fingers to obtain the result.

The teacher has remembered the kite pattern, made a short while ago, and so chooses another child to draw a kite on the blackboard. Now its corners are counted and compared with those of the room, the tags on the tail are counted, and the length of string necessary for flying the kite is guessed. Then the teacher writes a few sums on the board, and the children write down the answers. The bell goes for play and the children are lining up in threes, to walk along the corridor and down the wide stairs.

They take their lunch bags with them and will eat their second breakfast, and will walk about kicking up the dust in the courtyard. As they are not allowed to run and play, we cannot discover the world they know, so we remain in ignorance of the impressions given by their teacher, mother, leaders, and the like. Now kindly German teachers conduct you out into a busy street and generously offer to meet you at your convenienee to explain away any difficulties which might have arisen.

The hour is over !

(The Times Educational Supplement, London. 3. 6. 39)

Train During Sleep

For some years, psychologists have been telling us that although during sleep access to the brain through the eyes is closed, the avenue through the ears remains open, and may actually be utilized in training a child in correct habits.

A physician writing to the *British Medical Journal* tells how to cure children of undue rolling and tossing during sleep. The parent should quietly tell the child to keep still, over and over again, perhaps twenty to forty times each night. In two or three nights the habit should be cured. The tone reaches the subconscious mind, but should not be loud enough to waken the sleeper.

(Health, Poona. August, 1939)

Is Provident Fund money attachable ?

Nawbzada A. S. M. Latifur Rahman, Cheif Judge, Calcutta, has passed orders in an application relating to attachment filed by Jaharlal Addy, the plaintiff, against Nandalal Roy.

The question was whether provident fund money of the Calcutta Tram-ways Co., Ltd., was attachable. It appeared that a suit was filed by the plaintiff against the defendant who was an employee of the Tramways Company. By consent of parties the suit was decreed in May last and the decretal amount was by consent of parties ordered to be paid by 18 equal monthly instalments. Thereafter the defendant is said to have resigned his post and appeared to the Tramways Company for withdrawal of his provident fund money.

The plaintiff obtained a prohibitory order on the Tramways Company, requesting them to withhold payment of the provident fund money to the defendant. Thereupon the company had sent the money to this Court.

It has been contended on behalf of the plaintiff that money which was provident fund money, when paid, ceases to be provident fund money and therefore was attachable.

Having regard to the provisions of Section 3, sub-section (II) of the Provident Fund Act (XIX of 1925), the Judge was clearly of opinion that the money representing the compulsory deposit by the defendant Nandalal Roy in the provident fund of the Calcutta Tramways Co. Ltd., was not liable to attachment.

The plaintiff's application was dismissed with costs and the order of attachment was set aside and the money in Court was ordered to be paid to the defendant Nandalal Roy.

Not So Dumb

The following story comes from France. A teacher remarked irritably to the dunce of the class : "To-morrow I'll ask you just one question. If you happen to answer that correctly I won't ask you another, so you'll have a restful hour."

"Thank you, sir," said Henri.

The next day came. "How many hairs have you on your head ?" inquired the master, noting with satisfaction the grins of the rest of the boys. Young Henri promptly replied, "319,847, sir."

How d'you know that, my lad ?" asked the master.

"But that would be a *second* question, sir," said Henri, meekly.

(The Schoolmaster & Woman Teachers' Chronicle, London. 20. 7. 39)

Effect of low birth rate on Schools in England :

Head masters of public schools and representatives of governing bodies, with the Archbishop of Canterbury presiding, met in London last Friday and discussed the action to be taken to meet the threat of falling numbers. No decisions are likely or possible until the annual meeting of the Headmasters' Conference is held in December ; between then and now a small committee of headmasters and governors will survey possible policies.

The conference was addressed by its chairman, the headmaster of Winchester, who reminded members that the possible effects of the low birth-rate on public schools had been causing anxiety. Most members of the conference seemed to dislike the idea of a Royal Commission.

It seems likely that schemes of amalgamation will be discussed during the next two or three years and that inquiry will be made into possible economy which might reduce fees and expenses. The Board of Education will be interested in cases where endowments are affected by the closing or amalgamation of schools.

(Times Educational Supplement, London. 15. 7. 39.)

Geometrical Puzzles

I

A construction.

Construct a triangle given the base, the sum of the other two sides, and the length of the bisector of the vertical angle from the vertex to the base.

II

A Point in a Square

P is a point inside a square A B C D such that P A, P B, P C are in ratio 1 : 2 : 3. Calculate the angle A P B without the use of trigonometry.

(A. M. A—Organ of the Association of Assistant Masters in Secondary Schools—England).

(Teachers are earnestly requested to send only such news for publication as are of general interest and to be brief in their statement)

Prize Distribution.

Chandpur Ghani H. E. School.—The Prize Distribution Meeting of the school came off on the 14th May, 1939, under the distinguished Presidentship of Mr. O. M. Martin, C.I.E., I.C.S., Commissioner of Chittagong Division.

The Head Master Maulvi Sultan Mahmood, B.A., B.T., read the Annual Report of the school which showed the all-round improvement of the school. He remarked—"If education in the truest sense of the word—the harmonious development of the head, heart and health—be the main objective, the gulf between the home and the school should be bridged up and the public and the state should come to its aid as the parent of all departments." * * * "Home, environment and society are schools in which the youngmen move, learn and imbibe ideas and influences. The making of children is more a home industry than of the schools and colleges." While observing on the sad plight of the teachers in secondary schools, he said "The Department has for some years past been following the policy of robbing Peter to pay Paul. The increase of schools stands in an inverse ratio with the decrease of grants of old ones on account of the step-motherly attitude of the Govt. and the callous indifference of the public to non-Govt. Secondary schools." The performances by the boys on the occasion were all praise-worthy. Mr. Martin expressed great delight in the achievements of the school and the boys. He advised that the leisure time of the boys should be utilised in extra-academic activities.

Santipur Municipal H. E. School—Mr. J. M. Sen, B. Sc. (Cal), M. Ed. (Leeds), Principal, Krishnagore College, & formerly Inspector of Schools, Presidency Division, presided over the annual prize distribution ceremony of the School on the 23rd July, '39. In his presidential address he made a fervent appeal to the authorities of the school and the Municipal Commissioners of Santipur to request their Head Master to preside over such functions in future. The boys and girls of the school should, he said, feel that the Head Master's authority was supreme in the sacred precincts of the school. A qualified gentleman or lady may be invited to deliver a speech for the benefit of the

boys and the girls. If in the next year the municipal commissioners decide to make this new departure, he will be glad to come and speak to the pupils. He will never think it beneath his dignity to do so. While thanking the President, the Chairman of the municipality agreed to consider the valuable suggestion of the President.

Quaish Burichar Sammilani H. E. School—The Prize-giving ceremony of the School was held on the 12th May, 1939, under the presidency of major G. F. White, M. C., M. I. O., and Secretary, District Inter-School-Sports Association. The local public and the guardians of the boys were present on the occasion. The Head Master, Maulvi Ahmad Choudhury, B. A., B. T., read the annual report which showed an all-round progress of the school. After the distribution of prizes, the President visited the proposed Play-ground of the School. He was highly pleased and assured his whole-hearted support to it.

Muragachha H. E. School—The prize-giving ceremony of the School was held on the 24th July under the presidency of Mr. Beans, Principal of C. M. S. School, Krishnagar.

The Head Master's report briefly stated a history of the Institution from its very inception and showed an all-round development. The Head Master put insistence on the point that education consists in all-round and harmonions developments of the intellectual, physical and moral faculties *pari pasu* and sought the co-operation of the guardians to share the responsibility with a view to attain happier effect. After the distribution of prizes, the President in course of his speech said that one's school should be most dear to his heart—an object of love and veneration.

General News.

Batikamari H. E. School (Faridpur).

School Com. Member's Complaint fails.

The petitioner, a Member of the School Com., alleged that the headmaster along with others lodged a false ezahar to the effect that he had committed house trespass into the quarters of the Headmaster and had stolen his suit-case and some cash. The police submitted a final report declaring the case as true. The case was tried in the lower court, but on the Headmaster's filing a 'naraji' petition, the Member was acquitted by the Magistrate. Thereafter the pititioner member filed an application before the Magistrate and the District and Sessions Judge of Faridpur, inviting each of them to prosecute the Headmnster and his party on charges under Sections 211 and 211/109 I. P. C. Both the Magistrate and the Dist. Judge dismissing the application, the petitioner preferred an appeal to the High Court. Mr. Justice McNair and Mr. Justice Khundkar heard the appeal and rejected it. Thus the attempt of the Member of the Managing Committee to prosecute the headmaster has failed miserably.

Muradnagare Government Aided H. E. School, Tippera—A public meeting was held in the school hall on the 20th July, 1939, to bid farewell to Babu Gour Pada Ghose, Vernacula teacher, Hd. Maulvi Safar Ali and Maulvi Abdus Samad on the eve of their retirement from a long and meritorious service. Babu Phatic Chandra Ganguly, B.A.,B.T., Head Master, presided over the function. Gour Babu, the Vernacular Teacher, and Hd. Maulvi Sahib delivered soul-stirring passionate speeches, which ware very much impressive. The meeting terminated after a short but instructive address from the Chair.

Sadhanpur H. E. School—The Football Tournament of the Satkania Zone was held in the last week of July on the Banigram Sadhanpur School Ground, the finals

being played off on the 30th and 31st and Semi-final on previous days. The Satkania H. E. School was declared to be the Zone Champion having had a victory over Kanchana School, and won the Khan Bahadur Shield, the trophy of the Zone. While awarding the trophy Mr. Gour Sankar Sikdar in a neat little speech dwelt on the importance of such sports and games in the co-ordination of body and mind with a special reference to their bearing on the formation of character. The function was indeed a great success.

Naogaon K. D. H. E. School—The local H. E. School building which was in a dilapidated condition has been thoroughly repaired at a cost of over Rs. 7000/- through the untiring efforts of Mr. J. C. Chatterjee, B. Sc., Sub-Divisional Officer, Naogaon (Rajshahi). The school has been catering education in the Naogaon Sub-Division for more than 55 years. Maulvi Maizuddin Ahmed, a teacher of the school, has been nominated by the Government as a member of the Naogaon Local Board.

Tippera District M. E. School Teachers' Conference : 13th Session—1939, Comilla—The 13th Session of the Tippera District M. E. School Teachers' Conference was held in the Comilla M. E. School premises on Sunday, the 26th March, 1939.

The General Conference was presided over by Babu Joges Ghandra Choudhury, M. A., B. L., a retired Deputy Magistrate & a distinguished Scholar of the Calcutta University. About 150 delegates, from far and near, were present on that occasion. The following important resolutions, among others, were passed by the Conference :—

(1) Requesting the Government to extend the Govt. scheme of Provident Fund, regarding the payment of additional P. F. grants, to M. E. Schools also ; and (2) to arrange for the free medical examination of the students of all recognised M. E. Schools; (3) requesting the District School Board to increase the monthly grants to at least Rs. 60/- per month as the Free Primary Education scheme introduced into the district has affected the M. E. Schools to a great extent and the Primary Education Grant as proposed to be granted to M. E. Schools is not at all sufficient to make up the loss incurred thereby ; (4) moving the Government and D. B. to sanction a larger amount in the shape of grant-in-aid for the upkeep of those existing institutions; (5) approaching the D. P. I. of Bengal with a request to recruit Inspector of Primary schools, also from among the competent and experienced teachers of M. E. Schools; (6) moving the Department to make provision for the training of English teachers of M. E. Schools and to make arrangement for vacation course or short course of training for them on the line of the Calcutta University ; (7) opining that the scheme of the Arbitration Board for M. E. Schools as prepared by the All-Bengal Teachers' Association and accepted by the Department, be immediately put into operation ; (8) electing Babu Akshyay Kumar Sen, retired Head Master, Comilla M. E. School, the President of the Association for the next session.

Mahadebpur S. M. Institution (Rajshahi)—The birth anniversary of Late Sir Ashutosh Mukherjee was celebrated on 4. 7. 39. Some of the teachers spoke on the many-sided activities of the illustrious deceased with special reference to the unique qualities of his head and heart. A resolution was adopted paying homage to his hallowed memory and urging the rising generation to be inspired by the lofty ideals of the "Bengal Tiger."

Out of 15 boys 12 came out successful in the last Matric. Examination—5 in the 1st Division.

D. P. I.'s Reply to Noakhali D. T. A. Resolutions

(True Copy)
3203-G
No.-
00C-12G-39

From

The Director of Public Instruction, Bengal,

To

The Secretary,
Noakhali District Teachers' Association,
P.O. Khilpara, Noakhali.

Calcutta, the 2nd June, 1939.

Sir

In continuation of this office letter No. 2284-G., dated 3rd April, 1939, regarding certain resolutions adopted in the 15th Annual Conference of Noakhali District High English School Teachers' Association, I have the honour to observe as follows :—

Resolution No.—Third grade Junior Scholarships are alloted by divisions and their distribution among the districts of a division varies every year according to the number of passes in the 1st Division from each district in the preceding year. Numerical strength of High Schools is not considered in distributing Third Grade Junior Scholarships.

Resolution No. 6—Periodical Examinations formerly compulsory were abolished in terms of rule 17 read with 19 revised in Govt. Order No. 1852-Edn., dated 16th April, 1935. It is now optional and the Head Masters at their discretion may or may not hold these examinations. Only the annual examination is essential.

Resolution No 15.—The proposal for revision of the grant-in-aid rules so far as they affect the financial condition of schools concerned raises two important issues viz. (1) the raising of the proportion of Government grant to the amount of private contribution and (2) the lowering of the minimum scale of expenditure laid down by Government for aided schools. As regards (1) it may be pointed out that for obvious reasons there should be a limit to the amount of Government grant payable to a school and the limit is laid down under rule 6 in chapter VIII, Section 1 —General, of the grant-in-aid rules for schools. The limit is relaxed by the Director of Public Instruction, Bengal, in special cases on consideration of merits of individual cases. A general relaxation of the limit is not possible.

As regards (2) it may be pointed out that a minimum scale of expenditure was fixed by Government for aided High Schools and also for Middle Schools with a view to the improvement of the pay and prospects of secondary school teachers. This scale is not too liberal and lowering of this scale will not only mean hardship to the teachers concerned but also a lowering in the teaching efficiency of the schools concerned.

However the above points may be considered by the proposed Board of Secondary Education when it comes into existence.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Sd. A. Rahaman
for Director of Public Instruction, Bengal.

CHATTERJEE'S

THE INDIAN & BENGAL TIMES PRIMER & READER SERIES

(Approved as Text-Books, Calcutta Gazette dated the 22nd June, 1939)

THE INDIAN TIMES PRIMER (for Class III). Vastly improved Edition. Printed in multi-colours. Superb get-up ... Reduced price -/6/-

THE INDIAN TIMES READER, Book I (Class IV) ... " " -/6/-

THE INDIAN TIMES READER, Book II (Class V) ... " " -/8/-

THE INDIAN TIMES READER, Book III (Class VI) ... " " -/10/-

THE INDIAN TIMES READER, Book IV (Class VII) ... " " -/12/-

With a view to removing a long-felt want, we have brought out cheaper editions of the Indian Times Primer in Anglo-Vernacular; printed in multi-colours throughout and superbly got-up. These are—

THE BENGAL TIMES PRIMER (For Class II or III) representing the first part of the Indian Times Primer in Anglo-Vernacular vocabulary ... ... as. -/3/-

THE BENGAL TIMES READER (For Class III or IV); printed in colours. Superb get-up ... ... as. -/4/-

HATEKHARI (হাতেখড়ি) (For Infant Class) an Approved Bengali Primer. The only nation-building Primer in the field. New Edition vastly improved. Printed in multi-colours ... " -/1/6

A NEW COURSE IN COMPOSITION AND TRANSLATION (Class V & VI) (latest approval). The only book in the field which has been written on **systematic** rules of English Composition ... ... As. -/10/-

DITTO, Book II (For Top Classes). Unparalleled as a book on true lines of English Composition. Quotations from Standard Literature throughout. (Approved) ... ... Re. 1/2/-

TWENTY YEARS ago the "TIMES READER" Series first made their appearance in the field. **Being written on true lines of Indian Nationalism and according to up-to-date methods of educational books,** these books at once took the educational world of Bengal by storm and the slave manufacturing machineries of the past vanished before these like mist before the rising sun. Their English rings true as genuine current coin.

To our great misfortune, however, those very slave manufacturing machines are again making much headway and that through the instrumentality of certain big people who thrive on their lip-deep profession of so-called patriotism.

So, beware Bengal! Let us educate our own children in our own way so as to be able to shake off the shackles of perpetual serfdom.

Let not any extraneous consideration overcloud your judgment. Let the intrinsic worth of the books and their peculiar suitability to our crying needs, be the sole criterion of your judgment. *Let us have justice and bare justice.*

J. C. Banerjee & Sons,

15, College Square, Calcutta.

OBITUARY & CONDOLENCE

Khilpara H. E. School (Noakhali)—The school was closed at 1 p.m. on the 28th July as a mark of respect to the memory of Alhadz Nawab Bahadur Sir Abdel Kerim Ghuznavi. A condolence meeting of all teachers and students of the school was held that very day and a resolution was passed by all standing in silence.

Nohata Rani Patitpavani H. E. School—A condolence meeting of the teachers and students of the school was held on the 12th August, 1939, to express sorrow and record its deep sense of loss at the sad and sudden demise of Sir A. K. Ghuznavi, one of the illustrious sons of Bengal, and also pray for the peace and happiness of the departed soul.

Banigram Sadhanpur H. E. School—The staff and students of the School condoled the death of Nawab Sir Abdul Karim Ghaznavi of Dildera in the school Assembly Hall on 27-7-39.

Mr. Gouri Sankar Sikdar, B. T., Head Master, presided. Mr. Anowar Ali Choudhury addressed the meeting paying eloquent tribute to the qualities of head and heart of the deceased.

Birsingha Bhagabati Vidyalaya (Midnapore)—The Death Anniversary of the late venerable Pandit Iswar Chandra Vidyasagar took place on Saturday, the 29th July, 1939. Sir Jadu Nath Sarkar was invited to preside on the occasion by Mr. B. R. Sen, the popular District Magistrate of Midnapore. Babu Sajani Kanta Das, Editor, "Sanibarer Chithi" and Babu Brojendra Nath Banerjee and many other distinguished scholars and the members of the Bangiya Sahitya Parishad, Midnapore Branch, attended the function. Many girl students from Midnapore Missionary School were present. Poems and Essays were read on the life of late Pandit Vidyasagar and Sir Jadu Nath Sarkar, President of the meeting, gave a nice and impressive speech on the life of the late Pandit.

Raghunathbari Ram Tarak H. E. School (Dt. Midnapore)—The teachers and the students of the school, as in previous years, paid glowing tributes to the hallowed memory of the late lamented Pandit Iswar Chandra Vidyasagar at the 48th death anniversary meeting in the school premises on 29-7-39 under the presidentship of Sj. Manindra Krishna Das, B. A., Saraswati.

Gopalpur Muktakeshi Vidyalaya—The first anniversary of the death of Babu Bijoykrishna Coomar, who had been the Secretary of the school since its foundation in 1922 and had all along rendered substantial financial assistance to it, was celebrated in the school premises on the 4th August. Babu Kalipada Banerjee, the Head Master of the school, presided over the function. A medium-sized portrait of the deceased was unveiled. It was resolved that a suitable portrait of the deceased be preserved in the school to perpetuate his memory.

H. M. Institution, Karatia (Mymensingh)—A meeting of the teachers and the students of the three institutions here——Saadat College, Roquea High Madrasah and Hafiz Mahmud Ali Institution——was held on 8-7-39 under the presidency of Maulvi Ebrahim Khan, M. A., B L., Principal of the College, to condole the sad demise of Alhaj Maulvi Syed Badraddoja, Manager, Wajed Ali Wakf Estate and Vice-president of all the institutions. The President of the meeting, spoke, in an illuminating language, on the whole-hearted activities of the noble deceased in giving to the educational institutions at Karatia. He was, as it were, a guiding angel to the late Mr. Wajed Ali Khan Panni of revered memory, who wakfed almost his entire property yielding a net income of Rs. 80,000/- annually to the cause of education and other charitable purposes. The passing away of such a noble soul is certainly a heavy loss to Karatia, nay, the whole of the country around.

[*The Publishers are requested to supply two copies of their publications which they send in for review in this Journal—one will be used in our Association Library and the other will be sent to the reviewer concerned*].

"A CENTURY OF ENGLISH ESSAYS" CHOSEN by E. RHYS and L. VAUGHAN (J. M. Dent & Sons, Ltd.)

This is a little book of 100 short essays chosen with the special idea of illustrating English life, manners and customs. Beginning with some early experiments in essay writing that appeared even before Montaigue, it gives illustrative examples from practically all the noteworthy short essayists of England, from Bacon down to Edward Thomas and H. Belloc. The longer essays, especially those devoted to criticism and literature, have been purposely left out as beyond the scope of the Volume. Judged by this limited range of the book, it must be admitted to be an admirable compendium of the gradual evolution of the short essay, and will therefore prove of inestimable benefit to all students of English Literature and English Life.

EUROPEAN HISTORY Part I. (To A. D. 1000)—By James Carty, M. A. Pp. 288. Macmillan & Co. Ltd. Stocked and supplied by C. J. Fallou, Ltd., Dublin.

The book under review is intended mainly for the use of secondary schools. Within a limited compass the author deals with all the momentous events of European history from the rise of Civilisation right up to the establishment of the Eastern Empire and the progress of the Slavonic nations. Special emphasis has been laid on the history of Christianity and Evangelisation, origin of monasticism, political and cultural history of Islam, Races and Cultures in Britain and the invasions of the Goths, the Huns, the Vandals and the Vikings. It is a bird's-eye-view of thousand years of history at once interesting and illuminating. Maps, illustrations, chronicles of events and chronologies are the special features of the book.

Of the Civilisations, Egyptian, Mesopotamian, Chinese and Indian, the oldest has not yet been finally determined. Competent authorities still agree to differ. Besides the Vedic, the Indus Valley Civilisation cannot be totally ignored. Minonian Civilisation would have passed into legends but for the intelligent labors of Sir Arthur Evans. Are the Assyrians the Vedic Asuras, the Phoenicians, the Vedic Panis and the Hittites, the early Indian Yadavas? Daniel's prophecy of the fall of Babylon has been finely rendered in verse by Byron. Pliny refers to Indian luxuries imported to Rome amounting to £70,000 and luxury is one of the causes of her decline and fall. As an aid to students the chronicles may be set at the beginning of each chapter. The book has been written in a simple, lucid and fascinating style. Indian students may reap a rich harvest out of it.

NATIONAL EDUCATION—Board of Hony. Editors ; Narenda Deva, M. A., M. L. A. ; Mrs. Uma Nehru, M. L. A. ; K. G. Saiyidain, B. A., M. Ed., and Kalidas Kapur, M. A., L. T. Extra special Nov. '38. Vol. XVII. For and on behalf of the U. P. Secondary Education Association, 'Education' sub-committee. Printed and published by Haral Swarup Jauhari, at the Oudh Printing Works, Charbagh, Lucknow.

The journal aims at fulfilling the supreme need of the hour. Educational reconstruction is one of the foremost factors of the Renascence and a national planning is the desideratum. Post-War Europe is forging ahead with a plan and program, with new ideas and ideals. In India there is no dearth of A^1 educators but a national system has not yet evolved. A hearty co-operation of intellects and a strong co-ordination of cultural forces may build up the grand edifice. The editors are exerting themselves to attain this ideal.

The volume under review contains seven sections, viz. Historical, Types, Reorganization, Cultural movements, Women's Education, Physical education and Teachers' Movement, besides progress of education in the States, in provinces and Achievements of Premier Teachers' Associations in India. Penned by eminent educationists the articles are all thought-provoking, stimulating and inspiring. They provide us with practical data and profitable techniques. Bengal's contributions are few in number indeed, when in the sphere of education she was once a torch-bearer from the Buddhist down

to the early British period and can still boast of a wide and rich variety of types and techniques and of practical philosophers of national education like Sir Gurudas Banerjee, Sir Ashutosh Mukherjee and Sri Aurovindo.

The journal offers a fresh fillip to all attempts of educational reconstruction and no institution is complete without a copy.

POETRY AND APPRECIATION—by A. F. Scott, M. A. 221 pages, Price 3s. 6d. Published by Messrs. Macmillan & Co.

Not only students for whom the book is primarily meant, but all lovers of poetry will appreciate Mr. Scott's publication. He is an optimist who believes that 'the poetry of earth is never dead'. He knows quite well the drawbacks of modern English poetry, but still holds out the hope of a bright poetic future not unworthy of English traditions. His masterly Introduction traces the development of English poetry from *Beowulf* to the present day, justifying its raison d'être in modern schools and colleges.

The author's aim, as suggested by the very title of his work, is a critical appreciation of poetry, which, according to Mr. Day Lewis, requires 'as much patience and concentration as the learning to write it'. Mr. Scott, a true critic, advises would-be critics to judge a poet in accordance with what he is trying to do. We heartily endorse his view that 'all poems cannot be made to fit the same Procrustean bed'. The most useful feature of the book lies in the corefully framed questions which are sure to afford the students who answer them, an intellectual and aesthetic training. His selection of poems is on the whole of a judicious and representative character, except in the case of some of the nineteenth century. We miss, for instance, Shelley's 'Ode to West Wind', Keat's immortal odes, and Whitman's 'O Captain, my Captain !'

The book, though evidently intended for top forms of English schools, may be safely recommended to the junior students of our Universities; who have to be acquainted with the peculiarities of English prosody and rhetoric for the first time. They will find the Glossary specially helpful.

SIXTY LETTER AND READING GAMES.—by Jane Spencer. 64 pages. Price 2s. 6d. Published by Messrs, Macmillan & Co., London.

This little book by a believer in the Playway theory of education will be of great service to teachers of Infant schools. It aims at teaching the English alphabet through games. The arrangement of the games is based on the well-known pedagogical principles, 'From the easy to the difficult', and 'From the simple to the complex'.

EVERYDAY CONVERSATION READERS—Primers I, II & III, priced as 3 as.-6 pies each, published by K & J Cooper, Educational Publishers, Bombay, deal with topics of general interest to the young learners whose mother-tongue is not English. The everyday doings and interests of School boys have found an important place and English as it is spoken has been substituted for book English. The object of the writer is to give practice in speaking English. In this sense the Primers have removed a long-felt want written as it is by H. Martin, M. A. (Oxon), a former Principal of Islamia College, Peshawar. Martin's books are growing in popularity and the new set may be given their trial in Indian Schools.

CALCUTTA, "THE CITY OF PALACES".

BOMBAY, "THE GATEWAY OF INDIA".

AGRA AND THE TAJMAHAL

"THE LAND OF FIVE RIVERS".

BIHAR, "THE LAND OF THE BLESSED ONE".

PICTURESQUE MYSORE—By C. A. Parkhurst. Published by Messrs. Macmillan & Co. Ltd., Calcutta.

We have already reviewed a few booklets of this series in these columns. Each of these booklets reveals a panorama of historical events and contain a reference to its special physical and geographical features. Indian boys are generally ignorant of their ancient heritage ; they would derive immense benefit from these booklets, which, apart from providing excellent English reading for beginners, will increase their general knowledge about the land they live in. Teachers can safely recommend these booklets to the young learners, as they will obviously serve double purpose They are well-illustrated.

Our Association

A meeting of the Publication Sub Committee was held on Sunday the 6th August at 5 p. m. at the office of the Association, which transacted important items of business. The meeting decided the number of copies of Sahitya Chayan and Matric. Test Papers to be printed this year, and also certain matters connected with publication.

Teachers in Trouble

Barguna Moslem H. E. School, Backergunge

Sj. Priyalal Chatterjee of the above school was dismissed after about four years of service without any charges being framed against him. Subsequently he was asked to rejoin. But on his going to join the school, he was refused permission to work. He has appealed to the Arbitration Board.

Naldha H. E. School, Jessore

In our last issue we discussed the case of Sj. Birbal Dutta. A compromise was effected by the offg. Asst. Registrar Sj. Kartick Ch. Das Gupta with the help of the Association. Sj. S. K. Dutt, Asst. Secretary, was present at the time of negotiation. It is to be noted that the Offg. Asst. Registrar contributed materially to this compromise.

Ramkrishna Institution, Howrah

Sj. Satiranjan Chatterjee, an Asst. Teacher of the above school was compelled to resign his post owing to the unsatisfactory state of affairs in the school. Certain charges were framed against him after he had resigned. His case is pending before the Arbitration Board.

Bahra H. E. School, Birbhum.

The Headmaster who served the School from the 29th June, 1936, to the 3rd May, 1935, was intimidated to leave his post. On

the 10th April, 1938, he was asked by the Secretary under threat of violence to make over charge to the Assistant Headmaster, and submit a written apology for no fault of his own. After that he was not allowed to work, and verbal notice was served to him stating that the Committee had dispensed with his services.

Mr. F. Rahman, the then Divisional Inspector of Schools, who went to enquire into the case, effected a compromise for which the Association is grateful to him. The procedure he adopted in the case was admirably impartial.

Jiva Siva Mission Girls' School, Kamardanga

Can a Divisional Inspector or an Inspectress of Schools dissolve a Managing Committee and summarily dispense with the service of a permanent Headmaster of a school recognised by the University of Calcutta? We are faced with a situation exactly like this at the Jiva Siva Mission Kiran Chandra Girls' School at Kamardanga, Christopher Road, Calcutta.

The Inspectress of Schools, Presidency and Burdwan Divisions, has, on a complaint from the Secretary and the Assistant Head Mistress of the above school, who, we are told, is her nominee, issued a fiat ordering the Secretary of the School to dissolve the Managing Committee and to dispense with the service of the Headmaster without even giving him one hour's notice. One cannot believe that the Inspectress of Schools, who is a veteran Government Officer, does not know that in all matters connected with a recognised school, aided or unaided, the Calcutta University is the final authority. Then, how is this that she ventured to interfere in the affairs of the school over which the Department has clearly no jurisdiction?

Be that as it may, we have not come across such an instance of gross high-handedness and autocracy in course of our connection with the All-Bengal Teachers' Association for the last twenty years, since the Association came into existence.

The matter has been referred to the Calcutta University: it is gratifying to note that the orders of the Inspectress of Schools have been set aside pending the final decision of the case.

The case has created a great sensation. We hope the University will rise to the occasion to vindicate its authority.

NOTES

Bengali in U. P. Schools.

We have discussed on several occasions in the columns of this Journal the subject of the place of Bengali, the mother tongue of Bengali children in the United Provinces, in the schools of that province. We are glad to note that there has been a change for the better in the policy of the U. P. Government in this matter. The Director of Public Information of that province recently circulated the following press note which clarifies the situation to a large extent :

"In deference to the wishes of the Bengali Community, the Hon'ble Minister of Education told the deputation that pending Government decision on the recommendations of the Narendra Deo Committee, the then existing system would continue. That assurance has been observed. The Board's resolution has not been interpreted in a mandatory sense and Bengali students were permitted at the last High School Examination to answer questions in English, if they chose to do so."

The resolution of the U. P. Government on the Narendra Deo Committee referred to above stands thus :—

"The Government accept the recomendations of the Committee as to the medium of instruction for the basic and secondary institutions. The medium will rightly be Hindusthani. This will not, however, preclude any special arrangement which may be required for the teaching of any other Indian languages in the Province.

The last sentence clearly provides all that is necessary to enable teaching to be given and, by implication, examinations to be held in Indian languages other than Hindustani. As to which Indian languages should be recognised for the purpose is a question of detail, which will be examined by a special officer to be appointed shortly to go into the recomendations of the committee in their administrative and financial aspects. Till the results of this examinatton are available the existing position will continue. Thus the position is clear and unequivocal. There is nothing in any action, assurance or resolution of the Government to create misapprehension among the Bengali community inside or outside the province regarding the alleged displacement of the Bengali language. It is farthest from the desire of the Government te curb the facilities the Bengali community enjoys at present in the province for studying Bengali, of the literature of which every section of the Indian community is so justly proud. Government will continue to offer the community all such facilities."

We welcome the assurance given by the Hon'ble Minister of Education that the U. P. Government will continue to offer the Bengali community the facilities of education they have so long been enjoying.

War

THE demon of war is taking its terrible toll. This Journal is directly concerned with its effect on Education. Schools and colleges have been closed in Germany, Poland, France and Britain. The hectic war preparations in our own country are clear reminders that India too may be called upon to take an active part in the war. We shudder to think what unspeakable horror and distress will visit the teachers and the members of their family if this country becomes a prey to the insatiable hunger of the demon of war.

The price of things is mounting up every day. Paper is becoming a very dear and rare commodity. Its deleterious effect on the publication of books is disastrous to the cause of education. We can only pray to the Almighty with all humility to restore good sense to the hearts of those who are bringing havoc and untold misery on millions of innocent people for the base gratification of their insolent pride and lust for power and domination.

Heaviness of the New Matriculation Syllabus

WE have, again and again, reverted to the subject of the undue heaviness of the New Matriculation Syllabus, its consequent strain on the students, and the difficulty on the part of the teachers to adjust the routine and finish the prescribed course. Babu Umesh Chandra Bhowmic, Headmaster, Bogra Coronation School, a veteran teacher, in an article published in the May—June issue, clearly brought home that the New Syllabus required immediate revision to make it less heavy and burdensome. Mr. Bhowmic rightly pointed out that in 40 minute periods of school routine no satisfactory work could be done, specially because effective teaching could not be more than 30 minutes in such a period. The going out and coming in of teachers, the adjustment of the boys' minds from one subject to another, calling the roll twice a day, hearing complaints always take a part of the time in these routine periods. The University authorities did not take the trouble of consulting some school teachers when the Syllabus was drawn up. The result is disastrous. All hopes of improved education under the New Syllabus will be dashed on the rock of heaviness and strain.

It does not allow the boys any time for independent thinking nor the teachers any opportunity to discuss matters outside the syllabus to widen their outlook. The entire energy is consumed to finish the prescribed course. We once more appeal to the Vice-Chancellor and members of the Syndicate to relieve our youths from bearing this heavy burden. It is crushing their health and taking all joy out of their daily lives. The reform is not only essential from educational point of view but from humanitarian consideration too.

Science as a Compulsory Subject

THE heaviness and strain discussed above will be further accentuated when Science will be made compulsory in class IX from January, 1941. It will prove to be the proverbial straw breaking the camel's back. The idea of imparting Elementary Scientific Knowledge is a laudable one. But it is a colossal mistake to incorporate seven scientfic subjects in one book. The difficulty has been further aggravated by the type of text books that have been approved for the purpose. Most of them are too bulky, full of technicalities and written in a laboured style. They are not at all pleasant or interesting to read. The authors forgot that the object was to impart *elementary* scientific knowledge. The syllabus is too defective. The boys ought to have been supplied with information that will enable them to deal with its every-day applications and which can teach them how human beings may live in a rational and healthy manner. That would make the subject attractive and useful.

In view of the fact that Science being a compulsory subject will make the New Syllabus abnormally heavy, we urge the University authorities to defer the date of such compulsion until the whole Syllabus is thoroughly revised and satisfactorily reformed.

Re-assuring words of Hon. Dr. Syed Mahmud

HON. Dr. Syed Mahmud, Education Minister of Bihar, has earned undying reputation by initiating a successful campaign against illiteracy and for adult education. He has added a bright cap to his feathers by the clear assurance he gave to the Bengali community in Bihar while opening a High English School at Jhalda on the 3rd September last.

He paid glowing compliments to the richness of the Bengali language and literature too. Said Dr. Syed Mahmud :

"He wished he had the time to learn rich Bengali language and enjoy the sweetness, melody and high philosophy of its poetry. He assured the Bengalis that so long as he was in charge of the education portfolio in Behar, nobody would be able to injure the Bengali language, and if there be any fool who harboured such ideas he would be disappointed. He deprecated narrow provincialism which was the outcome of Provincial autonomy and he appealed to all to guard against this evil, lest our country met the fate of China. He asserted that any qualified Indian was entitled to be employed in any part of India. He assured the Bengalis in Behar that their interests would not suffer in any way, and *if any attempt was made by the Government to injure them, he would forthwith resign from the Cabinet and make impossible for them to continue.*"

These are noble words indeed !

Provincial Text Book Committee

THE Govèrnment of Bengal follows a strange hush hush policy about the constitution of the Text Book Committee. The public are not aware on what principle the members are appointed. In these days of democracy and popular control, the Committee is a purely nominated body. We have no idea about the complete list of members. But we know there are some members whose competency to sit on the Committee may be easily challenged. Communal considerations weigh with the authorities more than efficiency or learning. There are some gentlemen who are themselves authors of a number of school text books submitted for approval. It is against elementary canon of justice and equity that interested persons should be judges. It is true that they do not examine their own books. But that is a poor plea for the procedure followed. They have ample opportunities of influencing their colleagues on the Committee.

It is high time that the Text Book Committee should be overhauled and constituted on a more representative basis. It should not be left to the pleasure of a particular official to appoint members at his sweet will. There are well-known teachers and educationists, ornaments of the profession, who should be invited to serve on the committee. Above all efficiency and qualification should be the guiding factors in the formation of the Text Book Committee.

---

optional retirement at 60 and compulsory retirement at 65. The rule is, of course, subject to the condition of the teacher being physically fit in doing his duties. We are surprised to learn that some inspecting officers are over-zealous in compelling teachers to retire on the ground of attaining the age of sixty. The matter should be entirely left to the Headmaster and the Committee of Management concerned. If the teacher can satisfy his immediate superiors that he is fit to discharge his duties it is unjustifiable interference on the part of the inspecting officers to ask the managing committee to compel such teachers to resign.

There are two recent cases of such compulsory retirement at 60 before us. One is that of Babu Jogendra Nath Bhattacharjee of Rajbari school, and the other is that of Babu Kiran Chandra Ghosh of Narail Sub-divisional School. In both cases the Inspectors have insisted on their retirement on the ground of reaching the age of sixty. We know both the teachers personally and can vouch for their excellent health and physical fitness. There has been no complaint either from the students or the guardians about any deterioration of their quality of work. Nor have the headmasters or the Committees of Management of either school on their own initiative found fault with the work of either teacher. Why should then be this unreasonable and un-warranted demand by the Inspecting officer? Had there been the system of pension or payment of retiring gratuity we would have welcomed the suggestion. But it is cruel to ask a fit man to retire without making provision for his old age.

We draw the immediate attention of the Director of Public Instruction to these two cases for his intervention to mete out justice to two very competent and honest workers.

Publication of Scholarship list

IT is the second week of September, but the Government has not yet published the names of recipients of scholarship on the result of the last Matriculation Examination. The Government of Assam brought out the list about a month ago. In the past the Government of Bengal too published the list before the middle of August. But, for reasons we cannot surmise, there is unusual delay in its publication this year. It is causing great inconvenience to the students who are expecting to get the scholarship. Some months back

Government issued a communique that important changes would be effected in the method of granting scholarship. But so much time should not have been taken by them in making up their minds on the subject.

We draw the immediate attention of the Director of Public Instruction to this matter and hope that he will make early arrangement for the publication of the scholarship list.

Bearing Charge

CORRESPONDETS to the A. B. T. A. office are respectfully requested to weigh their letters and packets before affixing postage stamps on the same. Of late there have been good many cases of shortage of postage paid at the office of despatch and A. B. T. A. office has consequently been made to pay additional bearing charges. As cases of deficient postage are increasing day by day, it has been found necessary to draw the special attention of correspondents to the subject.

The Best English Series

BY

Buddhadeva Bose, M. A.

Professor in English, Ripon College, Calcutta.

(Approved by the D.P.I. of Bengal. Vide Cal. Gaz., 22. 6. 39.)

English for Boys and Girls.

PRIMER—for class III.	7as.
READER ONE—for class IV.	7as.
READER TWO—for class V.	8as.
READER THREE—for class VI.	10as.
READER FOUR—for class VII.	12as.
READER FIVE—for class VIII.	14as.

SANTOSH LIBRARY

64, College Street, Calcutta.

Banglabazar, Dacca.

Line Road, Barisal.

১৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

শিক্ষা ও সাহিত্য

ভাদ্র, ১৩৪৬

সম্পাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, বি-এল্

নিখিল-বঙ্গীয়-শিক্ষক-সমিতি
২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক ১৯৪০ হইতে চারি বৎসরের জন্য
অনুমোদিত কয়েকখানা বই।
(কলিকাতা গেজেট, ২২শে জুন ১৯৩৯ দ্রষ্টব্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষক 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ'
'ঘরের ডাক' 'বৃন্তচ্যুত' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ
প্রবীন সাহিত্যিক

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

প্রণীত

১। আহরণী ... প্রথম ভাগ (তৃতীয় শ্রেণীর জন্য)
২। আহরণী ... দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ শ্রেণীর জন্য)
৩। আহরণী ... তৃতীয় ভাগ (পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)
৪। আহরণী ... চতুর্থ ভাগ (ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)
৫। আদর্শ রচনা-সোপান (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

বৈশিষ্ট্য—প্রচলিত একঘেয়ে প্রবন্ধ যথাসম্ভব বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আধুনিক প্রবন্ধ চয়ন করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুগুলি যাহাতে চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ, সরস ও সুখপাঠ্য হয়, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। যাহাতে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের সত্যকার জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হয় এবং চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গল্প ও প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে।

ছাত্রদের পঠনক্রিয়া যাহাতে অনায়াসসাধ্য হয় এবং সেই সঙ্গে তাহাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, সেই দিকে নজর রাখিয়া পাঠের নিম্নে সুনিপুণ ভাবে প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বই ক'খানির—কাগজ, ছাপা, মুদ্রণ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহার প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক গদ্য ও পদ্য রচনাকে সুদৃশ্য চিত্রাবলীর সাহায্যে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমাদের বইগুলির গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে আপনাকে অনুরোধ করি।

দি গ্লোব লাইব্রেরী

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৬ ৮ম সংখ্যা

পাঠ্যপুস্তকের আয়ু

জনৈক শিক্ষক

টেকস্‌ট বুক কমিটির নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ৮।৯ বৎসর অতীত হইয়া গেল। নূতন নিয়মে কি সুফল কি কুফল হইল চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

নূতন নিয়মে কোন পুস্তকের স্থায়ী মূল্য আর নাই। প্রত্যেক পুস্তকের ইহাতে আয়ু নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—চারি বৎসর অন্তর প্রত্যেক পুস্তককে পুনর্জীবন লাভ করিতে হইবে—হিন্দুবৌদ্ধের ভাষায় পুনর্জন্ম লাভ করিতে হইবে। কপাটি-খেলায় যেমন খেলু জীবিত থাকিয়াও 'মরিয়া যায়'—আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলিরও সেই দশা হয়। এই পুনর্জীবনলাভ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু আদৌ তাহা নয়—রীতিমত গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং অনেক পুস্তককে আবার শিশু হইয়া ক্রমপরিণতি লাভ করিতে হয়। ঠিক যখন সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, অমনি তাহার জীবনলীলার অবসান হয়। ইহা যেন রঘুবংশের অগ্নিবর্ণ-কুলের মত। রাজা অগ্নিবর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলে রাজযক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে বহু রাণী ছিল—কিন্তু কাহারও গর্ভে সন্তান হয় নাই। অগ্নিবর্ণের মৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ বিপদে পড়িলেন। রাজা হয় কে? তখন অনুসন্ধানে জানা গেল—একজন রাণী সন্তা আছেন। তখন মন্ত্রিগণ সন্তা রাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার গর্ভাভিষেক করাইলেন। গর্ভস্থ সন্তান গর্ভমুক্ত হইয়া রাজা

হইলেন—তারপর যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মত রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া কালকবলিত হইলেন। তারপর আবার গর্ভাভিষেক—আবার অগ্নিবর্ণেরই পুনরভিনয়। এইভাবে বহু পুরুষ চলিতে লাগিল। যৌবনেই সকলেরই মৃত্যু।

তাই বলিতেছিলাম—আমাদের টেক্‌সট বুকগুলির দশা হইয়াছে অগ্নিবর্ণকুলের মত। মনে করুন একখানি টেকস্‌ট বুক রচিত হইল ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে—তাহার জন্য অনেকগুলি ব্লক তৈয়ারি হইল—৩।৪ শত টাকা ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত হইল। জুন মাসে তাহা টি, বি, কমিটিতে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইল। আর এক জুন ঘুরিয়া গেল- তারপর ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রকাশকগণ আশাভরে ৫।৭ হাজার বই ছাপিয়া ফেলিলেন, ২।৩ হাজার ছাপিলে প্রত্যেক বৎসরই এডিসন করিতে হয়, কিছুই লাভ থাকে না। এই বইএর ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে বিক্রয় আরম্ভ হয়। ১৯৪২।১৯৪৩ সাল দুই বৎসর গেল খরচ উঠিতে। ১৯৪৪ সালে একটা এডিসন দিতে হইল। আগেকার এডিসনের যে বইগুলি বাকি থাকিল তাহাতেই হয়ত কিছু লাভ হইল ১৯৪৪ সালে। নূতন এডিসনের খরচ উঠিয়া চতুর্থ বৎসরে প্রকৃত লাভ হইল। বইখানি তিন বৎসরের চেষ্টায় অনেকগুলি স্কুলে ধরিয়া গেল—এই বার প্রতিবৎসর একটা স্থায়ী লাভ দাঁড়াইবার কথা। বইখানিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাহার হালচাল বুঝিতে, তাহার শক্তিসামর্থ্য আশা আশঙ্কা উপলব্ধি করিতে ৩।৪ বৎসর লাগিবার কথা। কিন্তু এই চারি বৎসরের শেষে তাহার আয়ু ফুরাইল। তাহার আবার গর্ভযন্ত্রণার সূত্রপাত হইল। পুনরায় টি, বি, কমিটিতে পরীক্ষার্থ দিতে হইলে পুস্তকের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হয়—তাহার আকার-প্রকার বদলাইতে হয় নতুবা উহার কোন সার্থকতা থাকে না। যদি অনুমোদিত হয়—তাহা হইলে নূতন বইএর মত ইহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। আর যদি অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে প্রথমবার শেষ বৎসর যাহা লাভ হইয়াছিল—তাহা পুস্তকের নব কলেবর দান করিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

অনুমোদিত পুস্তক যেমনটি আছে তেমনি Submit করিলে লোকসান হয় না। কিন্তু একবার অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা পরবারেও অনুমোদিত হইবে এমন কোন নৈশ্চিত্য নাই। প্রথমবার যে তিনজন বই দেখিয়াছিলেন—দ্বিতীয়বার তাঁহারাই দেখেন না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতে যে বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হইয়াছিল, পরবর্ত্তিগণের মতে তাহাই অপকৃষ্ট মনে হইতে পারে।

একখানি বই যদি পুনরনুমোদিত হয়, তাহা হইলে Block ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয় তাহা নিষ্ফল হয় না—কিন্তু পুনরনুমোদিত না হইলে সমস্তই লোকসান।

পুনরনুমোদিত না হইলে যে বইগুলি প্রকাশকের ঘরে থাকিয়া যায়—সে গুলিতে অগ্নিসংযোগ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। কেহই কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করিয়া শেষ এডিসনে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। সকলেই দেখে,—কম না পড়ে।

দুই শ্রেণীর উপযুক্ত যে বইগুলি তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে ধরানো হয় সেগুলি দুই বৎসর চলিবে—টি, বি, কমিটির ইহাই নির্দ্দেশ। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটিতেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে এক Termএর শেষ বৎসরে যে বই ছিল—স্বতই ছাত্রগণ ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেই বই পড়িবে। ইতিমধ্যে Term বদলাইয়া গেল—সেই সঙ্গে সে বইখানি হয়ত অননুমোদিত হইল—অথবা নবকলেবর ধারণ করিল। অননুমোদিত হইলে সেই বই উঠাইয়া দিবার কথা কারণ, অননুমোদিত পুস্তক পড়ানো চলে না। এক্ষেত্রে ছাত্রগণের দুই বৎসরের পঠনোপযোগী পুস্তক চড়া দামে কেনার সার্থকতা থাকে না—বইগুলি বাতিল হইলে অভিভাবকগণের ক্ষতি।

যদি বইখানি নবরূপ ধারণ করিয়া অনুমোদিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও পুরাতন বইগুলিকে বিদায় করিতে হয়। জোর করিয়া যদি পুরাতন বই রাখা যায়—তাহা হইলেও গোল বাধে—যাহারা নূতন ভর্ত্তি হয়, অন্য স্কুল হইতে আসে—তাহারা যে বই কিনিবে সে বইএর সঙ্গে পুরাতন বই মিলিবে না।

যাহারা অননুমোদিত হইলেও পঞ্চম শ্রেণীর বইখানি অভিভাবকগণের মুখ চাহিয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে রাখিতেছে—তাহারাও অসুবিধা ভোগ করিতেছে—অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণ ও নূতন প্রবেশিত ছাত্রগর্ণকে পুরাতন বই যোগাইয়া দিতে পারিতেছে না। ফলে অনেক স্কুলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দুই শ্রেণীর পুস্তকই বদলাইতে বাধ্য হইতেছে। পল্লীগ্রামের লোকদের বিশেষ করিয়া ইহাতে অসুবিধা ঘটিতেছে।

প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের ব্যবস্থা করিলে—সেই সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলে এই গোল হয় না।

বছর বছরই স্কুলে পুস্তক বদল হইলে অভিভাবকগণের বড়ই অসুবিধা হয়। পল্লীগ্রামের লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামে যতগুলি পুস্তক ক্রীত হয়—তাহাদের প্রত্যেকখানি যতদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়—ততদিন কাহারও-না-কাহারও দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কোন বই সহসা অননুমোদিত হইলে তাহাদের বড়ই অসুবিধা হয়।

চারি বৎসর মাত্র পুস্তকের আয়ু নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক পুস্তকের মূল্যমর্য্যাদা ঢের কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। পুস্তকের Copyrightএর কোন দামই আর নাই।

প্রকৃতপক্ষে কোন পুস্তকের আয়ু কমিটিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবার কথা নয়। তাহারা তাহাকে বধ করিতে পারে—আয়ু দান করিতে পারে না। প্রত্যেক পুস্তক তাহার নিজস্ব আয়ু তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তৈল শেষ হইলেই যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তাহার সেই অন্তর্নিহিত শক্তির অবসানেই তাহার আয়ু শেষ হইবার কথা। যাহারা সেই পুস্তকের পঠন পাঠন করিবে তাহাদের মতিগতি প্রকৃতি ও আদর্শের পরিবর্ত্তন হইলেই পুস্তকের আয়ু আপনিই শেষ হইবে—তাহার

স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে, তখন তাহা সম্রাটের পাঞ্জা লাভ করিলেও চলিবে না। যদি শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয়, যদি যুগধর্ম্মের সহসা পরিবর্ত্তন ঘটে, যদি জাতীয় আদর্শের আমূল রূপান্তর ঘটিয়া যায়—তবে পাঠ্যপুস্তকের আয়ুর অবসান হইবার কথা। গত দশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বলা বাহুল্য Syllabus বা পাঠ্যসূচির পরিবর্ত্তন যদি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—তাহা হইলে পূর্ব্বের পুস্তকগুলি বাতিল করার প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করি।

নতুবা আমরা পূর্ব্ব-প্রচলিত নিয়মকেই উৎকৃষ্টতর মনে করি। একবার টি, বি, কমিটি যাহাকে অনুমোদনের মুদ্রাঙ্ক দিয়াছে—বিশেষ কারণ না ঘটিলে সে মুদ্রাঙ্ক তাহার মুছিয়া ফেলা সঙ্গত মনে করি না। পুস্তকখানিতে কোন অবান্তর জিনিষ প্রবেশ করিয়াছে কিনা, পুস্তকখানির বহিরঙ্গ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে কিনা, মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ইত্যাদি দেখিবার জন্য চারি বৎসর অন্তর বইখানিকে Re-submit করিতে বলা যাইতে পারে এবং তাহা টি, বি, কমিটির আফিসের দ্বারাই পরীক্ষিত হইতে পারে। আর যদি উৎকর্ষ সাধনের কোন অঙ্গ টি, বি, কমিটির মনে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে—তবে তাহা গ্রন্থকার ও প্রকাশককে জানাইলেই চলিতে পারে।

ইহার জন্য কোন পুস্তককে অযথা গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে অথবা রহস্যের অতলে চারি বৎসর অন্তর ঝাঁপ দিতে হইবে কেন?

এখানে কথা হইতে পারে যে নূতন নূতন পুস্তক যাহা রচিত হইবে—তাহাদের সম্বন্ধে কি হইবে? এসম্বন্ধেও পূর্ব্বের নিয়মই সঙ্গততর। প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন পুস্তক গৃহীত হইতে পারে এবং অনুমোদিত পুস্তকের তালিকা দীর্ঘতর হইতে পারে।

ইহাতে একটা কথা উঠিতে পারে—অনুমোদিত পুস্তকের সংখ্যা বাড়িলে গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণ কেহই কিছু পাইবে না। বলা বাহুল্য, শিক্ষাসংসদের ইহা দেখিবার কথা নয়। অনুপযোগী না হইলেই যে কোন পুস্তককে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিরাটতর সাহিত্যজগতে এ প্রশ্নের কে সমাধান করিতেছে?

এখন যে ৪০।৫০ খানি করিয়া পুস্তক অনুমোদিত হইতেছে—তাহাতেই বা কে—কি পাইতেছে? যাহারা পাইবে—তাহারা ৪০।৫০ খানা থাকিলেও পাইবে—২০০।২৫০ খানা থাকিলেও পাইবে। দুই ক্ষেত্রেই Survival of the fittest, অবশ্য এ fittestএর অর্থ দুই ভাবে ধরা যাইতে পারে। একভাবে, যেগুলি সত্যই অত্যুৎকৃষ্ট সেইগুলি fittest, আর এক ভাবে, যে পুস্তকের অধিকারীর চালাইবার ক্ষমতা খুববেশী—সেই পুস্তকই fittest. কোনটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট—টি, বি, কমিটি তাহা বলিয়া দেন না—৪০ খানি বইকেই তাঁহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য, এই বইগুলির মধ্যে নিম্নস্তরের পুস্তক ও উচ্চতম স্তরের পুস্তকের যে কত তফাৎ আমরা জানিতে না পারিলেও কর্তৃপক্ষ জানেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইগুলির কোনটি কিরূপ প্রাধান্য লাভ করে—যদি তাঁহারা তাহার খোঁজ লন,

তাহা হইলে দেখিবেন—তাঁহাদের তালিকার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের সহিত কিছুই মিলিবে না।

প্রথমতঃ তাঁহাদের বিচার ও শত শত বিদ্যালয়ের বিচার একরূপ নয়—হয়ত বিচারের আদর্শও এক নয়। কারণ, বিদ্যালয়-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত টি, বি, কমিটির কর্ত্তৃপক্ষের মিলনে একটি অভিন্ন আদর্শ গঠিত হয় নাই। আর যদি fittest এর অর্থ ধরা হয় পুস্তকাধিকারীর চালাইবার ক্ষমতা, তাহা হইলে টি, বি, কমিটির তাহা বিচারের বিষয়ীভূতই নয়। ইহা উক্ত কমিটির বিচারের বিষয়ীভূত যখন নয়—তখন বই চলিল কি না চলিল, —প্রকাশক বা গ্রন্থকার কিছু পাইল কি না পাইল,—তাহাও ঐ কমিটির ভাবিবার কথা নয়।

অতএব টি, বি, কমিটির পক্ষ হইতে পুস্তকের আয়ুনির্দ্দেশ করা এবং অনুমোদিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। একখানি পুস্তক চারিবৎসর চলিতে পারে—পাঁচ বৎসর চলিতে পারে না—ইহার মধ্যে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—চারিবৎসরের পর এমন কি স্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা ১০ দিন আগে যে পুস্তক চলিষ্ণু তাহাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে? বরং দিন দিন পুস্তকের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হইতেছে। পরীক্ষকগণ কি বুঝিতেছেন না নির্দ্দোষ ত্রুটীহীন পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে?—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইতে নির্দ্দোষ পুস্তকের সংখ্যা ঢের বেশি নয় কি? অধিকাংশ পুস্তকের মধ্যে কি উনিশ-বিশ তফাৎ নয়? এ বিষয়ে Barometer বা Thermometer কিছুই নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে, কড়াকড়ি বাঁধন করিলে কি অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই? যাহারা পরিশ্রম করিয়া বই লিখিয়াছে—যাহারা কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয় করিয়া বই ছাপাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা দিয়া পরীক্ষার্থ পুস্তক প্রেরণ করিয়াছে, তাহারা কি বিনিময়ে দাক্ষিণ্যটুকু প্রার্থনা করিতে পারে না? অতিক্লেশে আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীর জন্য তাহাদের পুস্তক, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে বর্জ্জিত না হয়—সে জন্য তাহারা কি—আবেদন জানাইতে পারে না?

পাণ্ডুলিপির উপর যে ভাবে পিচার চলে, মুদ্রিত পুস্তকের উপর সে ভাবে বিচার করিলে অন্যায় হয়। এমন কি ছাপা কাগজের জন্যও কোন পুস্তকের পরকাল নষ্ট করা উচিত নয়। 'ছাপা কাগজ ভালো কর'—এই উপদেশ দিলেই প্রকাশক ছাপা কাগজ যতদূর সম্ভব চমৎকার করিতে রাজী হইবে। অনেকে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের ভয়ে বেশী খরচ করে না, কিন্তু যখন নিশ্চিন্ত হয় তখন ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

পুস্তকের আয়ু যদি বাঁধিয়া দেওয়া না হয় এবং সংখ্যা সীমা যদি স্থির না থাকে—বৎসর বৎসর যদি নূতন নূতন পুস্তক অনুমোদিত হয়—তাহা হইলে পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি ক্ষতি কিছু হয়ও —বর্ত্তমান নিয়মে যে ক্ষতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে যে ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় তাহার

চেয়ে কম ক্ষতি হইবে। যাহারা চালাইতে পারে অথবা যাহাদের পুস্তক উৎকৃষ্ট তাহারা এখন যেমন লাভবান হইতেছে, তখনও তেমনই লাভবান হইবে। যাহারা চালাইতে পারিবে না—তাহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে। আর যাহারা কিছুতেই পারিবে না—তাহাদের একটা সংস্করণের বই পাঁচবৎসর সাতবৎসরে কাটিবে—শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের লোকসান হইবে না—Term শেষ হইলেই এখন যেমন রাশি রাশি বই ওজনদরে কাগজওয়ালাকে বিক্রয় করিতে হয় - তেমনটি করিতে হইবে না।

ঢাক ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া আয়ু ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া পুস্তক পেশ করিতে বলা হয় বলিয়াই এত বেশি বই পেশ হয়, স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এত বই পেশ হইবার কথা নয়।

প্রকাশকরা এখন ঠিক করিতেই পারেন—কোন বৎসর কত সংখ্যা বই ছাপিবেন—শেষ বৎসরে কম্‌তি হইলেও মুশকিল বাড়তি হইলেও মুশ্‌কিল। পূর্ব্বব্যবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বেরও সমাধান হইবে। ইহাতে গ্রন্থকারদের গ্রন্থের ও গ্রন্থস্বত্বের মূল্য মর্য্যাদা বাড়িবে—প্রকাশক নিশ্চিন্ত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে—ছাত্রগণেরও সুবিধা হইবে—অভিভাবকগণেরও ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। টি, বি, কমিটির কাজও অনেক কমিয়া যাইবে।

একখানি পুস্তক অননুমোদিত হইলে চারিবৎসরের মধ্যে সেই পুস্তককে পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় পেশ করিবার সুযোগ নাই। এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা অসঙ্গত মনে করি। একবৎসরের দণ্ডই যথেষ্ট মনে করা উচিত। বহু ব্যক্তির অর্থ সামর্থ্য যেখানে জড়িত সেখানে দেশেরই অর্থ-সামর্থ্য বলিয়াই তাহাকে মনে করিতে হইবে। দেশের অর্থ-সামর্থ্যের যাহাতে অপচয় না হয়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য মনে করি। পর বৎসরই পেশ করিবার অধিকার দিলে এই অর্থ-সামর্থ্যের অপচয় অনেকটা নিবারণ করা যায়। কেবল তাহাই নয় যে টি, বি, কমিটির যে সদস্য পুস্তক না-মঞ্জুর করেন—তাঁহারই উচিত—পুস্তকের পরিমার্জ্জনায় সহায়তা করা অর্থাৎ যাহাতে পুস্তকখানি অনুমোদন যোগ্য হয় সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া।

টি, বি, কমিটির কাজ কমিয়া গেলে এই ভাবে কমিটি গ্রন্থকারগণকে সহায়তা করিতে পারেন।

শরৎ-সাহিত্যে পল্লীসংস্কার ও নারীর স্থান

শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস, শিক্ষক, গোপালদিঘী কে, পি, ইউনিয়ন
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, পোঃ কালোহা—ময়মনসিংহ।

আজ চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বাংলার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক, পল্লীসংস্কারক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ শরৎবাবু সম্বন্ধে দুচারটী কথা লিখ্‌তে যেয়ে কেবলই মনে হচ্ছে বাংলার, বাঙ্গালীর ও বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের কথা। শরৎবাবু কেবল মাত্র ৫৭ বছরে পদার্পণ করেছিলেন। এই জনবহুল মনুষ্যবিরল বাংলা দেশে তাঁর মত একজন কৃতী সন্তান ও সংস্কারকের খুবই প্রয়োজন ছিল আরো কিছু দিন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ; তাই আমরা এরূপ অসময়ে ও অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ একজন মনীষীকে হারালাম। নিয়তি কেন বাধ্যতে? এ দুঃসহ দুঃখে, এ অপূরণীয় ক্ষতিতে এই টুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

আমি সাহিত্যিক নই, ঔপন্যাসিকের কল্পণাপ্রবণ হৃদয় আমার মোটেই নেই—সমালোচকের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিরও স্পর্দ্ধা রাখি না। আমি এই বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, বিশেষ করে সাহিত্য ও উপন্যাসের ভিতর দিয়ে পল্লীসংস্কার ও পল্লী উন্নয়নকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—মনীষী শরৎবাবুর একজন দীন সেবক মাত্র। তাই তাঁর সম্বন্ধে দুচার কথা লিখার এ প্রয়াস এবং তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে যেয়ে আজ দত্ত কবির একটা কথা মনে পড়ে গেল। পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের বিশাল, বিরাট ও গূঢ় রূপ ও অসীম গুণরাশি বর্ণনা প্রসঙ্গে সত্যেনবাবু লিখেছেন—

"বাল্মীকি যাঁর মহিমা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার
দুরাশা ক্ষম হে মম—
বিশ্বপূজিত নমঃ। ইত্যাদি।"

আমিও আজ এই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী ও সাহিত্যিকের সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখ্‌তে যেয়ে দত্ত কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বল্‌তে চাই যে, ঐ ভাবরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, উপন্যাসরাজ্যে নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তক, পল্লীসংস্কার ব্রতের অগ্রণী শরৎবাবুর অসাধারণ রচনানৈপুণ্য, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও বিবিধ গুণের বর্ণনা কর্ত্তে যাওয়াও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আমার ভরসা এইটুকু যে আমার চেষ্টা কিছু অন্যায় নয়। যেহেতু, আমি বাংলা মায়ের একজন কৃতী সন্তান, একজন মনীষীর গুণাবলীর কিঞ্চিৎ

আলোচনা কর্ত্তে যাচ্ছি মাত্র। তাই ভরসা আছে, দোষ ত্রুটী আমার নিজের ভাব ও ভাষার দৈন্যজনিত যতটাই থাক্—ক্ষমা আমি অবশ্যই পাবো আমার অক্ষমতাজনিত ত্রুটীর জন্য।

শরৎবাবু যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন উহা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের চরম উন্নতির যুগ। সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রচলন ও প্রাবল্য সে যুগে মোটেই ছিল না। ভাষা গণ্ডী নিষেধের শৃঙ্খলে হাত পা বেঁধে নিতান্ত জড়বস্তুর মত ছিল না। উপযুক্ত, সুদক্ষ শিল্পী ও কারিকর যেমন খড় মাটি দিয়ে দেবীমূর্ত্তি গঠন ক'রে ক্রমে তাকে এক মেটে, দু মেটে ও অবশেষে নানা প্রকার বর্ণে চিত্রিত করে এবং সর্ব্বশেষে পুরোহিত এসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন, বাংলা ভাষারূপ কাঠামখানিরও বঙ্কিমী যুগেই বঙ্কিম প্রভৃতির ন্যায় উপযুক্ত, সুদক্ষ পূজারী দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই বঙ্কিমী যুগের লেখকদের ন্যায় পুরাণ-পন্থীদের সঙ্গে রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ করে' শরৎবাবুকে ভাষার সৃষ্টি কর্ত্তে হয় নাই। সংবাদ প্রভাকরের ভিতর দিয়ে বঙ্কিমপন্থী ও পুরাণপন্থী ভট্টাচার্য্যদের দলের (সংস্কৃতবহুল ভাষার পক্ষপাতী) সঙ্গে যে উত্তর প্রত্যুত্তরে রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ চল্‌তো—তা "শব পোড়া মরা দাহ" ও "ভট্টাচার্য্যের চানা" প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক (terms) সংজ্ঞাগুলি হতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং বাঙ্গালা ভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই অবশ্যই উহার খবর রাখেন। কাজেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন বোধ করি না।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির বিষয় বর্ণনা কর্ত্তে যেয়ে—একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বলেছেন "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ বাংলা ভাষারূপ গহন বনের ভিতর দিয়ে শুধু পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পথের দুই ধারের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতঃ পথটা সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণ পথের দুই পার্শ্বে নানারূপ ফল ফুলের বৃক্ষ রোপণ করে' তাকে সুশোভিত করেছেন"।—যা হ'ক বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু লিখ্‌তে বাধ্য হলাম—আশা করি এজন্য সুধীজনের নিকট ক্ষমা অবশ্যই পাবো।

মোটের উপর শরৎ সাহিত্যে আমরা ভাষার কোনও প্রকার কৃতিত্ব বা আড়ম্বর দেখ্‌তে পাই না। কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে—সাধারণ সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত কর্ব্বার ক্ষমতা—যে বিষয়ে সাধারণ ঔপন্যাসিকের সঙ্গে শরৎবাবুর তুলনাই চলে না। ভাষার দিক দিয়ে বল্‌তে গেলে "বঙ্কিমের ভাষা ছিল যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত দিবাকর—আর শরৎবাবুর ভাষা শারদ-চন্দ্রমার স্নিগ্ধ আলোক সম্পাত—একটি খরস্রোতা নদীর উত্তাল তরঙ্গের গভীর গর্জ্জন,—অপরটী ক্ষীণস্রোতা কলনাদিনী কল্লোলিনীর অস্পষ্ট কলতান—, একটি শ্রাবণ মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন——অপরটী বসন্ত ভ্রমরের মনোমুগ্ধকর উন্মত্ত গুঞ্জন।... ...

কিন্তু যে জিনিষ নিয়ে শরৎবাবু উপন্যাস-রাজ্যে তাঁর সুদৃঢ় স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপন

করেন, যার বলে তিনি উপন্যাস-রাজ্যে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি করেন, সেটা হচ্ছে তাঁর মানব-মন বিশ্লেষণ ক্ষমতা যাকে ভিত্তি করে আজ পাশ্চাত্য-সাহিত্য ও উপন্যাস গড়ে উঠ্‌ছে ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর্চ্ছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ শিল্পে যে, বর্ত্তমান যুগে শরৎবাবুর স্থান সর্ব্বোচ্চে,—এ নির্জ্জলা খাঁটী সত্য কথাটি বোধ হয় তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকগণও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার কর্ব্বেন। বড় বড় সাহিত্যিক, সমালোচক, জীবনী লেখক ও ঔপন্যাসিকের বিচারে শরৎবাবু কোন্ হিসাবে শ্রেষ্ঠ—সে বিচার বা সমালোচনা কর্ব্বার ধৃষ্টতা আমার নেই।...

শরৎবাবুর যে দিক্‌টার কৃতিত্বের জন্য এ ক্ষুদ্র লেখক তাঁর প্রতি এতটা আকৃষ্ট, সেটা হচ্ছে তাঁর "পল্লীসংস্কার ব্রতে দৃঢ় পণ"—যা তিনি পূর্ণ মাত্রায় পালন করে গ্যাছেন তাঁর সুনিপুণ লেখনী সাহায্যে। সমাজ-সংস্কারের দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল বঙ্কিমের মতই, —কিন্তু পল্লীসংস্কারে তিনি যেন বঙ্কিমকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাই পল্লীর হীন দলাদলি—ঘেষাঘেষি, রেশারেশি, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির বিষাক্ত আবহাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে "পল্লীসমাজের" নায়ক—শিক্ষিত, উদার, পরোপকারী প্রবাসী যুবক রমেশ যখন অভিমানে স্বগ্রাম ত্যাগ করার সংকল্প করেন তখন তাঁকে পল্লী-উন্নয়ন ব্রতে উদ্বুদ্ধ কর্ব্বার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে শরৎবাবু তাঁরই নিপুণ হস্তের সুনিপুণ তুলিকাঙ্কিত স্নেহময়ী, কর্ত্তব্য-পরায়ণা আদর্শ রমণী জ্যাঠাইমার (সিদ্ধেশ্বরী) মুখ দিয়ে রমেশকে উপদেশচ্ছলে বলাচ্ছেন "না হেসে করি কি, বলত বাছা? বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সব চেয়ে দরকার। রাগ করে' যে জন্মভূমি ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছিস্, রমেশ বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে কে আছে? আহা! এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল—তা' যদি জানিস্ রমেশ, এদের উপর রাগ কর্ত্তে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান্ যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েছেন, তবে এদের মাঝখানে তুই থাক্, বাবা।"

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রমেশ বল্‌লে, "কিন্তু এরা যে আমায় চায় না জ্যাঠাইমা। তদুত্তরে রমেশকে উৎসাহিত করাতে জ্যাঠাইমার মুখ দিয়েই পুনরায় বলাচ্ছেন :—

"তাই থেকেই কি বুঝ্‌তে পারিস্ নে, বাবা, এরা তোর রাগ অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয়, দেখ্‌বি সমস্তই এক"।

জ্যাঠাইমার উপর রমেশের অগাধ বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তি ছিল। তাই জ্যাঠাইমার উপদেশ শিরোধার্য্য করে' ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাতে চেষ্টা করে' রমেশ আরো কিছুদিন পল্লী উন্নয়ন কার্য্যে ব্রতী থাক্‌লো। কিন্তু কয়েক দিন পর যখন তার জমিদারীর অন্তর্গত পীরপুর গ্রামের মুসলমান প্রজারা তাদের ছেলেদিগকে মুসলমান বলে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করা করা হয় না বলে ছোট বাবুর কাছে অভিযোগ কর্ল, সেই দিন তাঁর মন আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো ঐ হিংসা-কলহ জর্জ্জরিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লী সমাজের বিরুদ্ধে। তাই তিনি গ্রামের স্কুল এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে' পীরপুরে নূতন স্কুল খোলার সংকল্প নিয়ে যখন তাঁর একমাত্র

ভরসাস্থল জ্যাঠাইমার কাছে অনুমতির জন্ত গেলেন তখনও সেই মহিয়সী নারীর মুখ দিয়ে উপদেশচ্ছলে শরৎ বাবু বলাচ্ছেন, "তাই তো তোকে বারবার বলি বাবা, তুই তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাস্‌নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হ'তে পেরেছে তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আস্‌তো, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হ'তো না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে সরিয়ে দিতে পারত না।" রমেশ যখন অভিমান ও আব্দার মিশ্রিত স্বরে জানাল যে তারও ঐরূপ হেয় দলাদলির বিষাক্ত আবহাওয়া ছেড়ে যেতে এতটুকুও দুঃখ নেই, বরং তার মন হাঁপিয়ে উঠেছে ঐ বিষাক্ত আবহাওয়া হতে নিজকে একটু মুক্ত কর্ত্তে—তখন জ্যাঠাইমাকে দিয়ে পুনরায় তাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে নিম্নলিখিত ওজস্বিনী ভাষায় :—

"না রমেশ, তা কিছুতেই হতে পারে না। যদি এসেছিস্‌, যদি কাজ সুরু করেছিস্‌, মাঝখানে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা কর্ব্বে না।" তদুত্তরে রমেশ যখন বল্‌লে যে জন্মভূমি তার একার নয় তখন জ্যাঠাইমা আরো উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌ছেন—

"তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাস্‌নে মা, মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিনই কিছু দাবী করেন না। তাই এত লোক থাক্‌তে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌছিতে পারেনি, কিন্তু তুই আস্‌বামাত্রই শুন্‌তে পেয়েছিলি।"

ভক্তি, করুণা ও কর্ত্তব্যের নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে রমেশ যেন এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পল্লী-উন্নয়নের সাধু সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে এল এবং এইবার থেকেই তার প্রকৃত পল্লী-সেবা আরম্ভ হ'ল। যে মাল মসলা জ্যাঠাইমার কাছ থেকে নিয়ে রমেশ তার কাজ আরম্ভ করেছিল, পদে পদে প্রতিকূল আবহাওয়া তার উদ্দাম গতিকে প্রতিহত না কর্লে হয়ত ওর জোরেই সে সারাটি জীবন সমান নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়েই পল্লী-সেবা কর্ত্তে পার্ত্তো। কিন্তু ঘৃণ্য দলাদলি, জাত-বিচার, কলহ বিবাদ তাকে এমন ভাবে বাধা দিতে লাগ্‌লো যে কয়েক দিনের মধ্যেই সে পুনরায় দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং তার স্নেহময়ী জ্যাঠাইমার স্নেহের আকর্ষণ যেন ঐশীশক্তির মতই তাকে অকৃষ্ট করে পুনরায় উপদেশ গ্রহণের জন্ত তাঁর কাছেই নিয়ে গেল। রমেশ পুনরায় সেই মহিয়সী নারীর চরণ-তলে উপবেশন করে শুন্‌তে লাগলো :

"রমেশ, চুলোয় যাক্‌ না তোদের জাত বিচারের ভাল মন্দের ঝগড়া-ঝাটি বাবা, শুধু আলো জেলে দেরে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কাণা হ'য়ে গেল, একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা, তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোনটা ধলো। যদি ফিরেই এসেছিস্‌ বাবা, তবে আর চলে যাস্‌নে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস্‌ বলেই তোদের পল্লী-জননীর এই দুর্দ্দশা।"

কি আন্তরিকতাপূর্ণ, কিরূপ অন্তরের গভীর দরদভরা উক্তি! আমার মনে হয় শরৎবাবু যদি অন্য কোন কিছু নাও লিখ্‌তেন, একমাত্র পল্লী সমাজের জ্যাঠাইমার চরিত্রাঙ্কনই বোধ হয় তাঁকে বাংলার উপন্যাস রাজ্যে ও তার পাঠক পাঠিকার স্মৃতিপটে অমর করে রাখ্‌তো।

পল্লী সমাজের ভিতর দিয়ে শরৎবাবুর পল্লী সংস্কার ও পল্লী উন্নয়নের আন্তরিক চেষ্টার কথা মনে কর্ত্তেই বাংলা মায়ের আর একজন কৃতী সন্তান পল্লী উন্নয়ন ব্রতের অগ্রণী, ও বাংলার, তথা ভারতের, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস, মহোদয়ের কথা মনে পড়ে। দত্তজী তাঁর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম প্রেরণা পল্লী সমাজের জ্যাঠাইমার উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি হ'তে পেয়েছিলেন কিনা ঠিক জানা নেই। তবে উভয়ের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাই অনেকখানি। সর্ব্ব-সাধারণের অজ্ঞতা যে পল্লীর দুর্দ্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী এবং সাধারণে শিক্ষা বিস্তার যে এ সমস্যা সমাধানের একটি প্রকৃষ্ট পথ, তা উভয়ের লেখার ভিতরেই জলন্তভাবে ফুটে উঠেছে। দত্তজীর "জ্ঞানের মশাল নিয়ে হাতে, নেমে আয় চাষের ক্ষেতে—যেথা চল্‌ছে চাষীর আঁধার নিশির, ঘুমের ঘোরে কাঁদা হাসা" ইত্যাদিতে—যেন শরৎবাবুর নিপুণ হস্তাঙ্কিত জ্যাঠাইমার রমেশের প্রতি সেই উদ্দীপনাপূর্ণ—দেরে আলো জেলে দে, গ্রামের লোক সব অন্ধকারে কাণা হ'য়ে গেল ইত্যাদির হুবহু পুনরুক্তি মাত্র।

যা হ'ক ব্রতচারী আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করাও আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে সামান্য যেটুকু লিখতে হল, আশা করি এ জন্য সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বেন।

পল্লীর খুঁটিনাটি সাধারণ ব্যাপারগুলিও ৺শরৎবাবুর সতর্ক চক্ষুর দরদভরা দৃষ্টি এড়াতে পারে নাই। সূক্ষ্ম সমাজ-সংস্কারক, প্রকৃত দরদী, অনন্যমনা পল্লী-সেবকের করুণা ভরা মন নিয়ে তিনি দেখেছিলেন পল্লীর অবিচার, অত্যাচারকে। দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার সংসারে আবহমানকাল থেকেই চলে আস্‌ছে। কিন্তু তৎপ্রতিকারার্থ বোধ হয় আর কারো করুণ কোমল প্রাণ কেঁদে উঠেনি শরতের মত। শরতের মনটী ছিল যেন শরতেরই শিশির-বিন্দুর মত স্নিগ্ধ—সহজেই যেন ঝরে পড়তো তাঁর অশ্রু-নির্ঝর গরীবের দুঃখে। সমবেদনায় কেঁদে উঠতো তাঁর আকুল প্রাণ গরীবদের জন্য। তাই তিনি গরীবের অজ্ঞতাজনিত দুঃখে, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচারে স্থির থাকতে পারেন নাই।— তাই, অসি ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর বিলাসী বাঙ্গালী কেরাণী-কুল ভুলে গেলেও, মসীরূপ প্রহরণ নিয়ে কোমর বেঁধে ঐ সব অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছেন এই দরদী মানুষটী। তাই তিনি কাশীপুরের নিতান্ত দীন-দরিদ্র গফুর জোলার বুকফাটা মর্ম্মান্তিক দুঃখ বুক পেতে নিয়েছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় ও

জমিদারবাবুর হৃদয়হীন ব্যবহার, তথাকথিত শাস্ত্রকার ও সমাজপতিগণের নির্ম্মম ব্যবহার ও বিচারের নামে অবিচার তাঁর চক্ষু এড়াতে পারেনি।

মহেশগত প্রাণ গফুর জোলার গভীর দুঃখে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমবেদনা প্রকাশচ্ছলে গফুরের মুখ দিয়েই নিরপেক্ষ বিচারক, সূক্ষ্মদর্শী ভগবানের আদালতে যে অভিযোগ পেশ করিয়েছেন, উহা বাস্তবিক বড়ই দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ। যেখানে সমাজে বিচারের নামে অবিচার, শাসনের নামে অত্যাচার, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম ও পুণ্যের নামে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে, গরীবের ধনীর বিরুদ্ধে কিছু কর্ত্তে যাওয়া যে নিতান্তই বোকামী ও লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়ানোর পথ পরিষ্কার করা—তাও শরৎ বাবু তাঁর নিপুণ হস্তের সুনিপুণ তুলিকায় এমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন যে পাঠকগণ তাতে একবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে—তাদের বাইরের সত্তাকে ভুলে যেয়ে, সুনিপুণ লেখকের ভাবসমুদ্রের গভীরতার মধ্যে একেবারে তলিয়ে পড়েন। কতখানি দরদ, কতটা অন্তরিকতা দিয়ে অন্যের দুঃখটা অনুভব কর্লে যে "খোদা, যারা তোমার দেওয়া ঘাস ও তোমার দেওয়া তেষ্টার জল হতে আমার মহেশকে বঞ্চিত করেছে—তাদের কসুর যেন মাফ্ করোনা"—এরূপ উক্তি বের হয় তা' প্রকৃত দরদী ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

ক্রমশঃ

———

শিক্ষক-জীবন

শ্রীকালিদাস রায়
ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউসন

ছাত্র দশায় ছিলনাক লক্ষ্য কোনটাই,
সাধ ক'রে আর এই জীবনে বরণ করি নাই।
আশা ছিল অনেক বড় অনেক ঘুরে ফিরে
বাধ্য হ'য়ে এই জীবিকা তুলে নিলাম শিরে।
বিষয় ব্যবহারে নেহাৎ অকর্ম্মণ্য যারা
কি গতি আর আছে তাদের এই জীবিকা ছাড়া ?
আত্মীয়েরা মুখ বাঁকালেন, আজো নহে সোজা,
যেন তাঁদের বইতে হবে আমার যত বোঝা।
আত্মীয়েরা গেলেন স'রে বন্ধুজনেও তাই
বলেন তাঁরা "কি মহাশয় !" বলেন না আর "ভাই।"
বন্ধ ক'রে দিলেন তাঁরা পত্র-ব্যবহার,
শেষ কালেতে আরে রাম ! বেচারা মাষ্টার।
নানা জনের অবজ্ঞাভার মাথায় ধারণ ক'রে
পঁচিশ বছর কেটে গেল শিক্ষকতা ক'রে।
কে না জানে এই জীবিকায় সুখ-সুবিধা নাই ?
যাতে ঢুকেছিলাম আজো প্রায়ই তাহাই পাই।
তবু আমার এই জীবনই লেগেছে খুব ভালো
মাটীর দীপে হ'লেও এতে কুটীর আমার আলো।
নীরস হ'লেও পেলাম এতে নবীন রসের স্বাদ,
ভেবেছিলাম শাপ যারে তা আজকে আশীর্ব্বাদ।
যা জেনেছি যা শিখেছি শিখাই প্রতিদিন,
কেউ শোনে না, কেউ বা শোনে কেউবা উদাসীন।
কেউ বোঝে না কেউবা বোঝে বিলম্বে কেউ বুঝে,
কেউ মানেনা, বছর দশেক পরেও কেহ খুঁজে।
কার কত লাভ লই না হিসাব লভ্য মোর এই টুক,
আপনাকে 'বিকাশ করা প্রকাশ করার সুখ'।
সত্য যারা' শেখে তাদের মুখের দরপণে
আপনারে দেখছি আমি চিন্‌ছি ক্ষণে ক্ষণে।
এসুখ হ'তে কেবা আমায় করিবে বঞ্চিত ?
এই জীবনের মর্ম্মকোষে সে সুধা সঞ্চিত।

শিখাই যাহা তার চেয়ে ঢের শিক্ষা করি আমি,
শিক্ষা দিতে গিয়া আমার এ লাভও খুব দামী।
শিক্ষার্থীই থেকে গেছি শিক্ষাদানের ছলে
ছাত্র-জীবন হয়নিক শেষ এই জীবিকার ফলে।
পাঁচ বছরে যেই জীবনের হইল হাতে খড়ি,
অবিচ্ছেদে তারই ধারা চলছে বরাবরই।
পাই বা না পাই মা কমলার করুণা, মর্য্যাদা,
সরস্বতীর সেবায় কভু হয়নি তাতে বাধা।
বালক দলে বেষ্টিত এই জীবন খানি মোর,
বাইরে বুড়ো অন্তরেতে তারুণ্যে কিশোর।
কভু পিতা কভু ভ্রাতা কভু মিতার মত
তাদের সাথে আচরণে বিচিত্রতা কত!
নানা রসের সমন্বয়ে অপূর্ব্বতায় ভরা
এই জীবনে আজ মনে হয় স্বপ্ন দিয়ে গড়া।
হাজার হাজার সোনার তরী মনের ফসল দিয়া,
ভরি ভরি কোন অকূলে দিলাম পাঠাইয়া;
নিজে যাপি নদীর কূলে অখ্যাত জীবন,
খেয়া ঘাটে শুনছি হেথায় দেয়ার গরজন।
দেশ বিদেশে পাঠায়েছি সোনার ফসল সব,
সান্ত্বনা পাই, এতেই মানি অমূল্য গৌরব।
হারায়েছি বন্ধু অনেক ক্ষোভ করিনা তার,
দশ গিয়েছে তার বদলে পেয়েছি হাজার,
জাত্ গিয়েছে আপদ গেছে, দুঃখ আমার নাই,
মস্ত বড জাতের মাঝে পেয়েছি আজ ঠাঁই।
পাইনি বটে এ জীবনে রাব্ড়ী পোলাও পিঠা,
শাক অন্ন যা পেয়েছি তাই লেগেছে মিঠা।
ভেবে দেখার নাই অবসর পারিশ্রমিক কত,
জীবিকা যা ছিল তাহা হ'লো ব্রতের মত।
এই জীবনের যা কিছু সার আনন্দ আর ব্যথা,
যাচ্ছি রেখে হাজার প্রাণে; এইত অমরতা!
নিভ্‌ব, তবু দীপ্ত মোরে রাখবে সারা রাত্তি
আমার আলোর স্পর্শে জ্বলা হাজার হাজার বাত্তি।

"কবিতা ও আলোচনা"

শ্রীবিমলানন্দ কাব্য পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ

ইটাচুনা স্কুল, হুগলী

বনেচর পূত ঋষির মুখনিঃসৃত প্রথম শোকোচ্ছ্বাস,—সবলহস্তে নিপীড়িত লাঞ্ছিত গভীর মর্ম্মব্যথার অবদান—, অন্যায়ের প্রতীকার-কল্পে সমগ্র বিশ্বে ছন্দিত আকুল আহ্বান—কবিতা।

দুখের মাঝেই এই কবিতার প্রথম স্ফূর্ত্তি, তাই কবিত্ব মানুষের চক্ষে মনোরম, দুখের মাঝেই কবিত্বের অভিনব উত্তর, তাই সে আশু মর্ম্মস্পর্শী, দুখের মাঝেই তার অপূর্ব্ব বিকাশ, তাই মানুষ কবিত্বের সৌন্দর্য্য-সুষমায় আত্মহারা হয়ে পড়ে।

এই কবিতার দুইটী দিক্ বা দুইটী রূপ—অন্তর্দ্দিক্ ও বহির্দ্দিক্, সহজ ও কৃত্রিম রূপ।

অন্তরের সূক্ষ্ম যে ভাব-ধারা ভাষার সাহায্যে মূর্ত্ত হয়ে জগতের বক্ষে প্রকাশ পায়, তাহাই কবিতার বহির্দ্দিক্ বা কৃত্রিম রূপ। মূক ভাব-ধারাকে শব্দিত করা, অরূপকে রূপবান্ করা, অমূর্ত্তকে মূর্ত্তরূপে প্রকটিত করা, ঘুমন্তকে জাগ্রত করা এবং অর্দ্ধস্ফুটন্তকে প্রস্ফুট করাই ভাষাতন্ত্র কবিতার আদিম রহস্য। আর এই রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটকরাই জগতে কবি নামে পরিচিত এবং তাঁহারা সংখ্যায় কম।

জাগতিক দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে যে ভাব-ধারা অন্তরের মাঝে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তরেই বিলীন হয়, যার রূপ বহির্জগতে অরূপ থেকেই যায়, অন্তরের অন্তরতম বক্ষরূপ কক্ষ যার লীলাভূমি তাহাই কবিতার সহজ রূপ বা অন্তর্দ্দিক্।

এই কবিতার অধিকারী জীবমাত্রই, কাজেই জীবমাত্রকেই আন্তর কবি বলা যায়।

দুখকে তিলে তিলে অনুভব করার পর ঋষির অন্তর-সমুদ্র মথিত করে উঠেছিল ছন্দিত ঝঙ্কৃত যে ভাবামৃত-লহরী তাহাই প্রথম কবিতা—মর্ত্ত্যভূমির অফুরন্ত গৌরব। সেই অবধি এই করুণরস-প্রধান কবিতাই সমাজে চির-আদৃত, চির বরনীয়।

এই দুখ বা কারুণ্যের সাথে হৃদয়ের যত মিল, আর কারও সাথে তত নয়। দুখকে হৃদয় যতখানি বোঝে, সুখকে ততখানি পারে না। দুখ করুণ রসের অভিব্যক্তি, হৃদয় করুণার প্রতীক্, দুখ করুণ সুরের সমষ্টি; হৃদয় কোমল স্পন্দনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই সুর—আর স্পন্দন—একই জিনিষ।

স্পন্দন-সমষ্টি সুর, সুরের ব্যষ্টি স্পন্দন। কাজেই করুণ-রস-প্রধান নাটক, উপন্যাস

অথবা কবিতায় লোকের আগ্রহ বেশী দেখা যায়। যে কবিতার সুর হৃদয়ের সুরের সাথে মিল খায়, যে কবিতা হৃদয়ের সুর দিয়েই তৈরী—সেই কবিতাই সমাজে, রাষ্ট্রের বুকে আনে নব জাগরণ।

হৃদয় যেন বিরহী। যেন সে সতত ব্যাকুল কোন্ এক অজানার বিরহে। সে যেন সদা "কার ও পথ পানে চেয়ে"। নিশিদিন আছে সে সেই অচিনের প্রতীক্ষায়—। তাই বিরহের সুর আকুল করে তার প্রাণ। এই বিরহ করুণতায় ওতপ্রোতঃ—কারুণ্যে ঢালা, এই বিরহই দুঃখের মূল উপাদান। তাই করুণ-রস-প্রধান বা দুঃখ-হৃদয় কবিতাই সবচেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী। বীর বা অন্য রসের কবিতা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে না, কারণ হৃদয় সাধারণতঃ বীর রসের স্পন্দনে তৈরী নয়। ২।৪টী হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সমগ্র নয়। সে উত্তেজনা আনে, অল্পের—, সমগ্রের নয়, সে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, উপসম করে না, অশান্তির তরঙ্গ উদ্বেলিত করে, শান্তির ধারা বর্ষণ করে না—তাই সে সমাজ-হৃদয় গ্রহণে চির অক্ষম থেকেই যায়।

আধুনিক জগতেও করুণরসের বা দুঃখ-হৃদয় কবিতাকেই সর্ব্বতোভাবে লোকের হৃদয়গ্রাহী হতে দেখা যায়।

তাই সহস্র সহস্র বৎসর পর্ব্বের রচিত রামায়ণ আজিও শত সহস্র—দুঃখায়িতপ্তা সতী সীতার পূত চরিত অন্তরে জাগিয়ে চিত্তবৃত্তি দ্রবীভূত করে শোকাশ্রু-বন্যায় লোকের মানস-কলুষরাশি দেয় ধৌত করে'। তাই আজিও সতীকুলশিরোমণি সাবিত্রীর "মৃত পতি কোলে"—উপন্যাস পড়ে লোকের দুনয়নে দরবিগলিত ধারে অশ্রু-গঙ্গা বয়ে যায়। নল-দময়ন্তীর কাহিনী পড়ে কোন্ সীমন্তিনীর চন্দ্রবদন অশ্রু-ধারায় সিক্ত, বিকৃত বা মলিন না হয়? তাই পশ্চাত্য সংস্কৃতি-সংসৃষ্ঠি হয়েও আমরা আজিও রামায়ণ মহাভারত ভুলতে পারি নি।

কিন্তু লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের কথা কয়জনের প্রাণে সাড়া আনে? কতটি চিত্ত মথিত দ্রবীভূত করে? বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাস কতটা প্রাণে উন্মাদনা জাগায়? কতটা সাহসী হিয়া রণোল্লাসে নেচে ওঠে?

জীব-জগৎ চায় অব্যাভিচারী শান্তি, চায় অক্ষয় তৃপ্তি, চায় অফুরন্ত আনন্দ। কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী লোকের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে, সঞ্চিত শান্তি দলিত করে, অশান্তির জ্বালাময় বহ্নি উদ্গীরণ করে' জীবনকে দগ্ধ মরুভূমে পরিণত করে। কাজেই জীবসমূহ এই অশান্তির পথ হতে নিবৃত্ত হয়ে ক্রমশঃ লক্ষ্যের পথে, শান্তির মার্গে ধাবিত হতে চায়।

কিন্তু এই দুঃখ-হৃদয় কবিতা হৃদয়ের সুরের সাথে মিল খায় বলে হৃদয় তার উপর পড়ে মুইয়ে। তাই মানব-হৃদয় এই কবিতার হৃদয়কে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে করতে একাত্মা বা একাকার হয়ে পড়ে। তাই এই কবিতার সুর হৃদয়ের মর্ম্মে পৌঁছে মর্ম্মকে বিগলিত করে নেয় ছিনিয়ে তার পৃথক অস্তিত্ব অ-ভাবভূমির বক্ষ থেকে।

হৃদয় যেন আর সে হৃদয় নয়—কবিতায় অন্তর্নিহিত সুরে বাঁধা উল্লসিত ভাব-তরঙ্গ

রস-পিপাসু জীব সেই ভাব-তরঙ্গ নীরবে পান করতে করতে যে রস বা আনন্দ অনুভব করে—তাহা বর্ণনাতীত। সাহিত্যে ইহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' বলা হইয়াছে।

অতএব দেখা যায় যাহা জীবের একান্ত লক্ষ্য, একমাত্র কাম্য, যার তরে জীব-জগৎ অহরহঃ লালায়িত—এই দুঃখহৃদয় বা করুণ-রস-প্রধান কবিতার মধ্যেই সেই কাম্যের সহজ সুন্দর অভিনব বিকাশ—তাই জীবের দৃষ্টিতে এই কবিতা অতি মনোরম—তাই জীবের অধিক হৃদয়গ্রাহী। আর এই কবিতাই জীবলোকের শোকে সান্ত্বনা, কষ্টে তৃপ্তি, দারিদ্র্যে ধৈর্য্য, মরণে অভয়-বাণী। এই কবিতাই জীবের দুর্গম জীবন-যাত্রাকে সহজ সুগম করে, তার লক্ষ্যের পথে নিয়ে চলে ধীর মৃদুগতিতে অঙ্কিত করে' হৃদয়-পদ্মে এক অভিনব আদর্শ-মূর্ত্তি।

তাই জীব-জগৎ বরণ করে নিয়েছে এই কবিতাকে না জানি কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মুক্ত ক'রে বদ্ধ-গহন-হৃদয়-দুয়ার।

চাঁদপুর মহকুমা শিক্ষক সম্মেলন

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

বাকিলা

(সভাপতির অভিভাষণ)

শ্রীসারদাচরণ দত্ত

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিজ্ঞান—আবশ্যিক পড়ায় পরিণত হইতে চলিল। বিজ্ঞান কুসংস্কার দমনের উপযোগী। দেশব্যাপী কুসংস্কার কিছুটা লোপ হইবে, এই আশা করা যাইতে পারে। রসায়ণের প্রবর্ত্তনে দেশের শিল্পের প্রসার হইবার কথা। সর্ব্বোপরি বঙ্গভাষায় সব বিষয়ের উত্তর লেখা যাইবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নির্দ্দেশের ফল, অত্যন্ত দূরগামী হইবে। মাতৃ ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব দেশের ন্যায় শিক্ষা—এত দিনে প্রবর্ত্তিত হইল।

ত্রিশ বৎসরকাল একই নিয়মে শিক্ষা চলিয়াছে, এ দেশে। আবার আগামী বৎসরে নূতন নিয়মে হইবে। এখন আর তত দেরী করিলে হইবে না; প্রতি দশ বৎসরে শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তন করা দরকার। নতুবা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না। রাইট অনারেবেল কিসার পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময়ে—কামান গর্জ্জনের মধ্যেও, ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রণালী নির্দ্ধারণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হইলে লোকে দেখিল শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে, যে ইংলণ্ডের নিজের দেশের কাজ। কিন্তু এই দেশবাসীর

জাগরণের কোন লক্ষণ নাই। কবে সেই দিন আসিবে! জীবনে বোধ হয় দেখিয়া যাইব না। কিন্তু আশা পোষণেও সুখ!

বলিয়াছি, বিজ্ঞান কুসংস্কার দূরীকরণে সিদ্ধ হস্ত। কিন্তু আমাদের দেশ এক অদ্ভুত দেশ! লোকে বিজ্ঞানে এম, এস্ সি পাশ করিয়াও এমন ভাবে কুসংস্কার মানিয়া চলে, যেন কোন দিন বিজ্ঞান পড়ে নাই। শিক্ষকতা কালীন কত ছাত্রকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ, রাহু নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সূর্য্য ও চন্দ্রকে গলাধকরণের ফলে সংঘটিত হয় না এবং হরিসংকীর্ত্তনে চন্দ্র ও সূর্য্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি হয় না। উহা কল্পনা প্রসূত ও নিছক মিথ্যা।

পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অথবা সূর্য্যের উপর পড়িলেই উহার অংশ বিশেষ ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণরূপে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

ছাত্রেরা ইহা বুঝিল, মানিয়া লইল। কিন্তু গ্রহণের সময় ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়া উঠে এবং খোল করতাল সহ কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখন ছেলেরা—সত্যের, বিজ্ঞানের পূজারিরা, সকল শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া হুলে ভিড়িয়া পড়ে।

অনেক স্কুল অর্থের অভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারিবে না। শিক্ষা বিভাগে অর্থের নিয়ত অনটন। কিন্তু পুলিশের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। শিক্ষা বিভাগে যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা স্কুল পরিদর্শন ব্যাপারেই খরচ হয়। যদি কোথাও ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় তাহা এই শিক্ষা বিভাগেই। এত পরিদর্শনে স্কুলের জীবদ্দশার হানি ঘটে। ফল হয় এই—স্কুলে সাহায্য ছিটে ফোঁটা। স্কুল না করিতে পারে গৃহ সংস্কার না পায় লাইব্রেরী ও সরঞ্জাম খরিদ করিবার টাকা। প্রত্যেক হাই স্কুলে চারিশত টাকা এবং মধ্যইংরেজী স্কুলে একশত টাকা করিয়া সাহায্য দিলে অতিরিক্ত দেওয়া হয়, এই কথা কেহ বলিতে পারে না।

আমাদের ছেলেরা অলস, নির্জ্জীব ও সৌজন্যহীন। এই জন্য উহাদের নিয়া বাহির হওয়া প্রয়োজন। নতুবা জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যাউক, উপযুক্ত শিক্ষকের চালনায় বিভিন্ন স্কুলের চালনায় বিভিন্ন স্কুলের একশত ছেলে—আগরতলা, কালীকচ্ছ,চুণ্টা, সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম। অথবা যাউক—ঢাকেশ্বরী কটন মিলে, অথবা চিত্তরঞ্জন সুগার মিলে—চরসিন্দুরে। আবেদন করিলে রেলওয়ে ও ষ্টীমারে কম ভাড়ায় এইরূপ ছাত্রসঙ্ঘকে যাইতে দেন, যদি তাহারা বুঝেন, শিক্ষার জন্য এই অভিযান।

পায়ে হাটিয়া ও সাইকেলে দেশ ভ্রমণ এখানকার রেওয়াজ। শিক্ষক মহাশয়েরা সে দিকে ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিলে মন্দ হয় না। মানসিক শিক্ষা, বুদ্ধি চর্চ্চা দ্বারা লোকের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না। সেবা, সাহসের কাজ, দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি দ্বারা লোকের চরিত্র

গড়িয়া উঠে। তাহা না হইলেই রোগীর সেবায় যুবকেরা হয় নির্ম্মম, বিপদে হয় বিহ্বল এবং উৎসবে হইয়া উঠে উশৃঙ্খল।

আমি কোন দিনই মনে করি না যে পাঠ্য পুস্তক পড়িলেই একটা লোকের যাহা জানা দরকার তাহা পায়। দিন দিন জীবিকা নির্ব্বাহ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। কত বিষয়ে ছেলেদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহার সীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কোন শিক্ষককে লিখিয়াছিলেন—

"গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি কোথায়, সমবায় নীতির অর্থ কি, আমাদের দেশের পক্ষে তার প্রয়োজন, গ্রামের লোকের স্বভাবে অভ্যাসে রীতিমত কি অভাব আছে, যাতে তারা অন্নকষ্টে, জল কষ্টে, রোগ তাপে মরে যাচ্ছে, সে কথা ছেলেরা যা'তে বিচার পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে, সেটা দেখা চাই। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধের কোথায় গলদ আছে, তাহার ফল কি, কি করে তার প্রতিকার হবে সমস্ত কথা এখন থেকেই সুস্পষ্ট করে ছেলেদের চিন্তা করা চাই। মনে রেখো ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এ গুলো বড় শিক্ষা।"

এই বাহিরের শিক্ষা দিবার জন্য বাবুর হাট স্কুলে "আলোচনা পরিষদ" নামে একটী সভা বহু দিন পূর্ব্বে আমি করি। যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত আছেন, তিনিও ঐ সভাটি বজায় রাখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পূর্ব্বে বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, পরে আলোচনার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। অবশ্য ছাত্রদিগকে বাহিরের বই পড়িতে উৎসাহ দিতে হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছেলেদের জ্ঞান অতি সামান্য। রবীন্দ্র নাথের অসাধারণ প্রতিভা ক্বচিৎ কোন দেশে জন্মে। একদিন ইটালীর কবি দান্তে সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল—They (Italians) talked Dante, and dreamed Dante—(লোক মুখে দান্তের কথা—তাহারা স্বপ্নে দেখে দান্তে।) আজ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমাদের তাহা করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের মন্ত্রী রামজে মেকডোনাল্ড তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্য—সেই ত ভারতবর্ষ। সে ত ব্যক্তি বিশেষের আবেগ নয়—একটা সমগ্র জাতির আত্মা"। বাংলা সাহিত্যের ললাটে গণতন্ত্রের জয়মাল্য পরাইয়াছেন যিনি, এই গণতান্ত্রিক যুগে তাঁহার সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টি দিয়া অধ্যয়ন করিবার দিন আসিয়াছে। বঙ্গদেশের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' ও উপন্যাস ভাল করিয়া পড়িবার একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে চাঁদপুরের সমস্ত স্কুলে রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনার সুব্যবস্থা হয়, "রবীন্দ্র-প্রতিভা" নামে এক সভা প্রত্যেক স্কুলে হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। মাসে একবার করিয়া কবির বিশেষ কোন সৃষ্টির আলোচনা হইতে পারে এবং বার্ষিক সভাও হইতে পারে।

সর্ব্বসাধারণ আমাদিগকে কঠোর সমালোচনা করেন। কারণ জাতিগঠনের ভার

আমাদের উপর। ভিকটার হুগো বলিয়াছেন—(Future of mankind is in the hands of Schoolmasters) মানব জাতির ভবিষ্যৎ স্কুল মাষ্টারের হাতে। সমালোচনার মূল্য আছে। তাতে আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয়। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি—শ্রেণীতে যত ছাত্র আছে তাহাদের সম্যক পরিচয় লাভ করুন। যেখানে পরিচয়ের অভাব, সেই খানেই অন্ধকার। যে ছাত্র সম্বন্ধে অল্পই জানি অথবা কিছুই জানি না, সে ছাত্রের মঙ্গল আমার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ছাত্র সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত দ্বাদশটী ভাগে বিবরণ সংগ্রহ করুণ। দেখিবেন ছাত্রের চরিত্রগত ত্রুটি আপনার নিকট ধরা দিবে :—

১। পরিচ্ছন্নতা আছে কি নাই। ২। উচ্চারণ ভাল কি মন্দ। ৩। অলস কি চট্‌পটে। ৪। ভীরু কি সাহসী। ৫। সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী। ৬। স্বার্থপরতা আছে কি নাই। ৭। পরের অনিষ্ট করিতে চায় কি চায় না। ৮। ইতর প্রাণীর প্রতি ব্যবহার ভাল কি মন্দ। ৯। উচ্চাশা আছে কি নাই। ১০। দলপতি হইতে চায় কি চায় না। ১১। পাঠ্য তালিকায় কোন্ বিষয়ে ভাল। ১২। মন্তব্য (পর্য্যবেক্ষণের পর)

ছেলেদের খসড়া বই—Rough Bookই হইল উহাদের কোষ্ঠী। ছেলেকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াও কেবল মাত্র খসড়া বই দেখিলেই আপনাদের ধারণা হইবে সে ছেলেটী কি রকম। সপ্তাহে যতবার পারেন Rough Book পরীক্ষা করুণ। স্কুলে আসিয়া ছেলে কিছু করে কি না তাহার Rough Book ই প্রমাণ।

শিক্ষকের সাধনা চাই। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী. অশ্বিনী কুমার দত্ত, জগদীশ মুখার্জ্জির যে সাধনা ছিল তাহা কি বঙ্গ দেশে ব্যর্থ হইবে? অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত যিনি কর্ত্তব্য করিতে পারেন না তাহার পক্ষে শিক্ষক হওয়া ভুল। বিত্ত সঞ্চয়ের দিকে মন দিলে, ঘোরতর সংসারী হইলে, শিক্ষক ধর্ম্মচ্যুত হন। দেশে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা এই রীতিতে শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করেন। বুদ্ধিমান ছাত্রেরাও ঐ দলে। কারণ তাহারা শিক্ষকের কর্ম্মের ত্রুটী বুঝে। বঙ্গদেশের নিঃস্বার্থ বিদ্যাদান হইতেছে চতুষ্পাঠীতে। বাঙ্গালীরা কোন দিন তাহা ভুলিতে পারিবে কি?

শিক্ষার সার্থকতা শিক্ষকের সাধারণ বুদ্ধির উপর। ট্রেইণ্ড্ শিক্ষক নহেন এমন কতজন এইরূপ প্রকৃষ্টভাবে অধ্যাপনা করেন, যে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কাজে সম্যক মন লাগান চাই, বুদ্ধি চাই, নতুবা কোন কাজ হয় না। ইহা মনে রাখিতে হইবে কেহ কেহ আজন্ম শিক্ষক—নিজের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যেই শিক্ষক—কাহারও দ্বারা শিক্ষিত নহে—যেমন সুর-শিল্পী দিলীপ কুমার এবং তিমির বরণ।

আমার মত এই, ট্রেইণ্ড্ শিক্ষকবর্গ বিলাতি ধরণেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ট্রেইনিং কলেজে এমন শিক্ষা পান তাহা ভাল পোষাকের মত সুটকেশেই থাকে—ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র পান না। নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিলাতি ধরণ দেশীয় করিয়া লইতে হইবে।

অনেকে তাহা পারেন না—তাহা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশের ভাব ধারার সহিত ঐ টেক্‌নিক্ শিক্ষা খাপ্ খায় না। হয়ত বা ডিরেক্ট মেথড্ (Direct method of teaching) যেমন বঙ্গদেশে কার্য্যকরী হয় নাই, এরও দশা প্রায় তদ্রূপ হইবে কালে।

আপনারা কখনও পাটোয়ারী বুদ্ধিতে, সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে এবং ব্যবসায় বুদ্ধিতে স্কুল চালাইবেন না। কারণ তাহার ফল বিষময়। আধুনিক ছাত্রদের শিক্ষা দ্বারা মানুষ করিতে হইলে নূতন কল্পনা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। দেশের, জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সে গুণ আছে। চাকরির প্রতি ছেলেদের তীব্র ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। দেশে একটি শিল্প সঞ্চালন (Industrial movement) আসিতেছে। সহরগুলিতে যেখানে ইলেকট্রি-সিটি আছে সেখানে পূর্ব্বেই উহা আরম্ভ হইয়াছে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেও হইবে। গোমতী ও ডাকাতিয়া নদীর স্রোত হইতে ইলেক্‌ট্রিসিটির উৎপাদন গবর্ণমেণ্টের কল্পনা আছে। দেশের সুদিন আসিল প্রায়। যখন স্রোত আসিবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমাজের গঠনও বদ্‌লাইবে। দেশ নূতন আলোকে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিবে। বয়স্কেরা অবাক হইয়া দেখিবেন আগে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। যুবকেরা দেখিবে আশার বাণী—যদি শক্তি সঞ্চয় করিয়া শিল্পে স্থান করিয়া লইতে পারে।

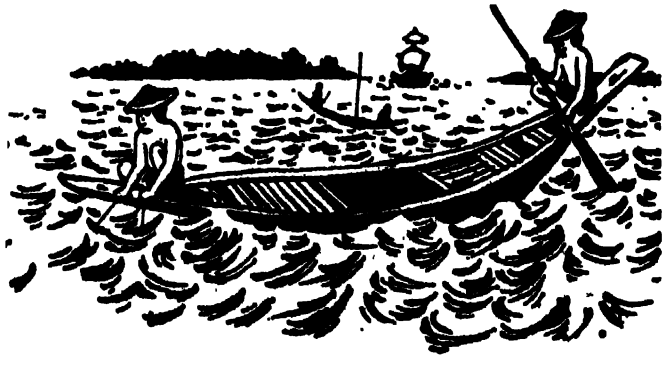

গ্রীসের দ্বীপালী

(২)

শ্রীহেমচন্দ্র সেন

বিক্রমপুরী উপসী তারাপ্রসন্ন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, ফরিদপুর।

(৭)

সাজে কি মোদের অশ্রু কেবল
স্মরিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-নিচয়?
লাজ-রক্তিমা শুধু কি উচিত
পিতৃগণ যেথা ঢালিলা শোণিত?
দাও ধরা! ফিরে, দাও বুক চিরে
'স্পার্টার' মৃত বীর কতিপয়;
ত্রিশতের দাও তিনটি কেবল,
আবার রচিব, যুঝিয়া প্রবল,
'থার্ম্মোপাইলি' মৃত্যুঞ্জয়।

(৮)

একি? নাই সাড়া? নীরব সকলে?
না—না—ঐ শোন গর্জ্জন,—
মৃত বীরদের কণ্ঠস্বর—
গরজে যেন রে দূর নির্ঝর!
"একটি জীবিত," এলো উত্তর,
"একটি কেবল উঠুক এখন;
আসিব আমরা, আসিব সকল।"
হায় রে, যাহারা জীবিত, কেবল
তা'রাই রহিল মূকের মতন!

(৯)

বৃথা এ' যত্ন, বৃথা এ' প্রয়াস ;
বাজায়ে দেখিব ভিন্ন রাগিণী,—
ভরলো পেয়ালা কানায় কানায়
'সেমোস্'-দ্বীপের সেরা মদিরায় ;
করুক যুদ্ধ গোষ্ঠীসুদ্ধ
তুর্কী সেনানী ; মোদের বাহিনী—
ঢালুক 'শিয়ো'র দ্রাক্ষা-রুধির !—
হীন ডাকে প্রতি মদ্যপ-বীর
শোন, দিল সাড়া, "আসি রে এখনি।"

(১০)

'পিরীখ্'-নৃত্য নাচিছ এখনো ;
কোথায় 'পিরীখ্'-ব্যূহসন্ধান ?
দু'টি বিজ্ঞানে লভিলে দীক্ষা,
কেমনে ভুলিলে সমর-শিক্ষা ?—
উভয়ের মাঝে বীরের সমাজে
যা'তে পৌরুষ, যেইটি মহান্ ?
'ক্যাডমাস্' দিলা অক্ষর-জ্ঞান ;
ভাব কি তাঁহার ছিল অবদান
দাসের হস্তে হ'তে অপমান ?

(১১)

ভরলো পেয়ালা 'সেমোসী' সুরায় !
কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিব না আর,—
সুরার প্রসাদে 'এনাক্রিয়ান্'
গাহিলা গীতি যে অমিয়-সমান !

ছিলা কবি দাস, কিন্তু সে দাস
'পলিক্রাটিসে'র,—অতি দুর্ব্বার-
স্বৈরী নৃপতি; তবুও তখন
গণতন্ত্রারি বীর প্রভুগণ
ছিল সন্তান গ্রীস্-মাতৃকার!

(১২)

'খারসোনিজে'র স্বৈরী নরেশ
ছিলা মুক্তির অমোঘ বর্ম্ম;
স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করিতে
তা'র বাড়া শূর কে ছিল যুঝিতে?
স্বৈরী পরম সে অরিন্দম,—
মিল্‌টিয়াডিস্; জানিনা কর্ম্ম,—
পাই যদি আজ হেন বীর গ্রীক্;
পরিব পুলকে, বহিব সঠিক
শৃঙ্খল তাঁ'র, পাদুকা-চর্ম্ম।

(১৩)

ভরলো পেয়ালা 'সেমোসী' সুরায়!
'পার্গা'র তীরে, 'সুলি'র ভূধরে
এখনো বাঁচিয়া উন্নত-শির
বংশধরেরা বীরের জাতির;—
যেই শূরদের 'স্পার্টা'দেশের
জননী গর্ব্বে ধরিত উদরে!
আছে সেথা হেন ক্ষত্রিয়-বীজ
সগোত্র বলি' 'হার্‌কিউলিজ'—
বংশ যাদের বরিত সাদরে!

(১৪)

ফরাসীদিগের নাহি বিশ্বাস,
স্বাধীনতা তরে বৃথা নির্ভর ;—
রাজা লুই জানে কিনিতে, বেচিতে ;
দেশের সেনায়, দেশের অসিতে
শক্তির আশা, মুক্তি-ভরসা
বিরাজে কেবল বাঁধিলে সমর।
তুর্কী-শক্তি, ফরাসী ছলনা
চূর্ণ করিবে মুক্তিসাধনা—
বর্ম্মফলক বিপুল, প্রখর।

(১৫)

ভরলো পেয়ালা কাণায় কাণায়
'সেমোস্'-দ্বীপের সেরা মদিরায়!
তরুণীরা নাচে কুঞ্জে কুঞ্জে ;
বিজলী, কৃষ্ণ-নয়নপুঞ্জে ;
কিন্তু নেহারি প্রতিটি কুমারী
শ্রান্তি-দীপ্ত নৃত্য-কলায়,
তপ্ত-অশ্রু তিতায় নয়ন
ভাবিতে,—দাসেরা ধরিবে জীবন
হেন জননীর স্তন্য-ধারায়!

(১৬)

রাখ 'সুনিয়ামে' মর্ম্মর-ময়
তুঙ্গ-বেলায় আসন আমার ;
সেখানে বিরলে আমি ও সাগর
শুনিব দোঁহার, ভরি' অন্তর,
করুণ রাগিণী, মর্ম্ম-কাহিনী ;
সেখানে বসিয়া গাহি' অনিবার
মরালের মত ত্যজিব জীবন।
গোলামের দেশ মোর না কখন!
দূর হ পেয়ালা 'সেমোসী' সুরার।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষাকাব্যের তত্ত্ব

শ্রীনরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি. এ.

রাউজান আর. আর. এ. সি. ইন্সটিটিউশন্, চট্টগ্রাম।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষাকাব্য এক অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। বর্ষা ঋতুর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য—তার অপরূপ বর্ণবিকাশ কবিমনকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ষার বহিঃসৌন্দর্য্য বর্ণনেই কবিচিত্তের পরিতৃপ্তি সাধিত হয় নাই; এর বৈচিত্রপূর্ণ রূপ-বর্ণনের মধ্য দিয়া যে একটি চিরন্তন সহজ তত্ত্ব শতচ্ছন্দে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে— তাহা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই বিস্ময়াবহ। বাংলা সাহিত্যে তাহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—বিশ্ব সাহিত্যে তার জুড়ি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বর্ষার সহজ বর্ণনার ভিতর দিয়া যে তত্ত্বটা বিকাশলাভ করিয়াছে—তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা আমরা করিব না—শুধু বর্ষার সৌন্দর্য্য-পাগল, কবিমনের গহন পথরেখা ধরিয়া যতটুকু পারি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পাইব—হয়ত বা এই অপরূপ তত্ত্বের আভাষ মিলিতেও পারে।

মানুষের মনে বর্ষার প্রভাব এক চিরন্তন সত্য। বর্ষার অবিরল ঝুম্ ঝুম্ টুপ্ টুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ গান মানুষের অন্তর-নিহিত কবিমনটাকে জাগাইয়া তুলে—তাই ত বর্ষার অভিনব ছন্দে গানে কবি বচনমুখর হইয়া উঠেন—তাঁহার নীরব বীণা সুরের ঝঙ্কারে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। বিশ্বসঙ্গীতের সুর কবিবীণায় নিপুণ অঙ্গুলিপাতে রূপায়িত হইয়া উঠে। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' বর্ষার নবমেঘোদয়ে আত্মহারা কবিমন ময়ূরের মত আনন্দে নাচিয়া উঠে—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে॥

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের মাঝে বর্ষার এক নবীন ছন্দ জাগিতে আরম্ভ করে। ছন্দময়ী বর্ষানটীর নৃত্যপরা নূপুরের ঝুম্ ঝুম্ তালে, অন্ধকার করা নবীন মেঘের প্লাবন-বন্যায়, কবিমনের রুদ্ধ উৎসধারা স্বতই খুলিয়া যায়, কবিমন ময়ূরের মত কেকাধ্বনি করিয়া

শত ছন্দে, সহস্র পাখায়, নাচিয়া উঠে। কবির চোখে নিখিল-বিশ্ব স্নিগ্ধ সজলমেঘের রংএ নীলাভ হইয়া উঠে—

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে ॥

তারপর বর্ষার ঢল জোরে বিশ্বের শ্যামল বুকে নামিয়া আসে, 'জলে ভরভর আউষের ক্ষেত' পার হইয়া, নদীর দুকুল ছাপাইয়া, খাল-বিল-মাঠ জলে একাকার করিয়া, ঘোলাটে জলের বন্যা বুকে লইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া—বর্ষা ধীরে ধীরে গ্রামের পথে পা বাড়াইয়া দিল, শিশু তরঙ্গগুলি এ উহার গায়ে আনন্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। চারিদিকে জলের খেলা—কবির মনে কী আনন্দ!

ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে,
এল পল্লীর কাছেরে
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে ॥ নববর্ষা।

এখন হইতে ঋতুর নাটকে, বর্ষার অভিনয় সুরু হইতে চলিল। গুরু গুরু মেঘের গরজনে, বাদল ধারার তালে তালে, নবীন ধানের দোলন নৃত্যে, দাদুরীর সঘন চিৎকার গানে, তড়িত শিখার চকিত আলোকে বর্ষার আসর জমিয়া উঠিল—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে,
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে—নববর্ষা।

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী তার উপচার লইয়া আমাদের দুয়ারে উপনীত। তারই বার্তা আকাশ বাতাস মথিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। বনবনানী তারই আলাপে মাতিয়া উঠিয়াছে। জলভরা হাওয়া কী গোপন বার্তা বহিয়া চলিয়াছে—আর শ্যামল অরণ্য—

গুরু গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে শিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

চারিদিকে আশার বাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রৌদ্রক্লিষ্ট বিরহী ধরণীও যে শেষ তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছে কখন তাহার সারা অঙ্গে স্নিগ্ধ শীতল করুণা বারি ঝরিয়া পড়িবে—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা—নববর্ষা।

তারপর কখন ঝড়ের মেঘে আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে সঙ্গে, কবি মনের আনন্দ স্রোতে এক অব্যক্ত অনুভূতিময় ব্যথার তুফান জাগিয়া উঠিয়াছে।

ঐ যে ঝড়ে মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে
পরাণখানি দোলে,
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে।

কবির মনে হঠাতের এ ব্যথার তল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের মানদণ্ড দিয়া এর চুলচেরা বিচার হয় না। মস্তিষ্ক দিয়া একে বুঝা চলে না—হৃদয় দিয়া একে শুধু অনুভব করা চলে। ভরা বাদলে মনের ভিতর কেন এ ব্যথা জাগে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা শক্ত—তবে এটা সত্য যে এ ব্যথা প্রতি মানুষের মনেই জাগে। কবির মনোদর্পনে এর সুস্পষ্ট ছায়া পড়ে। কবে কোন আষাঢ়ের প্রথম প্রভাতে, নব মেঘ দর্শনে কালিদাসের মনেও এ ব্যথা জাগিয়াছিল—'মেঘালোকে ভবতি সুখিতোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'। বিদ্যাপতিও এ ব্যথার ছোঁয়াকে এড়াইতে পারেন নাই—

এ মহা ভাদর মাহ বাদর
শূণ্য মন্দির মোর—

মনে হয় কবি হৃদয়ের ব্যথার মূলে রহিয়াছে—অনন্ত বিরহের অনুভূতি সর্বব্যাপী বর্ষার নিবিড়তার মাঝে এই নিত্য বিরহ তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠে। নিখিলের অজস্র স্রোতে পরিব্যাপ্ত মন বর্ষার নিবিড় বিরহের মাঝে সহজ বিরহের ভাবটাকে ফিরিয়া পায়। তাই অকস্মাৎ এই যে অব্যক্ত ব্যথার আভাষ, এই যে অজানা বেদনার স্নিগ্ধ ছোঁয়া লাগা, তাহাই যুগে যুগে কবিদলকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে,

শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত বন মুখরিত বন বীথিকা॥

এই ব্যথার ছোয়া কবির মনে এক অভিনব অভিব্যক্তির সূচনা করিয়াছে, কবির হৃদয়াকাশে আলোছায়ার এক অপূর্ব পটপরিবর্তনের পালা সুরু হইয়াছে। বিরহের স্পর্শে উন্মনা কবি কখন ছুটিয়া চলিয়াছেন একাকিনী কোন বিরহিনীর উদ্দেশ্যে, মেঘের সঙ্গে অনন্তের পথে—আবার কখন নিরালা গৃহকোণে আপন প্রিয়ার নিকট নির্ভাবনায় আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। 'সীমার মাঝে অসীমের' সন্ধানের বর্ণবিকাশ কবির মনে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অনেক বন্ধ ও দ্বন্দ্বই যেন চোখের পলকে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। 'যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে' তাহাও বুঝি আজ প্রাণের জনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যায়—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
এমন মেঘ স্বরে, বাদল ঝর ঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।　　বর্ষার দিনে।

মনের অনেকখানি মিথ্যা মোহই আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মিলনের পথে যে অসংখ্য বাধাবন্ধ ছিল—সমাজের শাসন, জীবনের কোলাহল, সব আজ বাদল বরিষণে ডুবিয়া গিয়াছে। আছে শুধু—

কেবল আঁখি দিয়ে　　আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।　　বর্ষার দিনে।

তাই বুঝি, বিরহবিধুর, মিলন প্রয়াসী উন্মুখ কবি মন ছুটিয়া চলিয়াছে যেথায় বিরহিনী প্রিয়া—

কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুল লোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত কর রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী—বর্ষামঙ্গল।

কবি মন মিলনের আশায় ব্যাকুল। কিন্তু মিলনের যে মেঘমল্লার রচনায় তিনি তাঁর বিরহিনী প্রিয়াকে আবাহন করিয়াছেন সে মেঘ মল্লার কোথায়? কোথায় আজ নব গীত রচনা? বিরহের আকাশ যে ক্রমে ঘন নীল হইয়া উঠিয়াছে। 'ঈশানের পুঞ্জীভূত অন্ধ মেঘ' সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে, ছুটিয়া আসিতেছে যেন সারা বিশ্ব গ্রাস করিয়া ফেলিবে। বাহিরের জগৎ সেই প্রলয়ের বাত্যায় বিক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির হৃদয় কোণেও সেই বহির্জগতের ঝড় বিরহবেদনার আকারে তাল পাকাইয়া তুলিতেছে। তাহার ব্যাকুল মন, ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে কোন কোথায়, না জানি কোন সুদূর 'জনহীন পথে ক্ষুব্ধ পবনে'

কোন অপরিচিতার সন্ধানে। তার এ বেদনা কিসের, তার এ প্রাণের আকুল আবেদন কার উদ্দেশ্যে কোথায় শেষ হইবে—

ঝর্ ঝর্ ঝরে জল, বিজলী হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে
আমার পরাণ পুটে
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোনে। নববিরহ

কিন্তু কার তরে এই বেদনা? কিসের লাগি এ প্রাণের চাওয়া—তারই সন্ধানে, তিনি আপনাকে, সুদূর অতীতে বিদ্যুতের পাখায় করিয়া ভুবনময় পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। নিরালা গৃহ কোন আজ বিশ্বের অনন্ত প্রান্তরে আসিয়া মিশিয়াছে। অতীত আজ বর্তমানের তীব্র আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

বিদ্যুতের চমকানি লেগে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,
উত্তরী উড়িত মম, উন্মুখ পাখার সম
মিশে যেত আকাশে পাতালে,
বিদ্যুতের চমকানি কালে।

কিন্তু আজ কবির মনে এ কি ভাব! তাঁব বক্ষস্পন্দন কোথায়? তাঁর আকুল চাওয়ার সন্ধান মিলিল কই? কবি আপনাকে আজ হারাইয়া ফেলিযাছেন, মন তাঁর আজ উদাসী। + + + + ···; 'ঝর্ ঝর্ ধারে ঝরিছে নিচোল' বনবনানী মথিত করিয়া, গাছপালা ডুবাইয়া সমস্ত বিশ্বে এক ক্রন্দনের সুর জাগিয়া উঠিতেছে—

কখন প্রহর গেছে বাজি
কোন কাজ নাহি আজি
ঘরে আসে নাই কেহ, সারাদিন শূন্য গেহ
বিলাপ করিছে তরুরাজি—ঝড়ের দিনে।

কবি আজ কিসের ধ্যানে তন্ময়। কখন প্রহর বাজিয়া গিয়াছে সে খেয়াল তাঁহার নাই। কেহ কি কেহ আসে নাই? তাই তিনি শুধাইতেছেন—

স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অঙ্গ অলস আবেশে
শশীতারা হীন অন্ধ তামসী যামিনী
কোথা তোরা পুর কামিনী— বর্ষামঙ্গল

'আকাশ আঁধার হল বেলা বেশী নাই' নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে আর তিল ধারণের

ঠাঁই নাই। দিনের শেষে খেয়া পারও বন্ধ হইয়া আসিল। অই বুঝি কোন পথিকের শঙ্কাকুল কাতর আহ্বান শোনা যায়—

অই শোন তাই পারে যাবে বলে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে।

কিন্তু কই? তার আগমন কোথায়? অব্যক্ত ক্রন্দনের ঢেউ কবির কণ্ঠ পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠে এ কী আর্ত্তস্বর—'খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে'। কিন্তু কই? চারিদিক ভরিয়া শুধু এক অনন্ত জিজ্ঞাসা—"সে কোথায়? সে কোথায়?"

বিশ্বের বুকে বর্ষার দুর্দ্দিন নামিয়া আসিল। দূর আকাশের কোনে প্রলয়ের মেঘ ঘন হইয়া উঠিতেছে। আর সময় নাই। ছুটিতে হইবে, অনন্ত অজানার পথে, নিত্য দিনের চাওয়া প্রাণবল্লভ সন্ধানে—দূরে-দূরে-বহুদূরে। কিন্তু তিনি কেমন করিয়া পথ চলিবেন—মনের কোনে বুঝি এখনও একটু শঙ্কা রহিয়া গিয়াছে—পথের সন্ধান বুঝি এখনও মিলে নাই—

কেমনে চলিব পথ চিনে,
আজি এই দুরন্ত দুর্দ্দিনে—

কিন্তু এই অজানা পথেই তার সন্ধান মিলিতে পারে। এই ঝড়ের দুর্দ্দিনে, এই ঘনঘোর অকাল সন্ধ্যার আধারে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ তাহার পথ দেখাইয়া দিবে। প্রলয় ঝঞ্ঝা বাজিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তের পূর্বের সোনালী আভাময় মেঘ কাকডিম্ব নীল হইয়া গিয়াছে। পথের ভীষণ ছবি তাঁহার সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এখন আর তাহাতে ভীত নন। প্রাণের মমতা আর তাঁর নাই। তিনি সবই সহ্য করিতে প্রস্তুত। ব্যথাকেই তিনি নিবিড় করিয়া ধরিলেন—

দেখিছনা ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা;
মনে ভেবে দেখ তবে　　এ ঝড়ে কি বাধা রবে
করবী শেফালি মালিকা
ভেবে দেখ ওগো সাহসিকা।

কবির পশ্চাতে আজ পড়িয়া রহিল, 'ছিন্ন মালার ভ্রষ্টকুসুম। সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্দ্দিনের আকুল ঝঞ্ঝা; কিন্তু মনে তাঁর আর ভয়ের লেশমাত্রও নাই। তিনি আজ সাহসিক। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাতে অন্তরের প্রদীপখানি জ্বালাইয়া তিনি চলিয়াছেন দুর্গমপথে,—দুনিবার আগ্রহে। 'মৃত্যুর গর্জন লাগিতেছে তার কাছে সঙ্গীতের মত' অই, কালমেঘের পাতায় বিদ্যুত কি লিখিতেছে আর মুছিয়া ফেলিতেছে। 'উড্ডীন পিঙ্গল

'জটাজাল' মেলিয়া, প্রলয় ঝঞ্ঝা শেফালির পেলব মালা ছিঁড়িয়া, মুছিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া দিক্, কবি আজ প্রস্তুত—

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাধে কি কেহ পায় !

ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত তুচ্ছ করিয়া, সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রাণের অসীম আকুলতায়—অনন্ত আগ্রহে, কবির মন যখন বিরহের সপ্তস্বর্গে—তখনই ভক্ত কবির হৃদয়-মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব হইল। এইখানেই বর্ষাকাব্যের অপরূপ তত্ত্ব সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিল। + + + + + কোন বসন্ত ফাল্গুনে কবি তাঁর ভরসায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। ফাল্গুনের আবাহনে ছিল অপূর্ণতা, তাহাতে ছিল কামনার তীব্র স্পর্শ, ভক্তিহীন প্রেমের প্রাচুর্য্য তাই তাঁর আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু বর্ষার নিবিড়তার মাঝে, বর্ষার অখণ্ড পরিপূর্ণতার মাঝে, বিরহের কঠোর সাধনায় যখন ভক্ত কবির প্রেম, ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিল, তখনই—সেই 'ঘন বরিষার' মাঝে নিত্য দিনের চাওয়ার সন্ধান মিলিল—

বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়
এলে তুমি নব বরষায়।

এই দীর্ঘ বিরহ সাধনার অবসানে, কবির অন্তর আজ ব্রহ্মানন্দে ভরপুর। আজ তাঁর দুঃখ নিশা ঘুচিয়া গিয়াছে। এক প্রেমে আজ তাঁর জীবনের সর্ব প্রেম-তৃষা তৃপ্ত হইয়াছে। নিঃশেষে আজ তিনি আপনাকে পদপ্রান্তে বিলাইয়া দিয়াছেন—

আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার কর সায়।

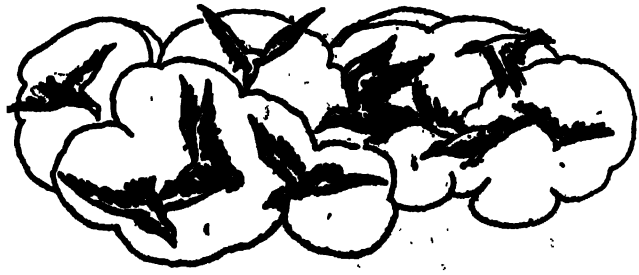

———

স্কুল গ্রন্থাগার*

শ্রীবটকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, বি. এল., এফ. আর. ই. এস. (লণ্ডন)

সার্টিফিকেট : লাইব্রেরী সায়েন্স ; টিচার্স-ট্রেনিং ; জিওগ্রাফি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে। যেহেতু এই সম্মেলন গ্রন্থাগারিকের সম্মেলন নহে, কেবল মাত্র স্কুল গ্রন্থাগারের উন্নতিমূলক কয়েকটী বিষয় বিবৃত করিব। আমাদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষতঃ স্কুল গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা বিশেষ অস্পষ্ট। বোধ হয় আমরা সকলেই জানি যে অনেকগুলি পুস্তক একত্রিত হইলেই একটী গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী হয় না। প্রকৃত গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী বলিতে অনেক কিছু বুঝায়, তবে সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ও দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যে শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে এবং সকল স্থানের বিদ্যালয়সমূহেও যে প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয় তাহা আমাদের দেশে একেবারে বিরল।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্কুলে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ-ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এ দেশে বিশেষতঃ বাংলায় একেবারে নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রতি এক বৎসর অন্তর মাত্র ২০টী ছাত্র লইয়া ছয় মাসব্যাপী একটী গ্রন্থাগারিক ট্রেনিং ক্লাশ কলিকাতাস্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের Imperial Library কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই ট্রেনিং মাত্র দুইবার দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী এপ্রিল মাস হইতে তৃতীয় বার আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে ইহার ফি ৫০৲ হইতে ৭৫৲ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। এই নিয়মিত ট্রেনিংএর পূর্ব্বে দুই চার জনকে মধ্যে মধ্যে Imperial Libraryতে ট্রেনিং দেওয়া হইত। এই ট্রেনিং ক্লাশের ছাত্র সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহিত হয় বলিয়া এবং অধিকন্তু যাহারা ইতিপূর্ব্বে লাইব্রেরীতে কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের প্রবেশের দাবী অগ্রগণ্য হওয়ায় শিক্ষার প্রসারের দিক দিয়া ইহার উপকারিতা নগণ্য। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ায় ইহাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রেনিং বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইহাদের কোর্সটী নয় মাসব্যাপী ও একটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে ইহাতে ঐ প্রদেশের ছাত্র ব্যতীত অন্য প্রদেশের ছাত্রের ভর্ত্তি

* হেতমপুর কন্‌ফারেন্সে পঠিত।

হওয়া কঠিন। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী ট্রেনিংএর ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী তিনমাসব্যাপী ট্রেনিংএর ব্যবস্থা ছিল। উহা এখন একবৎসরব্যাপীতে পরিণত করা হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ও গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমিতি সমূহ সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গত তিন বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলিকাতা আশুতোষ কলেজে একটী একমাস ব্যাপী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতি বৎসর যে মাসে পরিচালনা করেন। এ বৎসর উহা দেড় মাস ব্যাপী করা হইয়াছে এবং ফিও ১৫৲ করা হইয়াছে। কলিকাতা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে Imperial Libraryতে একটী দুইমাস ব্যাপী গ্রন্থাগারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মাত্র ৫৲ টাকা ফী লওয়া হইয়াছিল এবং বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণদ্বারা ক্লাশ পরিচালনা করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জন্য এখনও কোন সঠিক ব্যবস্থা হয় নাই।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল পুস্তকসমূহের দাম অত্যন্ত বেশী; বিশেষতঃ আমাদের গরীব দেশের পক্ষে কেবলমাত্র Dewey সাহেবের Decimal classification খানিই প্রায় ৪৫৲ টাকা মূল্য। ইহার ১৭. টাকা মূল্যের একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক স্কুল লাইব্রেরীর জন্য রাখা উচিত। কেবলমাত্র এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অধুনা বাংলাভাষায় কয়েকটী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্কুলেই গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি নাই ও শিক্ষাকেন্দ্রের অভাবও অত্যন্ত। এরূপস্থলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কতিপয় পুস্তক ক্রয় করতঃ যতটা সম্ভব প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ দু'একজন শিক্ষকের আয়ত্ত করিতে ও কার্য্যে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করা উচিত। উপযুক্ত ও বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র থাকিলে বর্ত্তমানে যেরূপ স্কুলসমূহ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের Teachers' Training Departmentএ ভূগোল বিজ্ঞান ও সাধারণ বিষয়সমূহ ও শিক্ষার জন্য যেরূপ শিক্ষকগণ প্রেরিত হইতেছেন তদ্রূপ হওয়া উচিত ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত একত্রে অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না হয় ততদিন প্রত্যেক জেলা হইতে District Teachers' Association মারফৎ কয়েকজন করিয়া শিক্ষক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ট্রেনিং ক্লাসে বা অন্যান্য কোন ট্রেনিং ক্লাসে প্রেরিত হওয়া উচিত। যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন স্কুলে অল্পদিন করিয়া থাকিয়া পুস্তকাদি Classify (শ্রেণীবিভাগ), Catalogue ইত্যাদি করতঃ প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তক নির্ব্বাচনের একটী বিশিষ্ট প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। অল্প কয় বৎসর মধ্যে যখন বহুলোক গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন তখন প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষকগণের মধ্যে একজন করিয়া গ্রন্থাগারিক থাকিতে পারিবেন। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের দ্বারা নিয়মিতভাবে কার্ড

Catalogue প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক পুস্তকখানি নানাপ্রকার ছাত্রের ও শিক্ষকের নানা বিষয়ের জন্য ব্যবহারের উপযোগী হইবে। মনে করুন একখানি অর্থনীতির পুস্তকে Banking Currency, Politics, Scciology ইত্যাদি বিষয় আছে। উপযুক্ত Subject কার্ডের দ্বারা একখানি পুস্তকই নানালোকের নানাবিষয়ের উপযোগী হইয়া জ্ঞানান্বেষণের সহায় হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র সাধারণভাবে পুস্তকের ফর্দ্দ রাখা হয় তাহা হইলে যিনি যে পুস্তক খুঁজিতেছেন কেবল মাত্র সেইখানি না পাইলেই তাঁহাকে তখনকার মত নিবৃত্ত হইতে হইবে। আমাদের দেশের স্কুল গ্রন্থাগার যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন উপযুক্ত subject কার্ডের দ্বারা ইহার উপকারিতা অনেকাংশে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। অধিকন্তু উপযুক্ত subject কার্ডের ব্যবহারে ছাত্রগণ অভ্যস্থ হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তাহাদের উন্নততর ও পুস্তকবহুল গ্রন্থাগার ব্যবহার করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া বিদ্যার্জ্জনের সহায়তা করিবে। পুস্তক নির্ব্বাচনে ও ক্রয় ব্যাপারে আপনাদের District Teachers' Association গুলি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। আমাদের দেশের মত গরীব দেশে ও অধিকাংশ স্কুলের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে অনেক reference পুস্তক স্কুলে ক্রয় না করিয়া মাত্র দু-একটি স্কুলে ক্রয় করতঃ District Teachers' Association মারফৎ আদান প্রদান করা চলিতে পারে। অবশ্য ঐরূপ করিতে হইলে District Teachers' Associationগুলিকে বিশেষ শক্তিশালী সঙ্ঘে পরিণত করিতে হইবে। যদি জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক স্কুলই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এরূপ ব্যবস্থা করা আদৌ কঠিন নহে। এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইতেছে যে অনেক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্রতী নাই। আপনাদের এই conference উপলক্ষে কার্য্য করিবার কালে একাধিক স্থলে আমার নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছে যে স্কুলটি A. B. T. A.তে affiliate করিয়াই বা কি হইবে ও delegate পাঠাইয়াই বা কি হইবে? গণতন্ত্রের যুগে এপ্রকার প্রশ্ন বিশেষ সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

কলিকাতাস্থ A. B. T. A. যদি বিশেষ চেষ্টাদ্বারা সমস্ত স্কুলকে তাঁহাদের অধীনে আনিতে পারেন ও একখানি ছোট মটরকার সাহায্যে স্কুলসমূহের মধ্যে পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন আমার বিশ্বাস তবে শিক্ষা প্রচারের বিশেষ সহায়তা করা হইবে। এক স্কুলে যে সমুদয় পুস্তক সকলের পঠিত বলিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিত তাহা সাদরে অন্য স্কুলে পঠিত হইবে; এবং এই প্রণালী দ্বারা প্রত্যেক স্কুলে যে অর্থ সঞ্চয় হইবে তদ্বারা নিত্য ব্যবহারোপযোগী আরও অধিক সংখ্যক পুস্তক বা শিক্ষার উপযোগী অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করা চলিবে। কলিকাতাস্থ Imperial Libraryতে ১৮ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নাই। এই নিয়ম ভারতগভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বহুবৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই নিয়মের দরুণ এইরূপ অনুমান করা যায় না যে উক্ত Libraryতে স্কুলের বয়স্ক ছেলেদের পাঠোপযোগী পুস্তক আদৌ নাই। যেহেতু

Imperial Library একটি সাধারণ পাঠাগার এবং কলিকাতার মত স্থলবহুল অঞ্চলে স্থাপিত, ইহার দ্বার স্কুলের ছাত্রগণের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। উক্ত Libraryর স্কুলপাঠ্য পুস্তকাবলীর বর্ত্তমান প্রথানুসারে classify করতঃ বিশিষ্ট ভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত এবং একটি বিশিষ্ট বিভাগ খোলা উচিত। A. B. T. A.র বোধ হয় এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমে Library Council ও Education Commissioner with the Government of Indiaর সহিত পত্রাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে ও আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত।

কলিকাতার বহু অনুপযুক্ত গ্রন্থাগার কলিকাতা Corporationএর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অপব্যয় করিতেছে। সমুদয় স্কুলগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ভোটের ঘাঁটির সৃষ্টি করিয়া Corporationএর নিকট হইতে A, B. T. A নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রসার কল্পে অর্থ আদায় করিতে পারেন। অধিকন্তু কলিকাতানগরীর উপযুক্ত এক বা একাধিক, স্কুল বালকগণের উপযোগী গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হইবে না, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হইবে (teacher & librarian)। সুতরাং শিক্ষক-দিগের একটি নূতন কার্য্যক্ষেত্রের সূচনা হইতে পারে।

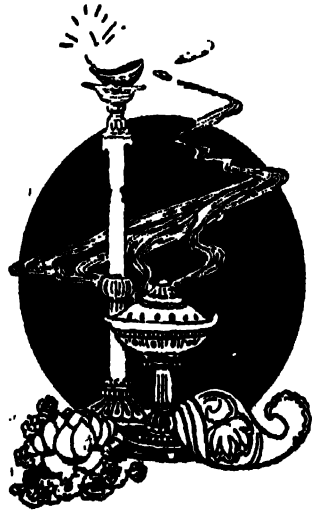

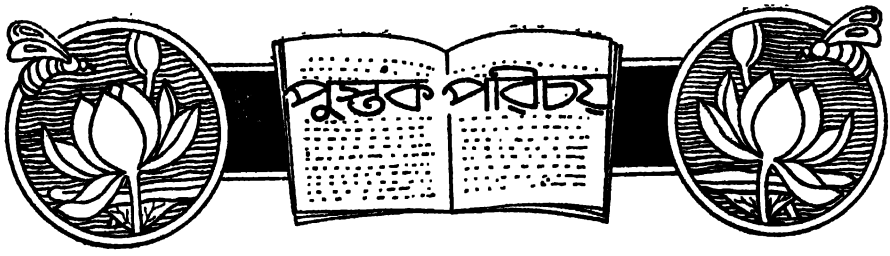

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ. প্রণীত। পৃঃ ৯৬; সচিত্র। মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রকাশক—পাঠশালা কার্যালয়, ৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিগত খৃষ্টিয় শতকের শেষভাগে এবং বর্ত্তমান শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে যে সকল অতি-মানবের অভ্যুদয় হইয়াছে, যাঁহারা আপন আপন প্রতিভা, শৌর্য্য ও বীর্য্যবলে বাঙ্গালী জাতিকে এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে বিভিন্ন বিভাগে জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ, ঋষিকল্প আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অন্যতম। নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য বহু প্রাচীন যুগ হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ যুগে আমরা দেখিতে পাই নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্ত রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বর্ত্তমান যুগেও এসিয়া খণ্ডের প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষিত হইয়াছে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতদিগের সুগভীর জ্ঞান, অসাধারণ ধীশক্তি ও বিপুল কর্ম্মশক্তির অদ্ভুত অবদানে।

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্ত্তাপ্রেরণে (Wireless) আচার্য্য বসুর নিঃসংশয় গবেষণা যে ইতালীয় মার্কণির (Marconi) পূর্ব্বগামী, তাহা St. Xavier Collegeএর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, জগদীশচন্দ্রের শিক্ষাগুরু, ফাদার লাফোঁর এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লিখিত পত্রের নিম্নলিখিত অংশে অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে :—"I would like to take this opportunity *to vindicate your rights to priority over Marconi*".

আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইলে পর ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি কর্ণু লিখিয়াছিলেন—"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানব-সভ্যতায় অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের তীব্র আলোক জগৎ সমক্ষে সন্দীপ্ত করিয়াছিলেন। আপনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবকীর্ত্তি পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন।" বলা বাহুল্য, আচার্য্য বসুর প্রাণের কামনাও ছিল তাহাই। রোমা রোঁলা "জিন ক্রিষ্টোফার" নামক বিখ্যাত উপন্যাসখানি জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিবার সময় লিখেন—"একটি নূতন পৃথিবীর আবিষ্কর্তাকে"। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর তারিখে দেশবাসী যখন তাঁহার সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিতেছিলেন, সেইদিন চীনের ন্যাংকিঙ ন্যাশন্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে যে তার আসে তাহার শেষে লিখা ছিল—"জগৎ আপনার নিকট এই আশা করে যে, আপনি বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার রাজ্যে উন্নীত করিবেন। সমগ্র এশিয়া আপনার গৌরবের অংশী।" এই মহতী আশা তিনি জীবনে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন, জড় ও জীবের মধ্যে একই প্রাণশক্তির ক্রিয়ার আবিষ্কার করিয়া। বিজ্ঞানও আজ আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে যে অগ্রসর হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট আভাষ আমরা পাইতেছি। এই পথের প্রথম পথিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। Sir James Jeans, যিনি বিগত বৎসর কলিকাতায় নিখিল-জগৎ-বিজ্ঞান-মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারই লেখা হইতে কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন—"I would say as a speculation, not as a scientific fact, that the universe and all material objects in it—atoms, stars and nebulæ—are merely creations of thought—of course, not of your individual mind or mine, but of some great universal mind underlying and co-ordinating all our minds. The most we can say is that *scientific knowledge seems to be moving in that direction.*" এই বিজ্ঞান সভায় অপর একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম Sir Arthur Eddington : তাঁহারও কথা এই যে "Everything seems to be a projection of the Mind." এই সকল উক্তি হইতে দেখা যায় যে বিজ্ঞান মনোরাজ্যের তমসাচ্ছন্ন পথে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার বিখ্যাত বিদ্যুৎ-তত্ত্বজ্ঞ (Electrician) Charles Steinmetzকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল "What line of research would see the greatest development in the next fifty years ?" ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক হইয়াও Steinmetz বলিয়াছিলেন—"I believe the greatest discovery will be made along spiritual lines." আচার্য্য বসুর জয়ন্তীর দিন চীন হইতে যে অভিনন্দন আসিয়াছিল তাহার মধ্যে যে আশা নিহিত ছিল, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগৎ ধীরে ধীরে সেই "আধ্যাত্মিক সত্তার রাজ্যে উন্নীত" হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের জড়বাদই বিগত শতাব্দীতে এবং বর্ত্তমান সময়ে জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন যদি ইহা অধ্যাত্ম-রাজ্যের বিস্ময়কর ব্যাপারসকল লইয়া গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জগতের সুবর্ণ-যুগ আগতপ্রায়।

আমাদের পরম গৌরবের বিষয় এই যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, যিনি বে-তার (Wireless), অদৃশ্য আলোক, জড়ের চেতনা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বহু মৌলিক

গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তিনিই হইবেন সেই সুবর্ণ যুগের প্রথম এবং প্রধান পুরোহিত, সেই অচিন্ পথের অগ্রদূত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রয়াল ইনষ্টিটিউশনের অধিবেশনের বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব আবিষ্কারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছিলেন :—

"আলোকে ভাসন্ত ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত জীব ও আকাশে দীপ্যমান অসংখ্য সূর্য্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য যখন লক্ষ্য করিলাম, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভাগীরথী তীরে যে মহান্ সত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল—বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

এইরূপ একজন বিজ্ঞান-ঋষির জীবনী লিখিয়া গ্রন্থকার তাঁহার লেখনীকে ধন্য করিয়াছেন।—"এই প্রসিদ্ধ ভারতীয় মনীষী, যাঁহাতে সত্যানুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে এক বিরাট ঐক্যবোধের মহতী কল্পনা, এই দুই-এর অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে" (German Encyclopœdia)। তাঁহার চিরস্থায়ী অবদানের বার্ত্তা-সংবলিত এই পুস্তকখানিকে উৎসর্গ করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"ভারতবর্ষের এক মহতী গৌরবকাহিনী ভারতীয় যুবকের স্মৃতিপথে রাখিতে এই পুস্তক তাহাদের হস্তে উৎসর্গ করিলাম।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করি এবং আশা করি তাঁহার এই সাধু ইচ্ছা বাঙ্গালী যুব-সম্প্রদায়ের চিত্তকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করিবে। ইহা এমন একখানি জীবনী যাহা শুধু বিদ্যা-বিতানে নহে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ঘরে ঘরে সযত্নে রক্ষা করা উচিত।

নূতন খাতা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক মিত্র এণ্ড ঘোষ। ১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০

বাঙ্গালাদেশ তাহার গুণী জ্ঞানী ও মহাপুরুষদের অল্প দিনের মধ্যেই ভুলিয়া যায়। এমনটা অন্য কোন দেশে হয় না। কয়েক বৎসর আগেও কবি কিরণধন জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার কবিতার আদর ছিল। কয় বৎসরের মধ্যে কবিকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কোন সাময়িক পত্রে কোন আলোচনায় তাঁহার নাম দেখি না—। আর স্মৃতিরক্ষা? কবির স্মৃতি কে রক্ষা করিবে? কবি নিজেই নিজের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন একখানি মাত্র পুস্তকে। সেই পুস্তক আর বাজারে মিলিত না। এ দেশে কবিতার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বড় একটা হয় না। ইদানীং মিত্র এণ্ড ঘোষ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ খানির দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিরণধন যে কত বড় কবি ছিলেন—তাহা তাঁহার কবিতাবলীর বিশ্লেষণ-মূলক সমালোচনার দ্বারাও কেহ দেখান নাই। তাহা দেখানো একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধের উপজীব্য। আমি এই টিপ্পনীতে শুধু এই কথা বলিতে চাই—বাংলাদেশের ও বাংলার গৃহ সংসারের মর্ম্মকথা লইয়া এদেশে

খাঁটী বাংলা ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে যতগুলি গীতি-কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিরণধনের কবিতাগুলি প্রথম স্তরের সামগ্রী। কিরণধনের রচনাভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব—রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি নয়। এই কবিকে যদি আমরা ভুলিয়া যাই, এই কবিতা-গুলির যদি আমরা আদর না করি—তাহা—হইলে বুঝিতে হইবে আমরা এখনও রসজ্ঞ হইয়া উঠি নাই।

যুগান্তরের কাহিনী। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মিত্র এণ্ড ঘোষ প্রকাশক। মূল্য এক টাকা।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় মতবাদের জন্ম, প্রবৃদ্ধি, ইতিহাস ও রূপান্তরের কথা আছে। কমুনিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম, বোলশেভিজম্ ইত্যাদির বিষয় বিশেষ করিয়া ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া বর্ত্তমানযুগের বিখ্যাত—বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথাও ইহাতে আছে। বিংশ শতাব্দীর সর্ব্ববিভাগের নব নব চিন্তা-ধারা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির কথাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি শিক্ষাবিভাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

তরুণগুপ্তের বিচিত্র কীর্ত্তিকাহিনী—শ্রীগজেন্দ্রনাথ মিত্র। মূল্য ৸০ আনা।

ইহাতে নয়টি ডিটেক্‌টিভ গল্পকে একসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। গল্পগুলি কিশোর-গণের জন্য রচিত। মারামারি কাটাকাটির রোমাঞ্চকর ঘটনা-সমাবেশ ইহাতে নাই—বুদ্ধির দ্বারা কেমন করিয়া দুর্বুদ্ধি জয় করা যায়, ইহাতে তাহারই চমৎকার নিদর্শন দেখানো হইয়াছে। রচনার ভাষা ও ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক।

১। **মেঘনাদবধ কাব্য** ... মূল্য ১।০
২। **ব্রজাঙ্গনা কাব্য** ... মূল্য ৸০

[প্রকাশক এডুকেশান্যাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা]

প্রকাশক মাইকেলের এই কাব্য দুইখানি ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সম্পাদনকার্য্যে যে-যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথাযথ। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীটী প্রথমেই ছাত্রকে কবির সহিত পরিচিত করাইবে। তারপর মধুসূদনের সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের অবস্থার আলোচনাটী সুন্দর। ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনাটীও সুসঙ্গত হইয়াছে। সীতা চরিত্রের বিশ্লেষণটী বেশ হইয়াছে। শব্দার্থ ও বাক্যাংশের ব্যঞ্জনার্থ দিয়া সম্পাদক ছাত্রদের খুবই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের গ্রন্থ সমালোচনা ভালো হইয়াছে। কবিতা-গুলির ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ থাকায় ছাত্রগণ কবিতা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা যথেষ্টই পাইবে। আমরা পুস্তক দুইখানির শিক্ষাবিভাগে বহুল প্রচার কামনা করি।

১। **সাহসীর জয়যাত্রা**—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

২। **জগৎ কোন পথে ?**—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫২ ও ২০০। দাম প্রত্যেক খানারই এক টাকা। প্রকাশক এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

আজকাল একথা কাহারও অবিদিত নাই যে জগতের কোন দেশে কোন রকম আন্দোলন বা পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে বিভিন্ন দেশেও উহার প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। বাস্তবিক বর্ত্তমান যুগে কোন দেশের পক্ষেই আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করা নিরাপদ নহে। জগতের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। তাই জাতিকে বাঁচিতে হইলে, জগতের বিভিন্ন জাতি ও দেশের অবস্থা, ব্যবস্থা, সমস্যা ও তাহার সমাধান প্রভৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। জাতির মেরুদণ্ড ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল যুবক ও ছাত্র-সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে শিক্ষিত ও সম্যক্ অবহিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করেন নাই। বাজারেও এ ধরণের পুস্তকের নিতান্ত অভাব। যোগেশ বাবুর এই প্রচেষ্টা সামান্য হইলেও কতক অংশে সে অভাব পূরণ করিবে, সন্দেহ নাই। জগৎ কোন্ পথে ? বইখানাতে আমরা পাই বিভিন্ন দেশের বিবিধ সমস্যা, আন্দোলন ও চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট আভাস। আবার 'সাহসীর জয়যাত্রা'য় পাই কেমন করিয়া এক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি শত অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অসীম সাহসে, অদম্য উৎসাহে, জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ জাতিকে জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। বিষয়টি সুবৃহৎ বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান যুগে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যাদের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী তাহাদের এবং ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার সান্ ইয়াৎ সেন, হিটলার, মুসোলিনী, ডি ভেলেরা, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির চরিতকথাও গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ একদিকে যেমন জাতির বিভিন্ন সমস্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন, অপরদিকে তেমনি জাতির নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ সাধক ও সাধিকারূপে জাতি সংগঠনে উদ্বুদ্ধ হইবেন। প্রত্যেক যুবক-যুবতীই পুস্তক দুইখানা পাঠে উপকৃত হইবেন, ভাষা ও ভাবের কোন জটিলতা নাই। বক্তব্য বিষয় অতি সহজ ভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। পুস্তক দুইখানা প্রত্যেক স্কুল লাইব্রেরীতে স্থান পাইবে, আশা করি। ছাপা সুন্দর। পারিতোষিক ও উপহারের বেশ উপযুক্ত।

শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুল পত্রিকা—তৃতীয়বর্ষ—প্রথম সংখ্যা।

সম্পাদক উক্ত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-টি। সাধারণ স্কুল ম্যাগাজিন যেরূপ হয়—তাহার তুলনায় পত্রিকাখানিকে সুসম্পাদিত বলিতে হয়। ইহাতে কেবল বালকদের রচনা নয়, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও স্কুল পরিচালিকা সমিতির কোন

কোন সভ্যের রচনাও ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। পত্রিকাখানিতে বঙ্গ-ভাষায় লিখিত রচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 'বিচিত্রা' ও 'আহরণী' নামে দুইটি বিভাগে শিক্ষা-সংক্রান্ত ও বালকগণের শিক্ষনীয় বিষয়সমূহের যে সকল আলোচনা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি সুরচিত এবং এইগুলিই পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। পত্রিকাখানি ছাত্রগণের সুশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

বঙ্গ-সাহিত্য মহামণ্ডল

[গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড]

বহরমপুর, পোঃ খাগড়া

দেশের শিক্ষিত নরনারীকে মাতৃভাষার আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করিবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান সন ১৩৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এই প্রতিষ্টান হইতে বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই এই পরীক্ষা দিয়া উপাধি ও পদকাদি পুরস্কার পাইতে পারেন। বাংলার বহু মনীষি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। যাঁহারা আগামী শারদোৎসবে উপাধি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা প্রধান পরিচালক মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন। শ্রীকাশীশ্বর বিদ্যারত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, প্রধান পরিচালক। বহরমপুর, পোঃ খাগড়া।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রাবণ সংখ্যা—"গ্রীসের দ্বীপালী"

পৃষ্ঠা ১৯০—				
৩য় লাইন—	"ভাঙ্গিল"	স্থলে	"উদিল"	হইবে।
৫ম "	"কিবস্"	"	"ফিবস্"	
১৮শ "	"দ্বীপান্থ বিথাব"	"	"দ্বীপাণু-বিথার"	
২১শ "	"যেথা"	"	"সেথা"	
পৃষ্ঠা ১৯১—				
৭ম লাইন—	"গনিলেন"	"	"গণিলেন"	
১৫শ "	"ধমণী"	"	"ধমনী"	

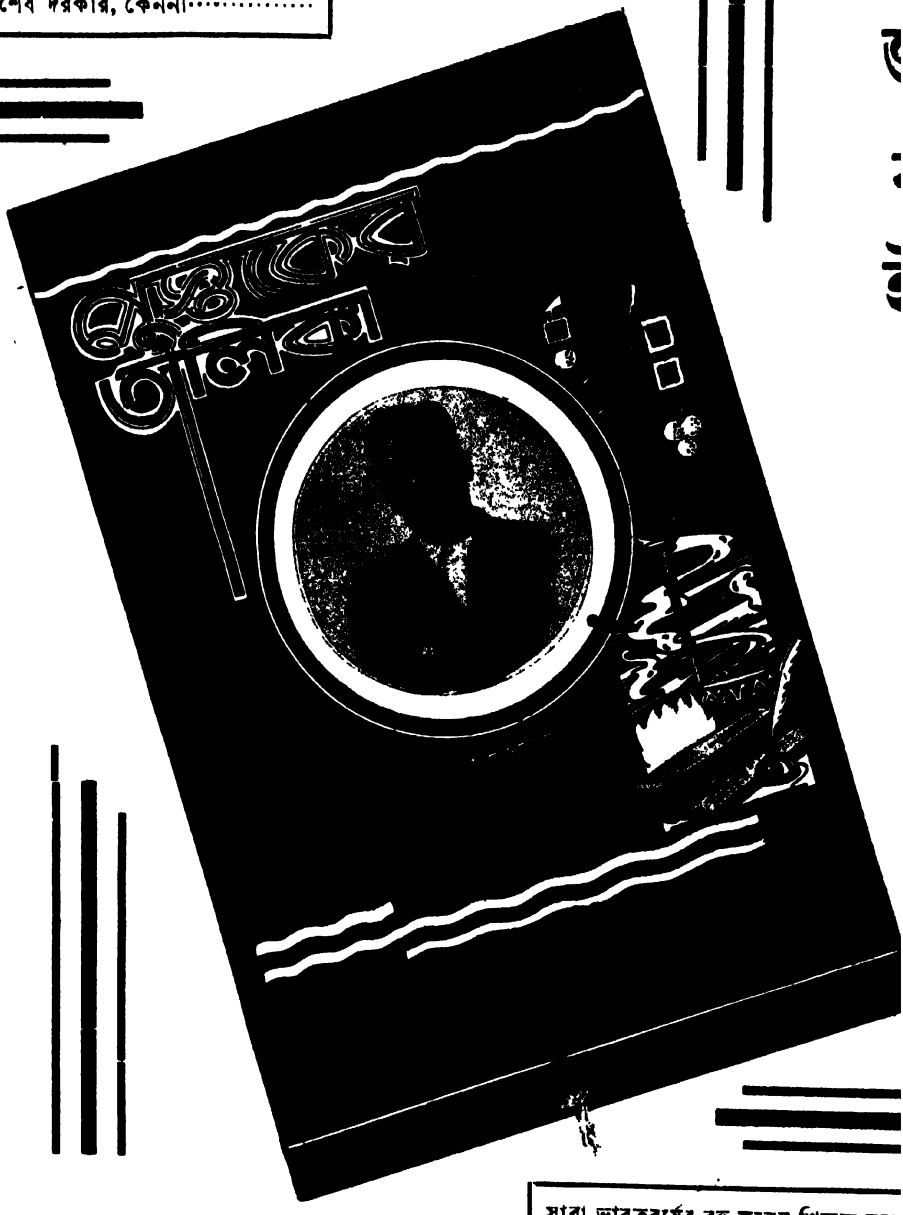

বলেন—যোগেশ চন্দ্রের 'সাহসীর জয়যাত্রা' ও 'জগৎ কোন্ পথে?' নামক পুস্তকদ্বয় প্রত্যেক ছাত্রেরই পাঠ করা বিশেষ দরকার, কেননা……………

সারা ভারতবর্ষের বহু স্কুলের শিক্ষক মহো
গণ আমাদের সব কয়খানি পুস্তকই প্র
এবং লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত করেন—
বাঙ্গালার প্রত্যেক দৈনিক, সাপ্তাহিক
মাসিক পত্রিকা আমাদের এই সাধু প্রচে
সুখ্যাতি শতমুখেই করিয়াছেন—এখন
করে আপনাদের সহানুভূতি—ইতি

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
শিশু-সাহিত্য প্রকাশক
১২, নারিকেল বাগান লেন,
কলিকাতা।

প্রত্যেক ছাত্রই এই পুস্তকগুলি প্রাইজে —পাইলে বিশেষ খুসী হইবে—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—**জগৎ কোন্ পথে ?** ... ১৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—**সাহসীর জয়যাত্রা** ... ১৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**অজানা দেশের পথে** ... ১৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—**অদৃশ্য মানুষ** ... ... ১৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু—**অসম্ভব দুনিয়ায়** ... ... ৸৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসু—**জীবন্ত কঙ্কাল** ... ৸৹

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়—**শয়তানের ফাঁদ** ... ৸৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**আকাশ-পাতাল** ... ... ৸৹

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—**গভীর জঙ্গলে** ... ৸৹

শ্রীনীহার রঞ্জন গুপ্ত—**বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল** ... ৷৷৵৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**সৈনিকের ডায়েরী** ... ৷৷৵৹

শ্রীআলোক দত্ত—**মুক্তোর সন্ধানে আফ্রিকায়** ৷৷৵৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**আগুনের পাহাড়** ... ৷৷৵৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—**নিঝুম পুরী** ... ৷৷৵৹

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—**ভূমিকম্পের পর** ... ৷৷৵৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**আশ্চর্য্য দেশ** ... ... ৷৷৵৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসু—**মরণের মুখে** ... ... ৷৷৹

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—**টিকিমেলা** .. ... ৷৷৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—**চালিয়াৎ চন্দর** ... ৷৷৹

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—**ডাকাত সর্দ্দার** ৷৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—**কারাকোরাম পর্ব্বতে** ... ৷৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসু—**দিল্লীকা লাড্ডু** .. ... ৷৷৹

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন—**কেদার রায়** (নাটক) ... ৷৵৹

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ—**দুর্য্যোগের মাঝে** ... ৷৵৹

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র দিলে বিনা মূল্যে ক্যাটলগ পাঠাইয়া থাকি।

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—শিশু-সাহিত্য প্রকাশক।

১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

LONGMANS, GREEN & Co., Ltd.

17, Chittaranjan Avenue, Calcutta

Books for Teachers :

Geography in School
By James Fairgrieve, M. A., F. R. G. S. Rs. 6 3 0

History Teaching in Schools
By Alan F Hattersley Rs 3 12 6

Talks to Teachers on Psychology
By William James Rs. 5 8 0

The Art of Teaching Arithmetic
By J. B Thomson Rs. 3 12 6

An Illustrated Historical Time-chart of Elementary Mathematics :
For Senior & Secondary Schools, Training Colleges and Universities. In five Sections By E. J Edwards, M. A. Per Section Rs. 3 7 0
Complete Set of 5 Sections Rs. 14 7 0

Anatomy & Physiology of Physical Training
By Major R. W. Gallaway, with an Introduction by Prof. E. P. Cathcart Rs. 4 2 0

Achievement
A Book of Modern Enterprise Rs. 4 2 0

Frontiers of Science
By Carl Truebald Chase, with an Introduction by H. Spencer Jones Rs. 8 9 6

কলিকাতা [illegible] কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপক

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

[illegible]

[illegible] পুস্তক বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক [illegible] সালের জানুয়ারী

হইতে [illegible] বৎসরের জন্য অনুমোদিত

[illegible]

১। পাটীগণিত

[illegible] শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত

[illegible] (worked out [illegible]) [illegible]

[illegible]

পাটীগণিত-সমাধানে [illegible]

[illegible]

পাটীগণিত ২ [illegible] পাটীগণিত-সমাধান [illegible]

২। সহজ গণিত—২য় ভাগ

[illegible] শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত

[illegible]

৩। সহজ গণিত—১ম ভাগ

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত

[illegible]

বাণী মন্দির

কলিকাতা : ১৪, কলেজ স্কোয়ার [illegible]